উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৭৬,১৭১.০৮ (-১২২.৫২)
নিফটি : ২৩,০৪৫.২৫ (-২৬.৫৫)

নারকীয় অত্যাচার
নবাগত পড়ুয়াদের পোশাক খুলিয়ে চলত মারধর। ডাম্বেল বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হত যৌনাঙ্গে। শেষমেশ র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার হল কেরলের নার্সিং কলেজের তৃতীয় বর্ষের পাঁচ পড়ুয়া। » ৭

মোদির বিমানে হুমকি
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তিনদিনের ফ্রান্স সফর সেরে এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন। তার আগে তাঁর বিমানে জঙ্গি হামলার হুমকি দেওয়া ফোন এল। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৭°	২৮°	২৮°	২৮°
সর্বনিম্ন	১১°	১০°	১১°	১১°

রানে ফিরলেন বিরাট, জেতালেন শুভমান » ১২

৩০ মাঘ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 13 February 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 265

ডিএ দিয়ে জয়ঢাক

রাজ্যের সমস্ত মানুষের কথা মাথায় রেখেই এই বাজেট তৈরি করা হয়েছে।
-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বেকার শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের এই দুর্মূল্যের বাজারে ঠকিয়েছে রাজ্য সরকার।
-শুভেন্দু অধিকারী

গ্রামমুখী বাজেট

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ভাতা বাড়ল না বটে। কিন্তু রাজ্য বাজেট কার্যত গ্রামমুখীই। গ্রামোন্নয়নে বাজেটের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৪৪ হাজার কোটিরও বেশি বরাদ্দ করল তৃণমূল সরকার। যেখানে নগরোন্নয়নে বরাদ্দের পরিমাণ সাড়ে ১৩ হাজার কোটিরও কম। শুধু সাধারণভাবে গ্রামীণ উন্নয়নে নয়, ভাগে ভাগে নানা খাতে বরাদ্দেও আছে গ্রামের প্রতি নজর।

অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের পেশ করা বাজেটের অন্যতম দুটি বড় দিক হল পথশ্রী ও বাংলার বাড়ি প্রকল্প। গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ হয় পথশ্রী প্রকল্পে। সেই খাতে চন্দ্রিমার বরাদ্দ ১৫০০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনার বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়ায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী রাজ্য সরকার গ্রামে বাড়ি তৈরি করে দিতে শুরু করেছে গত বছরেই।

চলতি বছরের বাজেটে আরও ১৬ লক্ষ পরিবারকে রাজ্য সরকারের ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। ওই প্রস্তাব কার্যকর করতে বরাদ্দ হয়েছে ৯৬০০ কোটি টাকা। এছাড়া কৃষিখাতে ১০ হাজার কোটি, ধান ক্রয়কেন্দ্র নির্মাণে ২০০ কোটি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি খাতে

৭৯৮ কোটি, প্রাণীসম্পদ উন্নয়নে ১২৭২ কোটি ইত্যাদির ফোকাস সেই গ্রামাঞ্চল।

নদীবন্ধন নামে যে নতুন প্রকল্পে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে, তাতেও উপকৃত হবে রাজ্যের গ্রামগুলিই। কেননা, নদীভাঙন সাধারণভাবে গ্রামের সমস্যা। ওই সমস্যা প্রতিরোধের প্রস্তাব রয়েছে নদীবন্ধনে। যে ৭০ হাজার আশাকর্মীকে স্মার্টফোন দেওয়ার জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তাঁদের বাড়ি ও কর্মস্থল গ্রামেই।

অর্থ প্রতিমন্ত্রীর বাজেট পেশের পর সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের কয়েকশো কোটি টাকা পাওনা। রাজ্য সরকার তাও নিজস্ব তহবিল থেকে একাধিক সামাজিক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। রাজ্যের সমস্ত মানুষের কথা মাথায় রেখেই এই বাজেট তৈরি করা হয়েছে।’ চন্দ্রিমাও বাজেট ভাষণে বারবার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার উল্লেখ করে বোঝানোর চেষ্টা করেন, তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার জনকল্যাণে একাধিক প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে।

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ রেখেই যে এই গ্রামমুখী বাজেট, তাতে সন্দেহ নেই। ২৯৪টি বিধানসভা আসনে গ্রামের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৭০টিরও বেশি আসনে গ্রামীণ ভোটারদের ওপর নির্ভর করে সার্বিকভাবে রাজ্যের শাসক নির্ধারণ। *এরপর দশের পাতায়*

রাজ্য বাজেট ২০২৫-’২৬

উত্তরবঙ্গের প্রাপ্তি
৮৬৬.২৬ কোটি
(সার্বিক উন্নয়নে)

রাজ্যে মোট বরাদ্দ
৩,৮৯,১৯৪.০১ কোটি

বড় চমক
- সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা ৪ শতাংশ বৃদ্ধি। ২০২৫-এর ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর
- মহার্ঘ ভাতা বেড়ে হল ১৮ শতাংশ
- কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা ৫৩ শতাংশ

উল্লেখযোগ্য
- লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ভাতা বাড়ছে না
- ৭০ হাজার আশাকর্মীকে স্মার্টফোন। বরাদ্দ ২০০ কোটি
- বাংলার বাড়ি আরও ১৬ লক্ষ পরিবারকে। বরাদ্দ ৯৬০০ কোটি
- নদীবন্ধন নামে নতুন প্রকল্পে ২০০ কোটি। ভাঙন প্রতিরোধ এই প্রকল্পে

অন্যান্য
- গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতে ৪৪ হাজার কোটি
- পথশ্রী প্রকল্পে গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণে ১৫০০ কোটি
- কৃষিতে ১০ হাজার কোটি
- কৃষি বিপণনে ৮২৬ কোটি
- স্বাস্থ্য খাতে ২১ হাজার ৩৫৫ কোটি
- উচ্চশিক্ষায় ৬,৫৯৩.৫৮ কোটি
- স্কুলশিক্ষায় ৪১,১৪৩.৭৯ কোটি

উত্তরের চাহিদায় পড়ল না আলো

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১২ ফেব্রুয়ারি : শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্টেডিয়াম, ক্ষুদ্র চা চাষিদের জন্য কৃষিপ্রকল্প- চাহিদার তালিকাটা বেশ লম্বা। তবে রাজ্য বাজেটে উত্তরবঙ্গের জন্য আলাদা করে কোনও ঘোষণা না হওয়ায় হতাশ বিভিন্ন মহল। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের এটাই ছিল শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের জন্য বাজেটে আলাদা বরাদ্দ হয়েছে। তার বাইরেও উত্তরবঙ্গের জন্য বড় প্রকল্পে পৃথক বরাদ্দ হবে বলেই আশাবাদী ছিলেন উত্তরবঙ্গবাসী। তা না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ।

উত্তরের জেলাগুলিতে লক্ষ-লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন। জেলাতেই তাঁদের কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। ফিরে আসতে বলেছিলেন গ্রামে। এদিনের রাজ্য বাজেটে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কোনও প্রকল্প বা বরাদ্দ মেলেনি। যা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিরোধীরা। প্রাক্তন মন্ত্রী এবং সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্যর কথা, ‘মুখে বড় বড় বুলি আওড়ালেও বাজেটে কর্মসংস্থানের কথা নেই। মূল্যবৃদ্ধি রোধেও কোনও পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়নি। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্প হবে বলে এখানকার মানুষ আশা করে থাকেন। এবারের বাজেটে সেসব কিছুই নেই।’ যদিও শিলিগুড়ি মেয়র তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা গৌতম দেব বাজেটকে বাস্তবমুখী বলেছেন। তাঁর যুক্তি, ‘উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে ৮৮৬ কোটি দেওয়া হয়েছে। পর্যটন, স্বাস্থ্য- সব ক্ষেত্রেই প্রচুর অর্থবরাদ্দ হয়েছে।’

উত্তরবঙ্গে ধুঁকতে থাকা অর্থকরী ফসল তামাক, পাট নিয়েও আলাদা করে বাজেটে কোনও শব্দ খরচ করা হয়নি বলেই জানিয়েছেন বিধায়কদের একাংশ। হলদিবাড়ির টমেটো বা বিধাননগরের আনারস প্রক্রিয়াকরণ নিয়ে বছরের পর বছর নানা গল্প শোনানো হলেও তারজন্য মেলেনি অর্থ। পাহাড়ের সিঙ্কোনা, কমলালেবুর জন্যও আশার কথা শোনানো হয়নি। রাজ্য বাজেটকে হতাশার বাজেট বলেই উল্লেখ করেছেন নর্থবেঙ্গল ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজন চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্য, ‘উত্তরবঙ্গের চা বাগিচা, পর্যটন নিয়ে কোনও দিশা অর্থমন্ত্রী দেখাতে পারেননি।
এরপর দশের পাতায়

অঙ্কিতার মামলা খারিজ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে শিক্ষিকার চাকরি হারিয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতা অধিকারী। এই মামলায় তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিতা অধিকারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পাশাপাশি যে বেতন শিক্ষিকা হিসেবে অঙ্কিতা পেয়েছিলেন, তা ফিরিয়ে দিতেও নির্দেশ দেয় আদালত। সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেখানেও ধাক্কা খেলেন অঙ্কিতা। শীর্ষ আদালত তাঁর মামলা খারিজ করে দিল। অঙ্কিতা বা পরেশ কারও সঙ্গেই যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

আদালতের রায়
- কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরি যায় অঙ্কিতা অধিকারীর
- শিক্ষিকা হিসাবে পাওয়া টাকা ফেরত দিতে বলা হয় তাঁকে
- পরবর্তীতে ওই সময় নিয়োগপ্রাপ্ত ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়
- দুটি রায়ের বিরুদ্ধেই সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানান অঙ্কিতা
- দেরিতে আবেদন করা হয়েছে বলে আবেদন খারিজ করে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষিকা পদে নিয়োগ পাওয়া অঙ্কিতা অধিকারীর বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে চাকরি পাওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন চাকরিপ্রার্থী ববিতা সরকার। ওই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের রায়ে ২০২২ সালের ১৭ মে অঙ্কিতার চাকরি বাতিল হয়। হাইকোর্টের ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন অঙ্কিতা। শুধু অঙ্কিতার চাকরি সংক্রান্ত রায়ই নয়, এসএসসি দুর্নীতির বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের রায়কেও চ্যালেঞ্জ করেছিলেন তিনি। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের
এরপর দশের পাতায়

বীর চিলারায়ের জন্মজয়ন্তীতে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করছেন রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়। কোচবিহারের সিদ্ধেশ্বরীতে। ছবি : জয়দেব দাস

কেন্দ্রকে তোপ পদ্ম-সাংসদ নগেনের

শিবশংকর সূত্রধর

বাণেশ্বর, ১২ ফেব্রুয়ারি : বীর চিলারায়ের জন্মদিবসের অনুষ্ঠান থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপির সাংসদ নগেন রায়। তাঁর দাবি, পৃথক রাজ্য অথবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট নিয়েছিল বিজেপি সরকার। অথচ এখন সেই দাবি পূরণ করা হচ্ছে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। পরিস্থিতি এমনই যে, সাংসদ হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রের শীর্ষস্থানীয়রা নগেনের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে চান না বলে তাঁর অভিযোগ। ফলে এবার আর মুখে কথা নয়, যা করার করে দেখানো হবে বলে এদিন স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নগেন। তিনি বলেন, ‘কোচবিহার একসময় রাজ্য ছিল। কেন্দ্র সরকারের কাছে কোচবিহার রাজ্যের দাবি জানানো হলে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করে দেবে। কিন্তু তারপর বিজেপির তিনবার সরকার তৈরি হলেও সেই দাবি মেটেনি। কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে দিচ্ছি আমাদের সঙ্গে এরকম করা ভয়ংকর। এবার আমাদের যা করার করে দেখাব।’

বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ হলেও নগেনের সঙ্গে জেলা বিজেপির দূরত্বের কথা কারও অজানা নয়। বিজেপি জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে কখনও নগেনকে বৈঠক করতে দেখা যায়নি। কোনওদিন বিজেপি জেলা পার্টি অফিসেও যাননি তিনি। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এদিন নগেনের নেতৃত্বাধীন গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বীর চিলারায়ের জন্মদিবসের অনুষ্ঠানে কোচবিহারের বিজেপির কোনও জনপ্রতিনিধিকে দেখা যায়নি। কিন্তু এবার আর শুধু জেলা বিজেপির উপরই নয়, সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নগেন। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে,
এরপর দশের পাতায়

‘রাজ্য চাই’
- পৃথক রাজ্য অথবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট নিয়েছিল বিজেপি সরকার
- দাবি পূরণ করা হচ্ছে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিজেপির সাংসদ
- অভিযোগ, কেন্দ্রের শীর্ষস্থানীয়রা নগেনের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে চান না
- পৃথক রাজ্যের দাবিতে ফের আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি

রাষ্ট্রসংঘের কাঠগড়ায় হাসিনার ‘অত্যাচার’

ঢাকা, ১২ ফেব্রুয়ারি : শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গুম, খুন সহ নানাবিধ মানবাধিকার অপরাধে অন্তর্বর্তী সরকারের তত্ত্বেই সিলমোহর পড়ল রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তরের রিপোর্টে। ইউনূস সরকারের প্রথম দিন থেকে দাবি ছিল, গত জুলাই-অগাস্টে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছাত্র-জনতাকে নির্বিচারে খুন করেছিল হাসিনা সরকার।

রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার দপ্তরের তথ্যানুসন্ধান রিপোর্টও জানাল, ছাত্র আন্দোলন দমনের নামে গত বছরের ১ জুলাই থেকে ১৫ অগাস্টের মধ্যে ১৪০০ মানুষকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে বাংলাদেশে। এছাড়া হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। নিহতদের সিংহভাগের মৃত্যু হয়েছে নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে। নিহতদের মধ্যে ১২-১৩ শতাংশ শিশু ছিল। বুধবার জেনেভায় রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে।

রিপোর্টটি প্রকাশের দিনই বুধবার হাসিনার আমলের কুখ্যাত আয়নাঘর দেখতে গিয়েছিলেন ইউনূস। ঢাকায় ওই আয়নাঘরগুলি দেখে তিনি বলেন, ‘যেসব খুপরিতে বন্দিদের রাখা হত, গ্রামে মুরগির খাঁচাও তার থেকে বড় হয়। সামান্যতম মানবাধিকার থেকেও বন্দিদের বঞ্চিত রাখা হত।’ ইউনূসের সঙ্গে ছিলেন তাঁর সরকারের একাধিক উপদেষ্টা, ভুক্তভোগী বন্দি এবং দেশ-বিদেশের সাংবাদিকরা।

আয়নাঘরে সদলবলে ইউনূস

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কথায়, ‘আয়নাঘরের ভিতরের দৃশ্য খুব বীভৎস। এখানে মনুষ্যত্ব বলতে কিছু নেই। যা হয়েছে তা নৃশংস। এটা কি আমাদের সমাজ! বিনা দোষে হাতে বিস্ফোরক ধরিয়ে সন্ত্রাসী, জঙ্গি বলে রাখা হত।’ ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, ‘৭০০-৮০০ আয়নাঘর আছে। সব খুঁজে বের করা হবে।’ আয়নাঘর পরিদর্শনে ইউনূসের সঙ্গী ভারতীয় সাংবাদিক অর্ক দেব একটি ইলেক্ট্রিক চেয়ারের ছবি ফেসবুকে শেয়ার করে লিখেছেন, ‘ফ্যাসিবাদের জননী শেখ হাসিনার আয়নাঘরের একটি কক্ষে এই চেয়ার (আজারগাঁও অঞ্চলে) হাই ভ্যালু বন্দিদের ইলেক্ট্রিক শক দিতে ব্যবহার করা হত।’

রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনারের রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত বছর ১৮ জুলাই তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান
এরপর দশের পাতায়

সরকারি খয়রাতিতে সর্বনাশ, মত কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : জীবিকা না থাকলেও জীবন ঠিক চলে যাচ্ছে। কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের সরকারি বদান্যতায় পেটে ভাতের অভাব হচ্ছে না। ভোটে জিতে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিযোগিতা চলছে এই বদান্যতায়। কিন্তু এই পাইয়ে দেওয়ার সংস্কৃতি মানুষের সর্বনাশ করছে বলে বুধবার মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট।

শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, অনায়াসে সব পেয়ে যাওয়ায় মানুষ আর কাজ করতে চাইছে না। বিনামূল্যে খাবার পেলে, বিনাশ্রমে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভরে গেলে আর পরিশ্রম করার প্রয়োজন কী! বিআর গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহ’র বেঞ্চ মনে করছে, ‘এতে কায়িক ও মানসিক শ্রমের মূল্য কমে যাচ্ছে। ক্ষতি হচ্ছে সমাজের।’

বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে এই ‘খয়রাতি সংস্কৃতি’ এখন ভারতের আদত হয়ে গিয়েছে। ভোট এলে বিনা পয়সায় র‍্যাশন, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়।
এরপর দশের পাতায়

ও মোর মাহুতবন্ধু রে...

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১২ ফেব্রুয়ারি : ‘ও তো চম্পাকলিকে আমার থেকেও বেশি ভালোবাসে।’ বলছিলেন হেনতা। স্বামীকে ‘ভাগ’ করে নেওয়ার কথা বলছেন বটে, কিন্তু হেনতার মুখে অনাবিল হাসি। পাশে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন রবি বিশ্বকর্মাও। তাঁর বিরুদ্ধেই তো এই ‘গুরুতর অভিযোগ’ উঠেছে। তবে অভিযোগ একবাক্যে মেনে নিলেন রবি। ‘ওর জন্য আমার মন কাঁদে। চম্পাকলিকে ছেড়ে একদিনের জন্যও কোথাও যেতে মন চায় না।’

রবির সঙ্গে হেনতার বিয়ে হয়েছে ৩০ বছর আগে। বারকয়েক শ্বশুরবাড়ি গিয়েছেন। তাছাড়া আজ পর্যন্ত একটি দিনের জন্যও অন্য কোথাও স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে যাননি রবি। কারণ ঘুরতে গেলেই তো দেখতে পাবেন না তাঁর আদরের চম্পাকলিকে। সে বেচারা কষ্ট পাবে। ও কী খাবে, কোথায় কীভাবে থাকবে এই চিন্তায় ঘুম উড়ে যায় তাঁর। চম্পাকলিও নিশ্চয় সেই টান বোঝে। বিশ্বাস করেন রবি। মুখে বলতে পারে না, সেকথা আলাদা।

স্বামী ছুটি নেন না, কোথাও নিয়ে যান না, তা নিয়ে কোনও আক্ষেপ বা অভিযোগ নেই হেনতার। তিনিও তো জানেন, প্রায় তিন দশক ধরে মাহুতের দায়িত্ব সামলানো চারটিখানি কথা নয়। ১৯৯১ সালে প্রথম পিলখানায় পাতাওয়ালা হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন রবি। সেই শুরু। ১৯৯৪ সালে মেনকা হাতির সঙ্গে মাহুত হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু। এরপর সেই ২০০০ সাল থেকে আজ অবধি কুনকি চম্পাকলির দেখভালের ভার তাঁর ওপর।

এমনিতে চম্পাকলিকে কোনও হেঁজিপেঁজি ভাবলে ভুল হবে। কুনকিদের মধ্যে সেও স্পেশাল। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর রয়েছে বিখ্যাত হলং সেন্ট্রাল পিলখানা। এখানকারই বাসিন্দা চম্পাকলি। সেই হাতি বহু অনাথ হস্তীশাবককে মাতৃদুগ্ধ দিয়ে বড় করে তুলেছে। তাই বনকর্তাদের কাছে তার কদরই আলাদা। রবির যেমন একদিনের জন্যও চম্পাকলিকে ছেড়ে থাকতে ভালো লাগে না, তেমনি রবিকে না দেখলে চম্পাকলিও যেন অস্থির হয়ে ওঠে। সহকর্মীরা বলেন,
এরপর দশের পাতায়

১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে ভালোবাসার সপ্তাহ। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই সময়কালে রোজই থাকবে অভিনব এক-একটি ভালোবাসার গল্প। আজ জলদাপাড়ার এমনই এক অন্য কাহিনী

চম্পাকলির পিঠে মাহুত রবি বিশ্বকর্মা।

পেটপুজো।। বালুরঘাট শহরে শিশু উদ্যানে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়। বুধবার।

সিঙ্গুর হতে দেবেন না, রাজ্যকে বার্তা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : 'এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না।' দ্বিতীয় সিঙ্গুর হতে দেবেন না। বুধবার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এমনই ক্ষোভের সুর শোনা গেল পাহাড়, তরাই-ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা শ্রমিক সংগঠনের সদস্যদের মুখে।

সম্প্রতি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমিকে পর্যটনের আওতায় আনা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এমন ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যেই গর্জে উঠল পাহাড়, তরাই-ডুয়ার্সের চা বাগানের শ্রমিক সহ বিভিন্ন সংগঠনগুলি। ইতিমধ্যেই এই ঘোষণার পর পাহাড়-তরাই-ডুয়ার্সের চা বাগানের সকলকে এক ছাতার নীচে আনতে তারা জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি গঠন করেছে। বুধবার সংগঠনের তরফে শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে একটি সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। সেখানেই সংগঠনের নেতাদের মুখে এমন হুঁশিয়ারি শোনা যায়। চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি চা পর্যটনে ব্যবহার করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। এসব জমিতে হোমস্টে, রিসর্ট নির্মাণ করা হবে বলে তিনি জানান। আর এই ঘোষণার পরেই নড়েচড়ে বসেছে সংগঠনগুলি।

বৈঠকে আদিবাসী গোর্খা ক্ষেত্র সমিতির সভাপতি সগন মোক্তান বলেন, 'প্রকৃতিকে ধ্বংস করে আমরা বিকাশ চাই না। বাইরে থেকে লোক এসে আমাদের জমি দখল করে ব্যবসা করবে আর আমরা কী করব? আমাদের লোভ দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না।' চা বাগানের সমাজকর্মী অর্জুন ইন্দোয়ার বক্তব্য, 'চা বাগানে ৩০ শতাংশ জমি নিতে হলে বাগানের মানুষদের উচ্ছেদ করতে হবে। নাহলে বাগান তুলে ফেলতে হবে। পূর্বপুরুষদের জমি ছেড়ে আমরা কোথাও যাব না। ৩০ শতাংশ জমি ব্যবহার করলে চা বাগান ধ্বংস হয়ে যাবে।' সংগঠনের সদস্যদের কথায়, কোনওমতেই ৩০ শতাংশ চা বাগানের জমিতে হোমস্টে, রিসর্ট নির্মাণ করতে দেওয়া হবে না। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন।

Mekhliganj Panchayat Samity
Changrabandha, Cooch Behar
Notice Memo No. 81 dated 10.02.2025
On behalf of Mekhliganj Panchayat Samity, sealed bids are hereby invited from the bonafide business person under Mekhliganj Panchayat Samity for lease of 4nos. of Stalls at Panchayat Samity Office Campus.
Date of submission of bid from 10.02.2025 to 21.02.2025
Time 11.00 am to 3.00 pm
Intending bidders may check the details available in the Notice Board of Mekhliganj Panchayat Samity.
Sd/- Executive Officer
Mekhliganj Panchayat Samity

বাংলাদেশের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়ার হিড়িক

চ্যারাবান্ধা চেকপোস্টে ভিড়

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ১২ ফেব্রুয়ারি : প্রায় এক বছর হতে চলল, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কে অবনতি ঘটেছে। যার উন্নতির কোনও লক্ষণ আপাতত দেখা যাচ্ছে না। এরই মাঝে অশান্ত বাংলাদেশের ফরিদপুরের আটরশিতে আগামী ১৫ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হওয়া বিশ্ব ওলি খাজা বাবা ফরিদপুরির বিশ্ব উরস শরিফ উপলক্ষ্যে ভারত থেকে বহু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ যোগ দিচ্ছেন। বুধবার চ্যাংরাবান্ধা চেকপোস্ট দিয়ে অন্তত ১৭০ জন ভারতীয় মুসলিম এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশে বাংলাদেশে রওনা হন।

চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের এক আধিকারিক বলেন, 'ভিসা সমস্যার জেরে যাত্রী যাতায়াত কম চলছে বহুদিন থেকে। এদিন বহুদিন পর একসঙ্গে এত যাত্রী ওপারে গেলেন। ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ ট্যুরিস্ট ভিসাতেই ওপারে গিয়েছেন বিশ্ব উরস শরিফে অংশ নিতে। প্রত্যেক বছরই এদেশ থেকে লোকজন যান ওই অনুষ্ঠানে।'

এদিন বহুদিন পর চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশনে আগের মতো চেনা ব্যস্ততা লক্ষ করা গিয়েছে। কোচবিহারের শীতলকুচির বড়মরিচার আবদুল মালেক মিয়াঁর কথায়, 'ধর্ম পালন করতেই আমরা বাংলাদেশে যাচ্ছি। আমাদের প্রায় ৬০-৬৫ জনের দল রয়েছে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে। পাসপোর্ট নিয়েই আমরা যাচ্ছি। প্রত্যেক বছর এই অনুষ্ঠানে যাই বিভিন্ন জায়গার উলেমাদের বক্তব্য শুনতে।'

অসমের ধুবড়ি থেকে ফরিদপুরের উদ্দেশে এদিন রওনা হয়েছেন আপিয়া বিবি। তিনি বললেন, 'ওদেশে শুধুমাত্র অনুষ্ঠানে যাওয়াই নয়, যে আত্মীয়রা ওখানে রয়েছে এই অনুষ্ঠানে গেলে তাদের সঙ্গেও দেখা হয়। তাই প্রত্যেক বছরই যাওয়ার চেষ্টা করি।'

এদিকে, এদিন এত লোকসমাগম হওয়ায় চেকপোস্ট এলাকার বিভিন্ন দোকানে ভালোই বিক্রিবাটা হয়েছে। স্থানীয় ভাতের হোটেল মালিক বাপি ঘোষের কথায়, 'একসঙ্গে এত লোক বহুদিন পর দেখলাম। আগের দিনগুলোর কথা মনে পড়ছিল, যখন বর্ডারে সবসময় ভিড় গিজগিজ করত। এখন তো লোকের আনাগোনাই দেখা যায় না। আজকে ক্রেতার ভিড়ে দোকান চালাতে দম ফেলার ফুরসত পাইনি।'

বাংলাদেশের ফরিদপুরে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য চেকপোস্টে লাইন।

বন্ধন লাইফ ইনসুরেন্সে নিশ্চিত আয়

নিউজ ব্যুরো

১২ ফেব্রুয়ারি : ভারতের বিভিন্ন জীবনবিমা কোম্পানিগুলির মধ্যে অন্যতম বন্ধন লাইফ ইনসুরেন্স নিয়ে এল 'বন্ধন লাইফ গ্যারান্টিড ইনকাম প্ল্যান।' এই জীবনবিমাটি দেশজুড়ে থাকা বন্ধন ব্যাংকের সমস্ত শাখাতে উপলব্ধ রয়েছে। এই প্রকল্পটি বিমা গ্রাহকদের প্রথম মাস থেকেই জীবনবিমা কভারেজের পাশাপাশি নিশ্চিত আয় প্রদান করবে।

প্রকল্পের সূচনা নিয়ে বন্ধন লাইফ ইনসুরেন্সের এমডি এবং সিইও সতীশ্বর বি বলেন, 'বন্ধন লাইফ ইনসুরেন্স এই প্রকল্প গ্রাহকদের আর্থিক সুরক্ষার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস প্রদান করবে। সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস এবং বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা প্রদানে সাহায্য করবে। আমরা বিশ্বাস করি, যে গ্রাহকরা আর্থিক স্থিতিশীলতা খুঁজছেন এই প্রকল্প তাঁদের চাহিদা পূরণ করবে।'

বন্ধন ব্যাংকের বিভিন্ন স্কিম বহু বছর থেকেই দেশজুড়ে সাড়া ফেলেছে। এই স্কিমটিও সেরকমই সাড়া ফেলবে বলে মনে করছে সংস্থাটি।

বাজারে এল মাহিন্দ্রার নেক্সট জেন এসইউভি

নিউজ ব্যুরো

১২ ফেব্রুয়ারি : মাহিন্দ্রার পরবর্তী প্রজন্মের বৈদ্যুতিক উৎস এসইউভি গাড়ি এক্সইভি নাইন ই এবং বিইসিক্স চৌরঙ্গি সল্টলেকের এনআর অটো-তে লঞ্চ করা হল। এটা ভারতীয় মোটরগাড়ি শিল্পে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। ইনগ্লো ও মাহিন্দ্রা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর্কিটেকচার দ্বারা পরিচালিত ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গ্রাহকদের মাহিন্দ্রার বৈদ্যুতিক গতিশীলতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

সংস্থার নতুন এই ইলেকট্রিক গাড়িগুলির ডিজাইন ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে। অনবদ্ধ লাইটিংয়ের সঙ্গে ইনফিনিটি গ্লাস টপ গাড়িগুলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট।

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে-২০২৫-০৫, তারিখ : ২১-০১-২০২৫-এর বিপরীতে সংশোধনী নং. ০৩

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে-২০২৫-০৫, তারিখ : ২১-০১-২০২৫।
টেন্ডার নং. এম-টিএসকে-২০২৫-০৫ -এর জন্য সংশোধিত টেন্ডার শর্তাবলি জারি করা হয়েছে। বিডারদের ওয়েবসাইটে www.ireps.gov.in দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
সিনি. ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

থ্রু পাসিং ট্রেনের কোচের যান্ত্রিক পরিষ্কার করণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ডিইএম/২০২৫/বি/৫৯৩২৮২৭; তারিখ : ১০-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা "টু প্যাকেট সিস্টেম"-এ মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম : ৪ (চার) বছর সময়ের জন্য "ক্লিন ট্রেন স্টেশন" (সিটিএস) স্কিমের অধীনে হল্টের সময় কাটিহার প্ল্যাটফর্মে থ্রু পাসিং ট্রেনগুলির কোচের যান্ত্রিক পরিষ্কারকরণ। টেন্ডার মূল্য : ১৭,৮৭,৪৮,৫২৬.৮০ টাকা; বায়নার ধন : ১০,৪৩,৭৫০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৩-০৩-২০২৫ তারিখের ১৮.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ০৩-০৩-২০২৫ তারিখের ১৮.৩০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিএমই/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

ভ্যালেন্টাইন পর্ব

কিস ডে উপলক্ষ্যে পান শটস, রেড ড্রাগন চিকেন তৈরি শেখাবেন সুদীপা করার দত্ত এবং সুরজিৎ দত্ত। **রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ আমাদের সংসার, ১০.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, দুপুর ১.০০ নাগপঞ্চমী, বিকেল ৪.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা, সন্ধে ৭.৩০ ফাইটার-মারব নয় মরব, রাত ১০.০০ মধুর মিলন, ১.০০ ঈগলের চোখ
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ মস্তান দাদা, দুপুর ২.০০ অভাগিনী, বিকেল ৫.৩০ শিমুল পারুল, রাত ৯.৩০ ওগো বধূ সুন্দরী, ১২.০০ বসু পরিবার
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, বিকেল ৪.০০ বর আসবে এখুনি, সন্ধে ৬.৪৫ কুলি, রাত ৯.৫০ ডিজে
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪১ খিচড়ি-টু, দুপুর ২.০৩ শাদি মে জরুর আনা, বিকেল ৪.৩৩ খট্টা মিঠা, সন্ধে ৭.৩০ সনম তেরি কসম, রাত ১০.১০ ঘোস্ট
সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.০০ ফিরঙ্গি, দুপুর ২.০০ পেয়ার কিয়া নেহি জাতা, সন্ধে ৭.৩০ বাদশা রাসকাল, রাত ৯.৪৫ রুদ্র অবতার
জি সিনেমা : বেলা ১১.১৯ সূর্যা এস-থ্রি, দুপুর ২.০৯ হিম্মতওর, বিকেল ৫.০৫ আচার্য, সন্ধে ৭.৫৫ কটিরা, রাত ১১.১৪ মহাবলী-টু
কালার্স সিনেপ্লেক্স : বেলা ১১.২৭ পাওয়ার আনলিমিটেড-টু, দুপুর ২.০৪ দৃশ্যম-টু, বিকেল ৫.০৫ সীতা রাম, সন্ধে ৭.৫৮ আভেশম, রাত ১০.৩০ বীরম
এমএনএক্স : দুপুর ১২.১৫ সেট আপ, ১.৩৫ অ্যাসল্ট অন ওয়াল স্ট্রিট, বিকেল ৩.১৫ ড্রাগনবন-ইভোলিউশন, ৪.৪০ ভ্যাম্পায়ার সাক, সন্ধে ৭.৩০ লিটল মনস্টার্স, রাত ৯.০০ হারকিউলিস, ১০.৩৫ সাংহাই নাইটস

দৃশ্যম-টু দুপুর ২.০৪ কালার্স সিনেপ্লেক্স

অ্যানিমাল প্ল্যানেট এক্সক্লুসিভ, সন্ধে ৭.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ভেগাস সন্ধে ৭.২৫ রমেডি নাউ

বোঝেনা সে বোঝেনা বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

অ্যাফিডেভিট

আমার ছেলে Sayan Barman-এর ড্রাইভিং লাইসেন্স নং- WB-63 20170989833 dt.10-04-2017 আমার নাম ভুল থাকায় গত 10-02-2025 3rd court, সদর, কোচবিহার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Nagendra Barman এবং Nagen Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। পেস্টারঝাড়, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। W.B. (C/114603)

•

আমি বিমল সরকার, পিতা বীরেন্দ্রনাথ সরকার, ঠিকানা- ওয়ার্ড নং ১, দিনহাটা, কোচবিহার, দিনহাটা এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা বিমল কুমার সরকার নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট নং ৬৫৭ তাং ১১.০২.২০২৫। বিমল সরকার ও বিমল কুমার সরকার একই ব্যক্তি। (S/M)

এলার্জি টেস্ট

আপনি কি ক্রমাগত হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া, সর্দি, শ্বাসকষ্ট বা চামড়ার এলার্জিগত সমস্যায় ভুগছেন? 16ই ফেব্রুয়ারি 2025, 11 A.M. -5 P.M., যোগাযোগ করুন - ডঃ ইন্দ্রনাথ ঘোষ (পালমোনোলজিস্ট)। আনন্দলোক হসপিটাল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি। মোঃ 8944972490 /9233516676. (C/114842)

যোগবানি ও টুন্ডলা জংশন-এর মধ্যে মহাকুম্ভ স্পেশাল ট্রেন

নিম্নলিখিত বিস্তৃত বিবরণ অনুযায়ী মহাকুম্ভ-২০২৫-এর সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করার জন্য ০৫৭১৮ / ০৫৭১৭ যোগবানি - টুন্ডলা জং. - যোগবানি মহাকুম্ভ স্পেশাল ট্রেনগুলি (টিওডি) চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে :

ট্রেন নং.- 05718 যোগবানি থেকে ১৪-০২-২০২৫ তারিখ (শুক্রবার) = ০১টি ট্রিপ ↓
ট্রেন নং.- 05717 টুন্ডলা জং. থেকে ১৬-০২-২০২৫ তারিখ (রবিবার) = ০১টি ট্রিপ ↑

দিন	আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান	দিন
১৪.০২.২০২৫ (শুক্র)	---	18.40	যোগবানি	02.20	----	১৮.০২.২০২৫ (মঙ্গল)
	19.00	19.05	ফরবেসগঞ্জ	01.20	01.25	
	19.30	19.35	আররিয়া	00.50	00.55	
	19.45	19.50	আররিয়া কোর্ট	00.35	00.40	
	20.55	21.00	পূর্ণিয়া	23.30	23.35	১৭.০২.২০২৫ (সোম)
	21.50	22.00	কাটিহার	22.30	22.40	
	23.52	23.54	খাগাড়িয়া	19.30	19.32	
১৫.০২.২০২৫ (শনি)	08.50	09.00	পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়	10.40	10.50	
	12.45	12.50	প্রয়াগরাজ	06.25	06.30	
	19.00	----	টুন্ডলা জং.	----	21.40	১৬.০২.২০২৫ (রবি)

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ নওগাছিয়া, মানসি, বেগুসরাই, বারাউনী জং., হাজিপুর, পাটলিপুত্র, দানাপুর, আরা, বক্সার, মির্জাপুর, ফতেহপুর, গোবিন্দপুরি এবং ইটাওয়া। গঠনঃ এসি-২টিয়ার (এক), এসি-৩টিয়ার (দুই), শয়ন শ্রেণি (সতেরো) এবং জিএসএলআর (দুই) = ২২টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

হাতি রক্ষায় কর্মশালা

আলিপুরদুয়ার, ১২ ফেব্রুয়ারি: রেল-হাতি সংঘাত রুখতে বন দপ্তরের সহযোগিতায় বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হল। বুধবার রেলের জোনাল ট্রেনিং স্কুলে হাতি সহ বন্যপ্রাণীদের আচার-আচরণ সম্পর্কে লোকো পাইলট ও সহকারী লোকো পাইলটদের সচেতন করেন বন দপ্তরের প্রতিনিধিরা।

ডুয়ার্সজুড়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে রেলের লাইন। এই লাইনের ওপর হাতির উঠে আসার ঘটনা, হাতির লাইন পারাপারের ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটে। ট্রেনের ধাক্কায় যাতে কোনও হাতির মৃত্যু না হয়, সেজন্য সমন্বয় রেখে কাজ করে বন দপ্তর ও রেল। তারপরেও মাঝেমধ্যে অঘটন ঘটেই থাকে। রেল-হাতি সংঘাতের ঘটনা শূন্যে আনতেই রেলে ও বনদপ্তরের তরফে এই উদ্যোগ।

এদিনের আলোচনায় হাতিরা যখন রেল ট্র্যাক পারাপার করে তখন কী কী বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে, তা তুলে ধরা হয়। ডুয়ার্সের হাতিদের মতিগতি, আচরণ সম্পর্কে বনকর্মীরা রেলকর্মীদের বুঝিয়ে বলেন। হাতি কখন দল বেঁধে রেললাইন পার হয়, কখন একা একা পার হয়, তা নিয়ে আলোকপাত করা হয়। রেললাইন পার হওয়ার সময় কী করণীয়, সেটাও বলা হয়। হাতি সর্বোচ্চ কত তীব্রতার শব্দ সহ্য করতে পারে, সেকথা জানান বনকর্মীরা।

এদিন ওই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের এডিআরএম সাহেমলুং কামুই, সিনিয়ার ডিসিএম অভয় গণপত সনপ, বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের রাজাভাতখাওয়ার রেঞ্জ অফিসার নুর ইসলাম প্রমুখ। সেখানে ৭০ জন লোকো পাইলট ও সহকারী লোকো পাইলট অংশ নেন।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮১৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৪৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৪৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ABRIDGE e-N.I.T NOTICE

e-N.I.T Memo No. 759/ KCK-III BDO, 1 to 2 Dated 12.02.2025, invited by the B.D.O Kaliachak-III Dev. Block from Bonafide bidder. **Last date of Application on 19.02.2025 upto 17:30 pm.** Details are available in the office notice board & **https://wbtenders.gov.innicgep/app.**
Sd/-
Block Development Officer
Kaliachak-III Development Block
Baishnabnagar, Malda.

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakim Para, Siliguri - 734001
N.I.B. NO. 25/2024-25 of Siliguri Mahakuma Parishad
e-bids for Toll collection from Haler Matha to Tarabari More via Sadhan More (length - 7.0 km) at Atharakhai GP in Matigara Block, are hereby invited by the SMP from the intending bonafied bidders.
Start date of submission of bid : 13.02.2025 (server clock)
Last date of submission of bid : 26.02.2025 (server clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely - **http://wbtenders.gov.in** for further details.
Sd/-
DE, SMP

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল কার্যালয় : ২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি -৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি : (০৩৫৩) ২৪৩১১৪৮, ২৫২৫৫৩৮, ২৫২১২৯৪ * ই-মেল : Z748@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - IV-A (রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের মালদা প্রধান শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৬.০৩.২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাঃ ১,৯৪,৮৩,৬৯৫ (টাকা এক কোটি চুরানব্বই লক্ষ তিরাশি হাজার ছয়শত পঁচানব্বই মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য বন্ধকী ঋণদাতা ০৭.০২.২০২৫ তারিখের হিসেবে ইন্ডিয়ান ব্যাংক (পূর্বকালীন এলাহাবাদ ব্যাংক) মালদা প্রধান শাখার সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে ১। **মেসার্স মালদা কন্টেইনার ইন্ডাস্ট্রি প্রাইভেট লিমিটেড** (ঋণগ্রহীতা) নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা- গ্রাম মধুপুর, পুরাতন মালদা মিশন রোড, পশ্চিমবঙ্গ, মালদা-৭৩২১২৮, নির্মাণ ভূমির ঠিকানা- নারায়ণপুর, পোস্ট-মঙ্গলবাড়ি, থানা- মালদা, ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পুরাতন মালদা ব্লক, মালদা- ৭৩২১২৮। ২। **রাজেশ চৌধুরি** (বন্ধকদাতা/অধিকর্তা/জামিনদার)। ৩। **চন্দ্রিমা চৌধুরি** (বন্ধকদাতা/অধিকর্তা/জামিনদার)। ৪। **শ্রীমতী প্রমিলা চৌধুরি** (জামিনদার/বন্ধকদাতা) বক্সাটুলি লেন, এন.এস. রোড, থানা-ইংরেজবাজার, মালদা-৭৩২১০১-এর বসবাসরত ব্যক্তির বকেয়া রয়েছে।

ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ :-	বন্ধকরত সম্পত্তি-১ : কারখানার জমি এবং ভবন মেসার্স মালদা কন্টেইনার ইন্ডাস্ট্রি প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত [illegible]	বন্ধকরত সম্পত্তি-২ : জমি এবং ভবন শ্রীমতী প্রমিলা চৌধুরির [illegible]
সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ৬৭, ১২,০০০/- (টাকা সাতষট্টি লক্ষ বারো হাজার মাত্র)	টাঃ ১৬, ১৯,০০০/- (টাকা ষোলো লক্ষ উনিশ হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ৬,৭১,২০০/- (টাকা ছয় লক্ষ একাত্তর হাজার দুইশো মাত্র)	টাঃ ১,৬১,৯০০/- (টাকা এক লক্ষ একষট্টি হাজার নয়শো মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টাঃ ৩৫,০০০ (টাকা পঁয়ত্রিশ হাজার মাত্র)	টাঃ ১০০০০ (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময় ই-অকশন প্রদানকারী মাধ্যম https://baanknet.com	২৬/০৩/২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত	২৬/০৩/২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি ৭২৩৭২৪৪৩৭৫	আইডিআইবি ৭১৮৭৩১৭০৯১

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) PSB Alliance Pvt Ltd. অনলাইন দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০-তে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য দয়া করে ই-মেল করুন support.baanknet@psballiance.com-এ।
সম্পত্তিটির বিশদ বিবরণ, সম্পত্তিটির ছবি এবং নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্তের জন্য অনুগ্রহ করে পরিদর্শন করুন https://baanknet.com-এ এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt Ltd.-এতে এবং যোগাযোগের নম্বর ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নংটি ব্যবহার করার জন্য।

তারিখ : ০৭.০২.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি	নথিপত্র (বিক্রয় নোটিশের ছবি)

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১) (ঈশ্বর চন্দ্র ঠাকুর, নোডাল আধিকারিক, মোবাইল নং- ৭০০৭৯৮৩৭৪৩)
২) (পঙ্কজ কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং- ৮৫২৭৭১৭৭৯৯)

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No-22, Memo No- 567/ BDO, dated- 12.02.2025 of Block Development Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 25.02.2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
BDO
Blg Dev. Block

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ধাইয়ের হাট হাই মাদ্রাসা-এর সংখ্যালঘু ছাত্রাবাসে বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য স্ব-নির্ভর দল নির্বাচন করা হবে। ধাইয়ের হাট এলাকাস্থিত ইচ্ছুক স্ব-নির্ভর দল-এর সদস্যরা বিস্তারিত তথ্য জানাতে ও আবেদন করতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে আগামী ২৮.০২.২০২৫ তারিখের মধ্যে যোগাযোগ করুন।
স্বাঃ
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
কোচবিহার ১ নং উন্নয়ন ব্লক

ডিব্রুগড়ে ট্যাংকের স্থাপন এবং যোগান

ই-টেন্ডার নং. ডিবি২৫০০৯৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ পার্ট এ: অনুসূচি অনুসারে প্রতিদিন ৫০ কিলোলিটার ক্ষমতাসম্পন্ন পোর্টাবল ফেইসেল সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল ফিটিংস, জন্যে ট্যাংকের স্থাপন এবং যোগান। পার্ট বিঃ অনুসূচি অনুসারে প্রতিদিন ৫০ কিলোলিটার ক্ষমতাসম্পন্ন পোর্টাবল ফেইসেল সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, স্থাপনের জন্যে পাম্প এবং ইলেক্ট্রো মেকানিক্যাল ফিটিংসের স্থাপন এবং যোগান। (ওয়ার্কস সময়সীমাঃ ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩৬ মাস)। বায়না রাশিঃ ১,৪৯,৯৭০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-০৩-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিওয়াই. সিএমএম, ডিব্রুগড়
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সর্দি ও জ্বরে ভোগান্তি বাড়বে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করে বড় সমস্যার মুখোমুখি। বৃষ : ব্যবসার প্রয়োজনে বেশ কিছু ঋণ করতে হবে। মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কাটবে। মিথুন : বাবা-মাকে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। পেটের অসুখে সমস্যা। কর্কট : রাজনীতির ব্যক্তি হলে আজ আপনার সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে। ভেবে কাজ করুন। প্রেমে শুভ। সিংহ : রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। কন্যা : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। পেটের ব্যথায় ভুগতে হতে পারে। তুলা : অধ্যাপক ও চিকিৎসকদের জন্যে আজ শুভদিন। ফেলে রাখা কাজে হাত দিলে, সফল হবেন। বৃশ্চিক : অফিসের কোনও কাজ সম্পূর্ণ করে সবার প্রশংসিত হবেন। প্রেমের সঙ্গীকে বিনা কারণে ভুল বুঝবেন। ধনু : সংসারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। মকর : পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। কোনও মূল্যবান দ্রব্য বিক্রি করতে হতে পারে। কুম্ভ : ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। কাউকে গোপন কথা বলে ফেলায় সমস্যা। মীন : মায়ের অসুস্থতা সেরে যাওয়ায় স্বস্তি। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ২৪ মাঘ, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ৩০ মাঘ, সংবৎ ১ ফাল্গুন বদি, ১৪ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৬, অঃ ৫।২৭। বৃহস্পতিবার, প্রতিপদ রাত্রি ৭।৫২। মঘানক্ষত্র রাত্রি ৯।০। শোভনযোগ দিবা ৭।৪৯। বালবকরণ দিবা ৭।৩০ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৭।৫২ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ৯।০ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ৭।৫২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ৭।৫২ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ২।৪০ গতে ৫।২৭ মধ্যে। ২।৪০ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন রাত্রি ৯।০ গতে গর্ভাধান। বিবাহ- সন্ধ্যা ৫।২৭ গতে রাত্রি ৯।০ মধ্যে সিংহ ও কন্যালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।২৯ মধ্যে ও ১০।৩৬ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১।০ গতে ৩।২৮ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পানের পিকে রঙিন দিনহাটা হাসপাতাল

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১২ ফেব্রুয়ারি : চলতি মাসের শুরুতেই মন্ত্রীসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে-সেখানে পান, গুটখার পিক ফেলা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। এমন কাজ করলে জরিমানা গুনতে হবে, সেকথাও বলেছিলেন তিনি। কিন্তু কোথায় কী? দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে অন্তত সেই ঘোষণার কোনও প্রভাব পড়তে দেখা যায়নি। হাসপাতালের সিঁড়ির কোণ হোক কিংবা বেডের পাশে, সর্বত্রই লাল রঙের কারুকার্য চোখে পড়ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অবশ্য দাবি, যত্রতত্র পিক না ফেলা নিয়ে লাগাতার প্রচার চলছে। কিন্তু কোনওভাবেই এই প্রবণতা আটকানো যাচ্ছে না। এমনকি গেটে থাকা দারোয়ানও পান খেয়ে ঢুকতে নিষেধ করেন। হাসপাতাল সুপার রণজিৎ মণ্ডলের কথায়, 'মাইকিং করে প্রচারের পাশাপাশি আমরা নিজেরাও বিভিন্ন ওয়ার্ডে গিয়ে প্রচার চালিয়েছি বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু তাতেও কিছু আটকানো যায়নি। আগামীতে আমরা স্পট ফাইনের চিন্তাভাবনা করছি।'

বছর তিন-চারেক আগে গোটা হাসপাতালের খোলনলচে পালটে দেওয়া হয়। হাসপাতালের বারান্দা থেকে সিঁড়িতে বসানো হয় পাথর। মাঝে কয়েকদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলেও দু'দিন পর অবস্থা যে-কে-সেই! রোগী এবং রোগীর পরিজনদের পানের পিক ফেলা রোখাটাই বড় চ্যালেঞ্জ।

তার ওপর সাফাইকর্মীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই কম। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ৩৩০টি শয্যা রয়েছে। সেখানে স্থায়ী সাফাইকর্মীর শূন্যপদ ৬৯। অথচ সেখানে স্থায়ী সাফাইকর্মী রয়েছেন মাত্র দুজন। পুরসভার সাফাইকর্মীদের সহযোগিতায় হাসপাতাল পরিষ্কার রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু স্থায়ী সাফাইকর্মীর সংখ্যা একেবারে কম থাকায় হাসপাতালে একাধিক বিভাগ পরিচ্ছন্ন রাখতে গিয়ে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়। এক সাফাইকর্মীর কথায়, 'কখনও জানলার ধারে, কখনও আবার বেডের ধারেই পিক ফেলা হচ্ছে। এতদিক পরিষ্কার রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে সকলে সচেতন না হলে শুধু আমাদের চেষ্টায় হাসপাতাল চত্বর পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব নয়।' আমার দিনহাটা ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সদস্য সঞ্জিত কর্মকারও একই কথা বলেন। তিনি বলেন, 'আমাদেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। সেদিক থেকে হাসপাতাল পরিচ্ছন্ন রাখতে গেলে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা থাকা প্রয়োজন বলেই আমি মনে করি।'

অন্যদিকে, হাসপাতাল চত্বরে পানের দোকানগুলি নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন হাসপাতালে আসা রোগীর পরিজনদের একাংশ। এক রোগীর পরিজন অচিন্ত্য বর্মন বললেন, 'সবার আগে হাসপাতাল চত্বরে পানের দোকানগুলি বন্ধ করতে হবে। তাহলে কিছুটা হলেও পানের পিক ফেলার প্রবণতা কমবে। সেইসঙ্গে হাসপাতালের স্বচ্ছতা আনতে স্পট ফাইনও করতে হবে।'

এভাবেই হাসপাতালের প্রায় সব জায়গায় পানের পিকের দাগ চোখে পড়ে।

সচেতনতার অভাব

- যেখানে-সেখানে পিক ফেললে মুখ্যমন্ত্রী জরিমানার ঘোষণা করেছেন
- তারপরেও ছবিটা পালটায়নি দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে
- বেড, জানলার ধারে, দেওয়ালে পান-গুটখার পিকের দাগ চোখে পড়ছে

২০ বছর, ২৭ বছর কাজ করছেন। গত তিন-চার মাস ধরে মিলছে না বেতন। আটকে রয়েছে সন্তানদের পড়াশোনা, পরিবারের অসুস্থ সদস্যের চিকিৎসা। কবে মিলবে বকেয়া বেতন? উত্তরটা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানে।

বেতন বকেয়া, বিক্ষোভ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১২ ফেব্রুয়ারি : একেই সামান্য বেতন। তার উপর কেউ দুই মাস, কেউ তিনমাস আবার কেউবা চার মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। একদিকে সংসারে দু'বেলা হাঁড়ি চাপানোটাই মুশকিলের হয়ে পড়েছে। কারও আবার ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা আটকে যাওয়ার জোগাড়। কারও অসুস্থ মা-বাবা বা স্ত্রীর চিকিৎসা চালাতে সমস্যা হচ্ছে। এমনই দুর্দশা কোচবিহারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) ঠিকাদার নিযুক্ত হাজার দুয়েক পাম্প এবং ভালভ অপারেটরের। প্রতিবাদে বুধবার কোচবিহারে পিএইচই'র মেকানিক্যাল সাব-ডিভিশন অফিসে বিক্ষোভ আন্দোলন করে অল বেঙ্গল তৃণমূল পিএইচই কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কোচবিহার জেলা কমিটি। সেখানে জেলার বিভিন্ন জায়গার পিএইচই'র পাম্প অফিস থেকে একশোর মতো কর্মী যোগ দেন। সংগঠনের কোচবিহার জেলা কমিটির সভাপতি দিলীপ সরকার বলেন, 'অবিলম্বে সমস্যা না মিটলে আমরা বড়সড়ো আন্দোলনে নামব।'

পিএইচই'র মেকানিক্যাল সাব-ডিভিশন অফিসে বিক্ষোভ। বুধবার।

বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন পিএইচই'র কোচবিহার মেকানিক্যাল সাব-ডিভিশন অফিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বিদ্যুৎ সাহা। তাঁর কথায়, 'পাম্প এবং ভালভ অপারেটররা আমাদের জানিয়েছেন, তাঁরা গত দুই-চার মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। আমরা এজেন্সিগুলিকে বেতন দেওয়ার জন্য জানিয়েছি। এজেন্সিগুলির দাবি, গত ১০-১২ মাস ধরে তারাও বকেয়া পাচ্ছে না। বিষয়টি ওপর মহলকে জানানো হয়েছে।'

গত দুই মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না শীতলকুচির পাম্প অপারেটর সুকান্তকুমার সিং। বলেন, 'আমি গত ২৯ বছর ধরে এই কাজ করে আসছি। ১৫ হাজার ৪ টাকা করে মাসে বেতন পাই। কিন্তু গত দু'মাস ধরে সেটাও পাচ্ছি না। এতে ছেলেমেয়ের লেখাপড়া করানো নিয়ে যেমন সমস্যায় পড়েছি, তেমনি বাবা-মায়ের চিকিৎসাও আটকে গিয়েছে।'

কোচবিহার জেলার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে দুই-তিনটি করে পিএইচই'র পাম্প ইউনিট রয়েছে। এছাড়া, মাথাভাঙ্গা শহরেও পিএইচই'র এই ইউনিট রয়েছে। সবমিলিয়ে প্রতিটি অঞ্চলে ১৪-১৫ জন করে জেলায় মোট প্রায় দুই হাজার কর্মী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নতুন কর্মী রয়েছেন, যাঁরা এক-দেড় বছর ধরে এই কাজ করছেন। আবার অনেকে ২০-২৫ বছর এমনকি ২৮-২৯ বছর ধরেও এইভাবে কাজ করে আসছেন। মাসে সবমিলিয়ে গড়ে তাঁরা প্রায় ১৫ হাজার টাকা করে বেতন পান। কিন্তু গত দুই থেকে চার মাস ধরে তাঁরা সেই বেতন পাচ্ছেন না। আর এতেই দেখা দিয়েছে সমস্যা।

> আমি গত ২৯ বছর ধরে এই কাজ করে আসছি। ১৫ হাজার ৪ টাকা করে মাসে বেতন পাই। কিন্তু গত দু'মাস ধরে সেটাও পাচ্ছি না। এতে ছেলেমেয়ের লেখাপড়া করানো নিয়ে যেমন সমস্যায় পড়েছি, তেমনি বাবা-মায়ের চিকিৎসাও আটকে গিয়েছে।
>
> **সুকান্তকুমার সিং**
> পাম্প অপারেটর, শীতলকুচি

ঠিকাদার মাধব সাহা বলেন, 'আমার আওতায় ১২ জন কর্মী রয়েছেন। প্রত্যেক মাসের বেতনের সঙ্গে পুজোর বোনাস আলাদা। অথচ প্রায় ১১ মাস ধরে পিএইচই থেকে আমরাই কোনও টাকা পাইনি।' তিনি জানান, জল জীবন মিশন প্রকল্পেও টাকা আটকে রয়েছে। ঋণের ভারে তাঁরাই জর্জরিত। কর্মীদের কিভাবে টাকা দেবেন সেই প্রশ্ন তুললেন।

ঘোকসাডাঙ্গার ফণী রায় বলেন, '২৭ বছর ধরে আমি এই কাজ করছি। কিন্তু গত চার মাস আমি বেতন পাইনি। ঘরে স্ত্রী অসুস্থ। টাকার অভাবে তার ন্যূনতম চিকিৎসাটুকু পর্যন্ত করাতে পারছি না। অবিলম্বে টাকা না পেলে না খেয়ে মরতে হবে।' একই অবস্থা কোচবিহারের কামিনীঘাটের সায়ন দে, মাথাভাঙ্গার রজত মজুমদার, মোয়ামারির আবুল কালাম আজাদদেরও। সবারই একটাই আর্জি, এবার তাড়াতাড়ি বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়া হোক।

দুর্ঘটনা

কোচবিহার, ১২ ফেব্রুয়ারি : দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে এক বিএসএফ জওয়ান সহ বেশ কয়েকজন গুরুতর জখম হয়েছেন। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার শহর সংলগ্ন ডোডেয়ারহাট ওভারব্রিজ এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে কোচবিহার থেকে গোপালপুরের দিকে যাচ্ছিল বিএসএফের একটি জিপ। জিসিপিএ'র তরফে সিদ্ধেশ্বরীতে চিলারায়ের জন্মদিবস পালনের উৎসব চলছিল। সেখান থেকেই কিছু মানুষ ওই বাসে চেপে কোচবিহারের দিকে ফিরছিলেন। ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দু'তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

মঙ্গলে শুরু

হলদিবাড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গের হলদিবাড়ি হুজুর সাহেবের দু'দিনের মেলা আগামী মঙ্গলবার শুরু হতে চলেছে। বুধবার মাজার চত্বরে এমনটাই ঘোষণা করল হুজুর সাহেবের এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব কমিটি। মেলা শুরুর আগের দিন পতাকা তুলে উদ্বোধন করবেন হুজুরের বংশধর গদিনশিন হুজুর খন্দকার মহম্মদ নুরুল হক।

মুগ্ধতা।। আলিপুরদুয়ারের সূর্যনগরে ছবিটি তুলেছেন দীপান্বিতা সেন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

টিএমসিপি'র আন্দোলন

ঘোকসাডাঙ্গা, ১২ ফেব্রুয়ারি : রেজিস্ট্রেশন নম্বর না আসায় সমস্যায় পড়েছেন ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের প্রায় ১৫ জন পড়ুয়া। তাঁদের এই সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে নামল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। বুধবার কলেজের মূল গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরে টিএমসিপি'র সদস্যরা কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ সমস্যা মিটে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

২০২৪-'২৫ শিক্ষাবর্ষের প্রথম সিমেস্টারে পড়ুয়াদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর বেরিয়ে গিয়েছে। পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপও শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন নম্বরটাই পায়নি পড়ুয়াদের একাংশ। একই সমস্যা ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের ১৫ জন পড়ুয়ার। টিএমসিপি'র মাথাভাঙ্গা-২ ব্লক সভাপতি দীপঙ্কর বর্মনের কথায়, 'এখনও পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাননি ওই পড়ুয়ারা। এ নিয়ে তাঁরা কলেজ অধ্যক্ষের কাছে জানতে চাইলে কলেজ অধ্যক্ষ দায় এড়িয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাঁধে দায় ঠেলে দিচ্ছেন।'

সাগরিকা বর্মন, পূজা বর্মন, সুজন মহন্তদের অভিযোগ, তাঁদের তথ্যে যদি কোনও তথ্য ভুল থাকে, সেটা কেন তাঁদের আগে জানানো হয়নি? এখন রেজিস্ট্রেশন নম্বর না বেরোনোর সম্পূর্ণ দায় ছাত্রছাত্রীদের ওপর দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ গোবিন্দ রাজবংশী বললেন, 'বিষয়টি নিয়ে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈঠক হয়েছে। সেখানে সমস্যাটি সমাধানের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সমস্যা মিটে যাবে বলে আশা করছি।' এদিন কয়েকজন বিষয়টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। তবে বাইরে কী হয়েছে, সেটা জানেন না বলে দাবি করেছেন।

জলাশয়ের জারে মিলল পাঁচটি বোমা

শীতলকুচি, ১২ ফেব্রুয়ারি : পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে মিলল বোমা। শীতলকুচি ব্লকের ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট ব্যাংডাকি গ্রামে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বুধবার গ্রামের এক তরুণ পাম্পসেট লাগিয়ে পুকুরের জল তুলে মাছ ধরছিলেন। তখনই তিনি পুকুরের ভিতর একটি প্লাস্টিকের জার দেখতে পান। সেটি খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ। ভিতরে দেখা যায় বেশ কিছু বোমা। খবর চাউর হতেই ঘটনাস্থলে আসেন ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের উপপ্রধান পরীক্ষিৎ বর্মন ও শীতলকুচি থানার পুলিশ। পুলিশ বোমাগুলি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। উপপ্রধান দাবি করেন, বোমা-বন্দুকের রাজনীতি করে বিজেপি। ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটে জিততে বিজেপি ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েত অগ্নিগর্ভ করে তুলেছিল। ২০২৪-এও একই লক্ষ্যে বোমা মজুত করেছিল। কিন্তু হেরে যাওয়ায় এগুলি আর কাজে লাগেনি বলে এখানে ফেলে রেখেছিল।

অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির শীতলকুচি বিধানসভার আহ্বায়ক কনকচন্দ্র বর্মন পালটা অভিযোগ করেন, এলাকায় উত্তেজনাকর পরিবেশ তৈরি করতে তৃণমূল নেতারাই বোমা মজুত করেছিল। এখন কাজে আসবে না জেনে জলাশয়ে ফেলে পুলিশকে দিয়ে উদ্ধার করেছে।

শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো জানান, ঘটনাস্থল থেকে পাঁচটি সুতলি বোমা উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

মেখলিগঞ্জ-ধাপড়া রাজ্য সড়কে কাজ চলছে।

রাস্তা সংস্কারে সমস্যায় পরীক্ষার্থীরা

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল মেখলিগঞ্জ-ধাপড়া রাজ্য সড়ক। নতুন করে বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবি উঠছিল বিভিন্ন মহল থেকে। সেই দাবি মেনে প্রায় ১৫ কোটি টাকার বরাদ্দে ধাপড়া বাজার থেকে মেখলিগঞ্জ শহর পর্যন্ত প্রায় ১৫ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে পূর্ত দপ্তর। গত ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে কাজ। শুরুর দিন থেকে কাজও চলছে দ্রুতগতিতে। মেখলিগঞ্জের দিক থেকে শুরু করে প্রায় অর্ধেকের মতো রাস্তার পিচ তুলে ফেলা হয়েছে। পিচ তুললেও সঙ্গে সঙ্গে সমান না করায় বিভিন্ন জায়গায় এবড়োখেবড়ো হয়ে আছে রাস্তা। ফলে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এরই মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ায় সমস্যায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী থেকে শুরু করে পরীক্ষকরাও। কুচলিবাড়ি থানা এলাকায় তিনটি হাইস্কুল। তার মধ্যে ধাপড়ার উপেনচৌকি হাইস্কুলের পরীক্ষাকেন্দ্র পড়েছে সতীরঘাটেরপার রামনিধি হাইস্কুলে। আর সতীরঘাটেরপার রামনিধি হাইস্কুলের পরীক্ষাকেন্দ্র পড়েছে মেখলিগঞ্জ ইন্দিরা গার্লস হাইস্কুলে এবং ডাঙ্গারহাটের ফুলকাডাবরি নবীনচন্দ্র হাইস্কুলের পরীক্ষাকেন্দ্র পড়েছে মেখলিগঞ্জ হাইস্কুলে। আগে সতীরঘাটেরপার রামনিধি হাইস্কুলে পরীক্ষার্থীদের উপেনচৌকি হাইস্কুলে পরীক্ষাকেন্দ্র পড়লেও এবার সেই কেন্দ্রটি তুলে নেওয়া হয়েছে। ফলে দুটি স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মেখলিগঞ্জ যেতে এবড়োখেবড়ো রাস্তায় বেগ পেতে হচ্ছে। ফুলকাডাবরি নবীনচন্দ্র হাইস্কুলের পরীক্ষার্থী হৃদয় রায়ের বক্তব্য, 'টোটোতে করে আমরা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি। রাস্তার যা অবস্থা যখন-তখন উলটে যেতে পারে।'

আবার এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অভিভাবক দীপঙ্কর রায়ের বক্তব্য, 'রাস্তার সংস্কার আমরা চাই। কিন্তু পরীক্ষার্থীদের কথা ভেবে পিচ তোলার পর রাস্তাটি সমান করে দিলে ভালো হয়।'

এনিয়ে কুচলিবাড়ির স্থানীয় বাসিন্দা মনোজকুমার রায় বলেন, 'এভাবে একদিক থেকে রাস্তা খনন করে কাজ হচ্ছে। এটা খুবই বিপজ্জনক। যেহেতু মেখলিগঞ্জ যাওয়ার একমাত্র রাস্তা এই রাজ্য সড়ক, তাই রাস্তার মাঝবরাবর থেকে দুটি ভাগে কাজ করলে সকলের সুবিধা হয়।'

সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়ে পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুজিত দাস বলেন, 'মানুষের সুবিধার জন্য পরবর্তীতে অর্ধেক অর্ধেক করে কাজ করা হবে। আমি সেভাবে ঠিকাদারি সংস্থাকে বিষয়টি জানাব।'

বাসের ধাক্কায় আহত

পুণ্ডিবাড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : বুধবার সকালে পুণ্ডিবাড়ি-ফালাকাটা ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের সুধনেরহাট এলাকায় বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত এক সাইকেল আরোহী। এদিন সকাল ৯টা নাগাদ পুণ্ডিবাড়ি বাজার থেকে সাইকেলে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন ষাটোর্ধ্ব এক্রামুল মিয়াঁ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সুধনেরহাট এলাকায় তাঁকে পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা মারে কোচবিহার থেকে মালবাজারগামী একটি বেসরকারি বাস। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন ওই ব্যক্তি। এরপর স্থানীয়রা আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে পুণ্ডিবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। পরবর্তীতে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। বাসটিকে পুলিশ আটক করেছে।

কালভার্টের গর্তে বিপদ

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১২ ফেব্রুয়ারি : নয়ারহাট বাজারের কাছে হাজরাহাটমুখী পাকা রাস্তার ওপর একটি বেহাল কালভার্ট সংস্কারের দাবি দীর্ঘদিনের। মাঝেমধ্যেই স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের পাশাপাশি চালকরাও এই দাবিতে সরব হন। এবার এই কালভার্ট সংস্কারের দাবি জানালেন স্থানীয় পানিগ্রাম হাইস্কুলের টিআইসি সুজাইরুল হকও। নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের মাধ্যমে মাথাভাঙ্গা-১ এর বিডিওর দপ্তরে লিখিতভাবে কালভার্ট সংস্কারের আর্জি জানান সুজাইরুল। তিনি বলেন, 'স্কুলে মাধ্যমিকের ভেনু রয়েছে। পার্শ্ববর্তী দুটি হাইস্কুলের পরীক্ষার্থীরা ওই কালভার্ট পেরিয়ে পরীক্ষা দিতে আসে। বেহাল কালভার্টে যে কোনও মুহূর্তে ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই বিডিওর দপ্তরে কালভার্ট সংস্কারের আবেদন জানানো হয়েছে।' তবে বিডিও শুভজিৎ মণ্ডল দ্রুত বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার আশ্বাস দিয়েছেন।

নয়ারহাট বাজার থেকে পানিগ্রাম হয়ে ওই রাস্তাটি হাজরাহাট পর্যন্ত গিয়েছে। নয়ারহাট বাজার থেকে পূর্বদিকে সামান্য দূরেই স্থানীয় নালার ওপর ওই কালভার্টটির অবস্থান। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে হিউমপাইপের ওই কালভার্টটি তৈরি হয়েছিল। বর্তমান সরকারের আমলে পাকা রাস্তাটির মানোন্নয়ন করা হলেও কালভার্টটির সংস্কার হয়নি বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, বছরখানেক হল কালভার্টের একাংশ বসে গিয়েছে। কালভার্টের ওপর বড় তিনটি গর্ত তৈরি হয়েছে। মাঝেমধ্যে ছোটখাটো দুর্ঘটনাও ঘটছে। যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। কালভার্টটির উপর দিয়েই সকলে যাতায়াত করেন। যে কোনও সময় বড় বিপদ ঘটতে পারে।

এই সমস্যা নিয়ে নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মাম্পি বর্মন উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'বিষয়টি এর আগেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে দ্রুত এই কালভার্টটির সংস্কার প্রয়োজন।'

নয়ারহাট বাজারের কাছে এই কালভার্ট নিয়েই আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

পুণ্যার্থীদের উপচে পড়া ভিড় পলিকামেলায়

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১২ ফেব্রুয়ারি : অসম-বাংলা দুই রাজ্যের পুণ্যার্থীদের সমাগমে জমে উঠল পলিকা মাঘীপূর্ণিমা স্নানমেলা। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পলিকা গ্রামে মঙ্গলবার রাতে কালীপুজোকে কেন্দ্র করে বুধবার ভোর থেকে পলিকা বিলের চারিদিকে শুরু হয় স্নানমেলা।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেলা এবং পুজোর সূচনা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। অসম ও বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা মেলা প্রাঙ্গণে ভিড় করতে থাকেন। সারারাত মন্দির চত্বরে কাটিয়ে ভোরে বিলের জলে স্নান করে মন্দিরে পুজো দেন। রীতি অনুযায়ী বিলের ধারে বসে চিঁড়ে-দই খেতে দেখা যায় অনেককে। এই পুজোতে বলি হয় না। দিনভর শতশত মানুষ তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার মানত হিসেবে পাঁঠা, পায়রা মন্দিরে উৎসর্গ করেন। এছাড়া সোনারুপোর গয়নার পাশাপাশি সন্দেশ ও বাতাসাও মানত হিসেবে জমা পড়ে মন্দিরে।

পলিকামেলায় পুণ্যার্থীরা। বুধবার।

কথিত আছে, ৭২ বছর আগে পলিকানিবাসী যতীন্দ্রমোহন নাথ মায়ের স্বপ্নাদেশ পান। তাঁর বড় ছেলে অক্ষয়কুমার নাথকে সেই স্বপ্নাদেশের কথা জানালে অক্ষয়কুমারই প্রথম পলিকা বিলের ধারে কয়েকজন গ্রামবাসীকে নিয়ে পুজোর সূচনা করেছিলেন। আজও সেই পুজোকে কেন্দ্র করে পলিকা স্নানমেলায় ভিড় উপচে পড়ে। এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

মেলায় শিশুদের খেলনা, জামাকাপড় থেকে শুরু করে আসবাবপত্র, পুজোর সামগ্রী, শীতবস্ত্র, জুতো, ব্যাগ প্রসাধনী দ্রব্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দেদারে বিকোয়।

একদিনের মেলা হলেও সেখানে বসেছে সার্কাস, পুতুল নাচ, ম্যাজিক শো, মিকি মাউস সহ একাধিক ছোট-বড় নাগরদোলা। ভাটিবাড়ির শিল্পী আনন্দ বর্মন এবছরই প্রথম উত্তরের লোকসংস্কৃতির প্রধান বাদ্যযন্ত্র দোতারা বিক্রির জন্য পসরা সাজিয়ে নিয়ে মেলায় বসেছিলেন। মেলায় ছিল বিভিন্ন খাবারের বিপুল সম্ভার। মেলা কমিটির আহ্বায়ক ধনো বর্মন বলেন, 'এবারে মেলায় প্রায় আড়াই হাজারের মতো দোকান বসেছে। প্রচুর লোকসমাগম হয়েছে।' মেলায় ভিড় দেখে এবার ভালো ব্যবসার আশা করছেন ব্যবসায়ীরা।

মেলার নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প বসেছিল। সিসিটিভি ক্যামেরা, ড্রোন ক্যামরা ও নজরমিনারের মাধ্যমে গোটা মেলায় নজরদারি চালানো হয়েছে। তবে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মেলার মাঠে প্রবেশপথগুলি তুলনামূলকভাবে সরু হওয়ায় মাঝেমধ্যেই যানজটে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে দর্শনার্থীদের। বৃহস্পতিবার মন্দিরের জমিদাতা শনি বর্মনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে মেলার মাঠের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), মালদা ডিভিসন, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা : মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য "মালদা ডিভিসনে মডিউলার ক্যাটারিং স্টলের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা করার জন্য" সিঙ্গল স্টেজ দুই প্যাকেট পদ্ধতিতে খাবার এবং ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদানের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **ক্র. নং, ইউনিট নং, বিড নোটিস নং, স্টেশন ও ক্যাটেগরি, যাদের জন্য সংরক্ষিত, স্থান, ন্যূনতম লাইসেন্স ফি/আরপি বছরপ্রতি, বায়না অর্থ এবং টেন্ডার ফর্মের মূল্য** নিম্নরূপ : (১) বিজিপি-টিইএ-জিএমইউ-এ১-০১, সি.২৮-বিজিপি-জিএমইউ-এ১-০১, বিজিপি-এ১, জিএমইউ, পিএফ নং ৪/৫-এ পুরোনো ফুট ওভার ব্রিজের নিকটে মালদা টাউন প্রান্তের দিকে ৫০ মিটার দূরত্বে, ৪,০৭,৮২২ টাকা, ৪১,০০০ টাকা, ৩,৫৪০ টাকা। (২) বিজিপি-টিইএ-জিএমইউ-এ১-০২, সি.২৮-বিজিপি-জিএমইউ-এ১-০২, বিজিপি-এ১, জিএমইউ, পিএফ নং ২/৩-এ এফওবি-র নিকটে জামালপুর প্রান্তে ১০০ মিটার দূরত্বে, ৪,২৪,৯০৪ টাকা, ৫১,০০০ টাকা, ৩,৫৪০ টাকা। (৩) বিজিপি-টিইএ-জিএমইউ-এ১-০৫, সি.২৮-বিজিপি-জিএমইউ-এ১-০৫, বিজিপি-এ১, জিএমইউ, পিএফ নং ৬-এ এফওবি-র নিকটে জামালপুর প্রান্তে ১০০ মিটার দূরত্বে, ৩,৪৩,৮৫১ টাকা, ৪১,৫০০ টাকা, ৩,৫৪০ টাকা। (৪) এমএলডিটি-টিইএ-জিএমইউ-এ-০১, সি.২৮-এমএলডিটি-জিএমইউ-এ-০১, এমএলডিটি-এ, জিএমইউ/মহিলা, পিএফ নং ৪/৫-এ কল. ১৫ এবং এফওবি-র মাঝখানে নিউ জলপাইগুড়ি প্রান্তে, ৯,৫৩,৩৩৩ টাকা, ১,১৪,৫০০ টাকা, ৫,৯০০ টাকা। (৫) এমএলডিটি-টিইএ-জিএমইউ-এ-০২, সি.২৮-এমএলডিটি-জিএমইউ-এ-০২, এমএলডিটি-এ, জিএমইউ/মহিলা, পিএফ নং ৬/৭-এ কল. নং ১৫ এবং এফওবি-র মাঝখানে নিউ জলপাইগুড়ি প্রান্তে, ৩,৩১,১৪১ টাকা, ৪১,০০০ টাকা, ৩,৫৪০ টাকা। (৬) জেএমপি-টিইএ-জিএমইউ-এ-০১, সি.২৮-জেএমপি-জিএমইউ-এ-০১, জেএমপি-এ, জিএমইউ, পিএফ নং ২/৩-এ পিএফ শেডের তলায় কিউল প্রান্তের দিকে, ৩,২৯,৭২০ টাকা, ৪০,০০০ টাকা, ২,৩৬০ টাকা। (৭) জেএমপি-টিইএ-জিএমইউ-এ-০২, সি.২৮-জেএমপি-জিএমইউ-এ-০২, জেএমপি-এ, জিএমইউ, পিএফ নং ১-এ সিটিআই অফিসের পাশে, ৩,৭৭,৬৪৪ টাকা, ৪৫,৫০০ টাকা, ৩,৫৪০ টাকা। (৮) জেএমপি-টিইএ-জিএমইউ-এ-০৩, সি.২৮-জেএমপি-জিএমইউ-এ-০৩, জেএমপি-এ, জিএমইউ, পিএফ নং ১-এ রিটায়ারিং রুম ও ডরমিটরির প্রবেশ মুখে, ৪,৬৬,২০৭ টাকা, ৫৬,০০০ টাকা, ৩,৫৪০ টাকা। (৯) বিএইচডব্লু-টিইএ-জিএমইউ-বি-০১, সি.২৮-বিএইচডব্লু-জিএমইউ-বি-০১, বিএইচডব্লু-বি, জিএমইউ, পিএফ নং ২/৩-এ দুটি পিএফ শেডের মাঝখানে মালদা টাউন প্রান্তের দিকে, ২,৭৩,১৯৭ টাকা, ৩৩,০০০ টাকা, ২,৩৬০ টাকা। (১০) এসজিজি-টিইএ-জিএমইউ-বি-০১, সি.২৮-এসজিজি-জিএমইউ-বি-০১, এসজিজি-বি, জিএমইউ/মহিলা, পিএফ নং ১-এ ভাগলপুর প্রান্তের দিকে জলের ভেন্ডিং মেশিনের কাছে, ৩,২৯,৭২০ টাকা, ৪০,০০০ টাকা, ২,৩৬০ টাকা। ১. **দরপ্রস্তাব নথিসমূহ :** আইআরইপিএস পোর্টাল, www.ireps.gov.in-এ টেন্ডারের দরপ্রস্তাব নথিসমূহ পাওয়া যাবে এবং সেটি দরপ্রস্তাব দাখিল করার জন্য ডাউনলোড করা/দেখা যাবে। এনআইটিতে ও টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত টেন্ডার নথির মূল্য এই আইআরইপিএস পোর্টালে অনলাইনে প্রদান করতে হবে : www.ireps.gov.in ২. **দরপ্রস্তাব নথি দাখিল :** আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-এ অনলাইনে দরপ্রস্তাব টেন্ডার নথির মূল্যের ই-পেমেন্ট রসিদ সমেত, দাখিল করা যাবে যা করতে ব্যর্থ হলে প্রস্তাবটি সরাসরি বাতিল হয়ে যাবে। ৩. **বায়না অর্থ :** এই সংক্রান্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির সামনের অংশে যেরূপ উল্লিখিত আছে সেই রূপ বায়না অর্থ প্রদান করতে হবে। আইআরইপিএস পোর্টাল, www.ireps.gov.in-এ অনলাইনে টেন্ডারদাতাকে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত বায়না অর্থ জমা করতে হবে। ৪. **দরপ্রস্তাব গ্রহণ :** প্রত্যেক দরপ্রস্তাব বিজ্ঞপ্তির সম্মুখভাগে উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের মধ্যে দরপ্রস্তাবদাতা অনলাইনে আইআরইপিএস পোর্টাল, www.ireps.gov.in-এ দরপ্রস্তাব দাখিল করবেন। দরপ্রস্তাব ওই একই দিনে আইআরইপিএস পোর্টালে বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। ৫. রেলওয়ে কর্তৃক কোনো কারণ না দর্শিয়ে কোনো বা সকল দরপ্রস্তাব গ্রহণ/বাতিলের অধিকার সংরক্ষিত। ৬. দরপ্রস্তাব নথিতে প্রদত্ত মূল্যায়ন শর্তাবলির ভিত্তিতে যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণকারী দরপ্রস্তাবদাতার প্রস্তাব যাচাই করা হবে। ৭. এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব প্রদান অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। ৮. **যোগাযোগের ঠিকানা :** ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), মালদা ডিভিসন, পূর্ব রেলওয়ে, সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের কার্যালয়, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের কার্যালয়, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা-৭৩২১০২ জেলা-মালদা (পশ্চিমবঙ্গ)।

MLD-217/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মায়ের কাছে আবদার

এটাই চাই আমার... *বুধবার কোচবিহার আরএন রোডে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।*

চর ভানুকুমারীর ছয় শিশু অসুস্থ

অজানা ফল খেয়ে বিপদ

শিবশংকর সূত্রধর ও সায়নদীপ ভট্টাচার্য

কোচবিহার ও বক্সিরহাট, ১২ ফেব্রুয়ারি : শীতলকুচিতে জংলি আলু খেয়ে মৃত্যুর ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার অজানা ফল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল ছয় শিশু। তাদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় তিনজনকে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মঙ্গলবার রাতেই অবশ্য তাদের ছুটি দেওয়া হয়েছে।

সোমবার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ভানুকুমারী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় খেলতে গিয়ে অজানা ফল খেয়ে নেয় ছয় খুদে। এরপরই তাদের শুরু হয় বমি ও পায়খানা। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস বলেছেন, 'তিন শিশুর স্বাস্থ্য তুলনামূলক ভালো রয়েছে। আমরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার চর ভানুকুমারী এলাকার ছয় শিশু তারিমুল আলি (১০), সাজিদ আলি (৮), সিরাজ আলি (৯), সিহাব আলি (৯), রাজিবুল আলি (৭) ও মাসুম আলি (১২) একসঙ্গে খেলছিল। সেই সময় তারা

একটি গাছ থেকে কিছু ফল পেড়ে খেয়ে নেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের অস্বস্তি শুরু হয়। প্রত্যেকেই বমি করতে শুরু করে। দুয়েকজন পায়খানা করে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই বাসিন্দারা তাদের উদ্ধার করে প্রথমে ভানুকুমারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাদের তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পরিস্থিতি সংকটজনক হওয়ায় তারিমুল, সাজিদ ও সিরাজকে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বাকি তিনজনকে তুফানগঞ্জে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার তারা সুস্থ হওয়ায় তাদের ছুটি দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য লোকমান আলি বলেন, 'যে ছয়জন অজানা ফল খেয়ে অসুস্থ হয়েছে তার মধ্যে আমার দুজন নাতিও ছিল। তাদের এমজেএন মেডিকেলে চিকিৎসা করানো হয়েছে। তারা যে খেলতে গিয়ে এভাবে অজানা ফল খেয়ে ফেলবে তা আগে বুঝতে পারিনি।'

> তিন শিশুর স্বাস্থ্য তুলনামূলক ভালো রয়েছে। আমরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি।
>
> **সুকান্ত বিশ্বাস**
> *মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক*

স্থানীয় বাসিন্দা সকিনা বিবির কথায়, 'কয়েকদিন আগে সংবাদমাধ্যমে দেখেছিলাম শীতলকুচিতে মেটে আলু খেয়ে একজন মারা গিয়েছিল। কয়েকজন অসুস্থও হয়। আমাদের এখানেও অজানা ফল খেয়ে অসুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটল। আমার মনে হয় অভিভাবকদের আরও বেশি সতর্ক হওয়া উচিত।'

আরেক বাসিন্দা মরিয়ম বিবির বক্তব্য, 'কোন ফল খাওয়া যায় আর কোনটি যায় না সেটা অভিভাবকদের দায়িত্ব নিয়ে ছোটদের শেখাতে হবে। অজানা কিছু যে খাওয়া উচিত নয় এটা ছোটদের বোঝাতে পারলে ভবিষ্যতে এধরনের ঘটনা এড়ানো যাবে।'

গ্রেপ্তার ডাক্তার, ক্যাম্প বন্ধে ক্ষোভ

ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজত

সিতাই ও শীতলকুচি, ১২ ফেব্রুয়ারি : ভুয়ো চিকিৎসক সন্দেহে মঙ্গলবার সিতাই থেকে এক চিকিৎসক ও তার সহকর্মীদের পুলিশের হাতে তুলে দেয় বাসিন্দারা। বুধবার তাদের দিনহাটা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিকে, ওই ধৃত চিকিৎসক নারায়ণচন্দ্র বণিকের বুধবার শীতলকুচি ব্লকের নগরলাল বাজার সংলগ্ন মিন্টু মিয়াঁ নামে এক ব্যক্তির দোকানে ক্যাম্প করার কথা ছিল। তবে, ওই ব্যক্তি গ্রেপ্তার হওয়ায় এদিন আর ক্যাম্প বসেনি। ফলে অনেকে ডাক্তার দেখাতে এলে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়।

গত দু'দিন থেকে শীতলকুচি ব্লকে ওই চিকিৎসকের নামে প্রচার চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ৩৯ জন বাসিন্দার কাছ থেকে আগাম ৫০ টাকা করে নেওয়া হয়। এখন ক্যাম্প বন্ধ করে দিয়েছে আয়োজকরা। এদিন আয়োজক আজিজুল মিয়াঁকে এই নিয়ে একাধিকবার ফোন করা হলে সে ফোন না তোলায় কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দা হারুন আল রসিদ বলেন, 'সোমবার আমার বাড়িতে যায় আজিজুল। বেঙ্গালুরু থেকে ডাক্তার এসে পুরো শরীর পরীক্ষা করবে বলে জানায়।

বিশৃঙ্খলা

ধৃত চিকিৎসক নারায়ণচন্দ্র বণিকের শীতলকুচিতে ক্যাম্প করার কথা ছিল

তবে, ওই ব্যক্তি গ্রেপ্তার হওয়ায় এদিন আর ক্যাম্প বসেনি

৩৯ জন বাসিন্দার কাছ থেকে আগাম ৫০ টাকা করে নেওয়া হয়

ফলে অনেকে ডাক্তার দেখাতে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করেন

পুলিশ ভ্যানে তোলা হচ্ছে ধৃতদের।

এর জন্য ৫০ টাকাও নেওয়া হয়। এদিন গিয়ে দেখি ডাক্তার নেই। যে দোকানে বসার কথা ছিল সেই দোকানও বন্ধ।'

গত সোমবার সিতাই ব্লকজুড়ে চিকিৎসকের নামে প্রচার চালানো হয়। বাসিন্দাদের বলা হয়, ওই চিতবে, ওই ব্যক্তি গ্রেপ্তার হওয়ায় এদিন আর ক্যাম্প বসেনি গ্রাম পঞ্চায়েতে মধুকুড়া বাজারে একটি দোকানে সেই ক্যাম্পে চিকিৎসা করাতে গেলে গ্রামবাসীদের ওই চিকিৎসককে দেখে সন্দেহ হয়। সেখানে পরীক্ষা করার জন্য কোনও যন্ত্রপাতিও দেখা যায়নি।

এতে সন্দেহ আরও জোরালো হয়। এরপর গ্রামবাসীরা সিতাই থানার পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে চিকিৎসক নারায়ণচন্দ্র বর্মন সহ তার সহকর্মীদের গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ, ওই চিকিৎসক কারও কাছে চিকিৎসা বাবদ ৩৫০-৪০০ টাকা নিচ্ছিল। আবার কাউকে ১২০০-১৫০০ টাকায় ইনজেকশন দিচ্ছিল। সেই ইনজেকশন নিয়ে কয়েকজন গ্রামবাসী অসুস্থও হয়ে পড়ে। আর এরপরেই গ্রামবাসীদের ভুয়ো চিকিৎসক সন্দেহ হলে পুলিশ তাদের নিয়ে যায়।

এদিন সরকারি পক্ষের আইনজীবী মৃগাঙ্ক সেনগুপ্ত বলেন, 'ধৃতদের মধ্যে রয়েছে মেহেবুব ইসলাম, দেবাশিস মহাপাত্র, হোসেনারা খাতুন ও নারায়ণচন্দ্র বণিক। এদিন বিচারক উভয়পক্ষের কথা শোনেন। ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।'

টুকরো খবর

নতুন কমিটি

ঘোকসাডাঙ্গা, ১২ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার ঘোকসাডাঙ্গা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে বার্ষিক সাধারণ সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তরাঞ্চল-২ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাব প্রচার পরিষদের আহ্বায়ক স্বপনকুমার আইচ এবং কোঅর্ডিনেটর পঙ্কজ অধিকারী। উপস্থিত সদস্যদের অনুমতিক্রমে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি হিসাবে রথীন দাস, সম্পাদক অরিজিৎ বর্মন এবং কোষাধ্যক্ষ দিলীপ ভৌমিকের নাম নির্বাচিত হয়। এই নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি আগামী তিন বছর আশ্রমের দায়িত্ব পালন করবেন বলে সেবাশ্রমের তরফে দিলীপ ভৌমিক জানান।

পপিখেত নষ্ট

ঘোকসাডাঙ্গা, ১২ ফেব্রুয়ারি :মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের মানসাই নদীর চর এলাকায় অভিযান চালিয়ে পপিখেত নষ্ট করল ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ঘোকসাডাঙ্গা থানার একদল পুলিশ এলাকায় অভিযান চালিয়ে পপিখেত নষ্ট করে দেয়। বেশকিছু এলাকায় পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আড়ালে পপি চাষ চলছেই। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার অভিযান চালিয়ে পুলিশকর্মীরা প্রায় সাড়ে তিনবিঘা জমির পপি গাছ নষ্ট করে দেন।

চারাপোনা বিলি

পারডুবি, ১২ ফেব্রুয়ারি : মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে মৎস্যচাষিদের শিঙি ও মাগুর মাছের চারাপোনা বিলি করা হল। বুধবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের মাটিয়ারকুঠিতে বিডিওর কার্যালয় চত্বরে এই কর্মসূচি হয়েছে। মৎস্য দপ্তরের ব্লক সম্প্রসারণ আধিকারিক ইনশান ওদুদের কথায়, 'মাছচাষিদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে এদিন ১০ জন মৎস্যচাষিকে ১২০০ পিস করে মাছের পোনা দেওয়া হয়।'

আহত ২

পারডুবি, ১২ ফেব্রুয়ারি : বুধবার মাথাভাঙ্গা ফালাকাটা রাজ্য সড়কের পারডুবি সংলগ্ন এলাকায় দুটি মোটরবাইকের ধাক্কায় আহত হন দুজন। একজনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁকে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অপরজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ভরসায় প্রধান

কোথাও পানীয় জলের সমস্যা তো কোথাও আবার দীর্ঘদিনের সেতুর দাবি অধরা। আবার কোনও এলাকায় রাস্তার পাশে আবর্জনা। এলাকার বাসিন্দাদের সমস্যা সমাধানে কী করেছেন নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, তুলে ধরলেন আমাদের প্রতিনিধি তাপস মালাকার।

জনতার চার্জশিট

নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

রজনীকান্ত বড়ুয়া, প্রধান

জনতা : শিক্ষকপল্লি হোক বা সিটকিবাড়ি পাড়ায় পাড়ায় রাস্তার পাশে জমছে আবর্জনার স্তূপ। ভ্যাট তৈরি বা বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহ করতে কেন এখনও কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না?

প্রধান : বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহ করতে ভ্যানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে এলাকার বাসিন্দাদের যত্রতত্র আবর্জনা ফেলার ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। স্থায়ী ভ্যাটের সমস্যা রয়েছে। জায়গা খোঁজা হচ্ছে। আমরা এ বিষয়ে আরও উদ্যোগ নেব।

জনতা : নিশিগঞ্জে ১০ বছর আগেও বাজার এলাকায় পথবাতি ছিল। তবে এখন সেসব অকেজো পড়ে। অন্ধকারে যাতায়াতে খুব সমস্যা হয়। পথবাতি কবে সারাই হবে?

প্রধান : পথবাতির মোটা বিদ্যুৎ বিল মেটানো গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে কষ্টকর। প্রতি বুথে কয়েকটি করে সোলার লাইটের ব্যবস্থা হয়েছে। নিশিগঞ্জ বাজার সংলগ্ন দুই কিমি রাজ্য সড়ক এলাকাতেও নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর সোলার লাইট লাগাতে উপর মহলে তদ্বির করছি।

জনতা : নতুন বাজারে বেহাল লোহার সেতু যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। ভোজনের ছড়ায় দোলং নদীতে বেহাল সাঁকো। আর খোকোবাড়িতে শালটিয়া নদীর ওপর দীর্ঘদিনের সেতুর দাবি অধরা। এ ব্যাপারে কী বলবেন?

প্রধান : গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সেতুর সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। তিনটি সেতুর প্রয়োজনীয়তার কথা পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের নজরে এনেছি।

জনতা : উত্তর নলঙ্গিবাড়িতে পিএইচই থেকে খুশিবাবুর খামারের রাস্তাটি বেহাল। আরও কয়েকটি রাস্তার একই হাল। কবে সারাই হবে?

প্রধান : পথশ্রী প্রকল্পে ওই রাস্তাগুলির নাম দেওয়া আছে। আশা করছি খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। আরও কয়েকটি কংক্রিটের রাস্তার কাজ চলছে।

জনতা : মানসাই, ধরলা, দোলং নদীর ভাঙন দিন-দিন বেড়েই চলেছে। কৃষিজমি নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। কোনও পদক্ষেপ করেছেন?

প্রধান : গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে এর আগে বাঁশের পাইলিং করা হয়েছে। সেচ দপ্তরকেও এবিষয়ে লিখিতভাবে পাথরের বাঁধ তৈরির আবেদন করেছি।

জনতা : বিভিন্ন এলাকায় এখনও নলবাহিত পানীয় জল বাড়ি বাড়ি পৌঁছায়নি। অনেক এলাকায় আবার পাইপলাইন গেলেও জল আসছে না। কবে সমস্যা মিটবে?

প্রধান : পাইপলাইন বসানোর কাজ চলছে। যেখানে জল পড়ছে না সেই সমস্যা মেটাতে ফের জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলব।

একনজরে

ব্লক : মাথাভাঙ্গা- ২
বুথ সংখ্যা : ১৭
পঞ্চায়েত সদস্য :১৭
বিজেপি : ৭
তৃণমূল : ১০
জনসংখ্যা : ২১৭৩১
(২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী)

নেতার বাড়ি সিল করল ব্যাংক

তুফানগঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে পরিশোধ করতে না পারায় বুধবার তৃণমূল নেতার বাড়ি সিল করল কর্তৃপক্ষ। তুফানগঞ্জ শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি রোড এলাকার বাসিন্দা বাদল কর্মকার তুফানগঞ্জ শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি। ২০২১ সালে একটি বেসরকারি ব্যাংক থেকে ২০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। অভিযোগ, ৪ বছর কেটে গেলেও তিনি ওই ঋণ পরিশোধ করেননি। বর্তমানে সুদে-আসলে তা দাঁড়িয়েছে ২৪ লক্ষেরও ওপরে। এতেই এদিন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাংকের আধিকারিকরা ওই নেতার বাড়ি সিল করে দেন। বাদলের কথায়, 'বাড়ির অংশ চিহ্নিতকরণের জন্য ২৬ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়িতে কোর্টে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই অনৈতিকভাবে সিল করে দেওয়া হল।' এ ব্যাপারে আইনিভাবে মোকাবিলা করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। যদিও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, আইনি নির্দেশ মেনেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিকে, খবরটি ছড়িয়ে পড়তেই সামাজিক মাধ্যমে কটাক্ষ করেছেন বিজেপির জেলা সহ সভাপতি উৎপল দাস। তিনি বলেন, 'পাপ নিজের বাপকেও ছাড়ে না। এদিনের ঘটনাই তার প্রমাণ।' তৃণমূল জেলা সহ সভাপতি শিবপদ পাল বলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে লোন নিয়ে শোধ করতে পারেননি বলে ব্যাংক সম্পত্তি সিল করেছে। এই ঘটনার সঙ্গে দলের কোনও যোগাযোগ নেই। বিরোধীদের কাজই সবকিছুতে রাজনীতি টেনে আনা।'

ফের দুটি মোহনের মৃত্যু

কোচবিহার, ১২ ফেব্রুয়ারি : অসুস্থ হয়ে ফের মোহনের মৃত্যু হল কোচবিহারের বাণেশ্বরের ঐতিহ্যবাহী শিবদিঘিতে। বুধবার মৃত অবস্থায় দুটি মোহন দিঘির জলে ভেসে ওঠে। খবর পেয়ে বন দপ্তরের প্রতিনিধিরা এসে মোহন দুটিকে সেখান থেকে নিয়ে যায়। ঘটনার কথা জানাজানি হতে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

বাণেশ্বর মোহন রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রঞ্জন শীল বলেন, 'এবছর শীতের মরশুমে এখনও পর্যন্ত ২৭টি মোহনের মৃত্যু হল শিবদিঘিতে। প্রশাসনের উদাসীনতার কারণেই এই মৃত্যু ঘটছে। প্রশাসন যদি মৃত্যু রুখতে না পারে তাহলে শিবদিঘির মোহনের দায়িত্ব আমাদের হাতে দিয়ে দিক।' গত কয়েকবছর ধরে বাণেশ্বরে শিবদিঘিতে অজানা রোগে একের পর এক মোহনের মৃত্যু হয়ে দিঘি প্রায় মোহনশূন্য হয়ে এলেও বিষয়টি নিয়ে তেমন কোনও হেলদোল নেই দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড বা প্রশাসনের বলে অভিযোগ।

হাটের দিন পরিবর্তন

নিশিগঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : কোচবিহার-১ ব্লকের ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতমাইল হাটের দিন পরিবর্তন হল। এখন থেকে মঙ্গলবারের পরিবর্তে বুধবার ও শুক্রবারের পরিবর্তে শনিবার হাট বসবে। কৃষিপণ্য ছাড়াও গবাদিপশু কেনাবেচা হয় সাতমাইল হাটে। একেবারে পাশেই নিশিগঞ্জ হাট থাকায় ক্রেতা-বিক্রেতারা দীর্ঘদিন থেকেই বার পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে আসছিলেন।

সরকারি কর্মীকে নিগ্রহ, গ্রেপ্তার ১

হলদিবাড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : কর্তব্যরত সরকারি কর্মীকে নিগ্রহের অভিযোগে বুধবার এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া ওই ব্যক্তির নাম তাপস অধিকারী। হলদিবাড়ি পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধুপাড়া এলাকার বাসিন্দা। হলদিবাড়ি পুরসভার তরফে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব অফিসে প্রবেশের রাস্তাটি সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। ওই রাস্তার পাশে ধৃত ব্যক্তির বাড়ি। বিএলআরও ইন্দ্রজিৎ দাঁ-র অভিযোগ, গতকাল তাপস রাস্তা সংস্কারের কাজে অযথা বাধা দিচ্ছিলেন। দপ্তরের কর্মীদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। অফিসকর্মী কমলকুমার কুণ্ডু প্রতিবাদ করলে ক্ষুব্ধ হয়ে তাপস তাঁকে মারধর করেন। টেনেহিঁচড়ে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় সজোরে আঘাত করেন। কোনও মতে কমল নিজেকে বাঁচিয়ে বাইরে এসে চিৎকার করেন। তাঁর চিৎকার শুনে সেখানে উপস্থিত সকলে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। পুলিশ তাপসকে গ্রেপ্তার করে।

সমীক্ষার দাবি

পারডুবি, ১২ ফেব্রুয়ারি : আবাস যোজনার জন্য কোনও সমীক্ষাই করা হয়নি বলে অভিযোগ তুললেন মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের চিরামিল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। বুধবার তাঁরা জমায়েত হয়ে সংশ্লিষ্ট বিডিও ও মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে স্মারকলিপি দিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আমিনার মিয়াঁর কথায়, 'সমীক্ষা না হওয়ায় আবাস যোজনার তালিকায় আমাদের কারও নাম নেই। তাই সমীক্ষা করা সহ এলাকার রাস্তা সংস্কার, পানীয় জল, সোলার আলোর ব্যবস্থা সহ নানা দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।' বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে শীঘ্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন ও বিডিও অর্ণব মুখোপাধ্যায়।

নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগ

নয়ারহাট, ১২ ফেব্রুয়ারি : এক তরুণের বিরুদ্ধে এক নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতগ্রাম মানাবাড়ি এলাকায়। অভিযুক্ত তরুণের বাড়ি দিনহাটা মহকুমার হাঁড়িভাঙ্গা গৌরাঙ্গ বাজার এলাকায়। সোমবার সকালে ওই অপহরণের ঘটনাটি ঘটেছে। মঙ্গলবার রাতে নাবালিকার পরিবারের তরফে অভিযুক্ত তরুণ সহ তিনজনের নামে মাথাভাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে নবম শ্রেণির ওই ছাত্রীটি চেনাকাটা বাজারে টিউশনে যায়। তারপর থেকে তার খোঁজ মিলছে না। ছাত্রীর পরিবারের তরফে বিস্তর খোঁজাখুঁজির পরেও খোঁজ মেলেনি। পরে পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন, অভিযুক্তরা চারচাকার গাড়িতে করে এলাকায় এসে ছাত্রীটিকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে। পরিবারের সদস্যদের আশঙ্কা, নাবালিকার সঙ্গে খারাপ কিছু করা হতে পারে। বাধ্য হয়ে পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে পুলিশের কাছে। ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য পূর্ণচন্দ্র ডাকুয়া বলেন, 'নাবালিকার পরিবারের সদস্যদের পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ অবশ্যই কঠোর ব্যবস্থা নেবে।'

দেদারে ধরলার বালি চুরি, চুপ পুলিশ-প্রশাসন

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১২ ফেব্রুয়ারি : কখনও ট্রাক, ডাম্পার দিয়ে আবার কখনও পিকআপ ভ্যান লাগিয়ে দেদারে চলছে বালি চুরি। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধে ধরলা নদীর পাড়ে চলে বালি মাফিয়াদের ওই কারবার। তবে প্রশ্ন হল, এভাবে দিনেরবেলা প্রকাশ্যে বালি চুরি হচ্ছে। পুলিশ কোথায়? আর ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর পদক্ষেপই বা করছেন না কেন? অভিযোগ, শাসকদলের মদতেই বালি মাফিয়ারা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এতে ক্ষুব্ধ সকলে। এভাবে নদীর চর থেকে বালি চুরি হওয়ায় চিন্তায় পরিবেশপ্রেমীরাও।

যদিও শীতলকুচি ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক প্রভাস পাহান বলেন, 'ওই এলাকায় নিয়মিত অভিযান চালানো হয়। জরিমানার পাশাপাশি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলাও রুজু করা হয়।'

তবে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ভৌগোলিক অবস্থানের সুযোগ নিয়ে বালি মাফিয়া সক্রিয় রয়েছে ওই এলাকায়। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনা করে যৌথ অভিযান চালানোর কথাও বলেন তিনি।

মাথাভাঙ্গার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় ধরলা নদী মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক এবং শীতলকুচি ব্লকের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করেছে। এর পাশেই রয়েছে খলিসামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোচবাড়িরডাঙ্গায় পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের খলিসামারি ক্যাম্পাস।

ট্র্যাক্টর নামিয়ে ধরলা নদী থেকে বালি চুরি হচ্ছে।

এভাবে বালি চুরি চলতে থাকলে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের খলিসামারি ক্যাম্পাসের জমিও বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বালি মাফিয়াদের অতি সক্রিয়তা এবং বেপরোয়া মনোভাব নদীটিকে কার্যত ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

এ যেন রোজকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই নদীর ওপর যেন একপ্রকার অত্যাচার চলে। বিভিন্ন স্থানে নদীবক্ষে ট্রাক, ট্রেলার, ডাম্পার ও পিকআপ ভ্যান লাগিয়ে নির্বিচারে বালি চুরি চলছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সব জেনেও চুপ পুলিশ, প্রশাসন। এর ফলে একদিকে যেমন সরকারি রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছে পাশাপাশি নিয়মিত অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি তোলার ফলে নদীর চরিত্রগত পরিবর্তন হচ্ছে।

শাসকদলের মদতে এবং প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তায় ওই কাজ চলছে বলে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেন শীতলকুচির বিজেপি বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন। তাঁর কথায়, 'বিষয়টি আমি বিধানসভায় তুলে ধরব।'

এদিকে, ধরলা নদী থেকে বালি চুরির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন খোদ তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন।

তিনি বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস এই ঘটনা সমর্থন করে না। বরং বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।' আর শীতলকুচির বিজেপি বিধায়কের কথার উত্তরে তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক কুৎসা না করে বিরোধী দলের নেতার ভূমিকা পালন করুন।'

আবেদন

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের বিরুদ্ধে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের মানহানির মামলায় সংশোধন চেয়ে আবেদন করলেন রাজ্যপালের আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী।

ত্রিবেণিতে পুণ্যস্নান

বুধবার মাঘীপূর্ণিমায় হুগলির ত্রিবেণিতে কুম্ভস্নান করলেন ৫০ হাজারের বেশি পুণ্যার্থী। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসেন তাঁরা। ছিলেন নাগা সন্ন্যাসীরাও।

ট্রেনে আগুন

বুধবার ভোর ৪টে ১০ মিনিট নাগাদ শিয়ালদা স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা আপ নৈহাটি লোকালে আগুন ধরে যায়। ওভারহেডের তার থেকে দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রেনে কেউ না থাকায় বড় ক্ষতি হয়নি।

প্রতুলকে দেখতে

বুধবার বাজেট পেশের পর অসুস্থ সংগীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে দেখতে এসএসকেএম হাসপাতালে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথাও বলেন।

৬ লক্ষ কোটি টাকা ঋণের বোঝা কমাতে সুনির্দিষ্ট সদর্থক পদক্ষেপের কোনও দিশা মিলল না বুধবারের বাজেটে। বাজেটকে জনমুখী ও ভবিষ্যতের দিশারি বলে মন্তব্য করেছে বণিকসভাগুলি। যদিও ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধিতে মোটেই খুশি নন ডিএ আন্দোলনকারীরা। এদিকে, রাজ্য বাজেটের বিরোধিতায় ওয়াক-আউট করে বিধানসভার লবিতে পোস্টার হাতে সরব হলেন বিজেপি নেতারা।

বিএ কমিটির বৈঠক বয়কটে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী ■ বামেদের চোখে দিশাহীন বাজেট

মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধিতে অখুশি প্রতিবাদীরা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য বাজেটে ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধিতে মোটেই খুশি নন ডিএ আন্দোলনকারীরা। কেন্দ্রের তুলনায় এখনও ৩৫ শতাংশ কম মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন তাঁরা। এই যুক্তিতে তীব্র ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন সরকারি কর্মীদের একাংশ। গত ২ বছর ১৭ দিন ধরে কেন্দ্রের সমান মহার্ঘ ভাতার দাবিতে শহিদ মিনারের পাদদেশে আন্দোলন করছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। দাবি না মেটা পর্যন্ত এই আন্দোলন থেকে তারা সরবে না বলে ঘোষণা করেছে। অচিরেই 'রাজ্যের বঞ্চনা'-র প্রতিবাদে পথে নামতে চলেছে তারা।

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'বলা হচ্ছে, ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের ফারাক ৩৫ শতাংশে দাঁড়াবে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কারণ কেন্দ্র খুব শীঘ্রই আরও ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করবে। ফলে পার্থক্য সেই ৩৯ শতাংশই থাকবে।' ভাস্কর জানান, রাজ্য বাজেটে শূন্যপদ পূরণের কোনও কথা বলা হয়নি। আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নিয়েও কিছু বলা হয়নি। এই সমস্ত ক্ষেত্রের কর্মীদের নিয়ে শীঘ্রই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামা হবে। ধর্মতলার অবস্থান মঞ্চ থেকে ওঠার কোনও সম্ভাবনাই নেই। দু-বছরের বেশি সময় ধরে ধর্মতলায় অবস্থান চলছে। প্রয়োজনে ২০ বছর আন্দোলন চলবে।

কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ-এর সাধারণ সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায়ও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, '৪ শতাংশ বেতন বৃদ্ধিতে কোনও লাভ হবে না। আমরা যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই থাকব। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার আরও ১ কিস্তি মহার্ঘ ভাতা শীঘ্রই ঘোষণা করবে।' রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক এই মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এত আর্থিক বৈষম্যের মধ্যেও রাজ্যের মমতাময়ী মুখ্যমন্ত্রী যে সরকারি কর্মীদের আরও ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি করেছেন, এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। এর ফলে সরকারি কর্মীরা আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন।'

বাজেট পেশের পর সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং অমিত মিত্র। - পিটিআই

ঋণের বোঝা থাকলই

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের ঘাড়ে ৬ লক্ষ কোটি টাকা ঋণের বোঝা কমাতে সুনির্দিষ্ট সদর্থক পদক্ষেপের কোনও দিশা মিলল না বুধবারের বাজেটে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও পরে এই প্রশ্নের সরাসরি কোনও উত্তর না দিয়ে উলটে কেন্দ্রের ঋণ নিয়ে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন সাংবাদিকদের কাছে। মুখ্যমন্ত্রীর পালটা প্রশ্ন, 'কেন্দ্রের ঘাড়ে কত ঋণের বোঝা তার খোঁজ রাখেন কি?'

সম্ভবত এই প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিতে তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি বলেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়িত্বটা তাঁর পাশে বসে থাকা মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্রের দিকে ঠেলে দিলেন। ঋণ পরিশোধে রাজ্যের কী পদক্ষেপ সেই তথ্যে না গিয়ে অমিত দাবি করলেন, 'এই মুহূর্তে কেন্দ্রের ওপর ঋণের বোঝার পরিমাণ ১ কোটি ৪১ লক্ষ ১৩১ হাজার কোটি টাকা। মাথা পিছু জিডিপিতে কেন্দ্র পিছিয়ে। সেই তুলনায় রাজ্য অনেকটাই এগিয়ে। অমিতবাবুর কথার মাঝে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে থামিয়ে বলেন, 'আমরা ৮০ হাজার কোটি টাকা করে শোধ দিচ্ছি।' যদিও এই নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে তাঁরা দু'জনেই কেন্দ্রের ওপর ঋণের বোঝার প্রসঙ্গ টেনে আনেন।

বাজেট নিয়ে এদিন তাঁর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় মুখ্যমন্ত্রী সরকারের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'স্বাস্থ্যসাথী' সহ সামাজিক প্রকল্পগুলি নিয়ে সোচ্চার হলেন বটে, তবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকার পরিমাণ বাড়বে কি না সরাসরি তার উত্তরে গেলেন না। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য কত অর্থ খরচ হচ্ছে সেই দাবিতেই সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি জানান, 'এই মুহূর্তে রাজ্যের ২ কোটি ২১ লক্ষ মহিলাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিতে সরকারের খরচ ৫০ হাজার কোটি টাকা। সর্বশেষ দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে আরও প্রায় ১৬ লক্ষ আবেদন এসেছে। খতিয়ে দেখে সেইসব আবেদনও মঞ্জুর করা হবে। এর ফলে সরকারের ওপর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু রাখতে আরও আর্থিক বোঝা সরকারকে নিতে হবে সেটাই মুখ্যমন্ত্রী বোঝাতে চাইলেন।

তবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ভাতার পরিমাণ সম্ভবত বাড়তে পারে ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের আগে। ভোটের কথা ভেবেই এই ব্যাপারে চিন্তাভাবনা মুখ্যমন্ত্রীর রয়েছে বলেই অর্থ দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিকের ধারণা। এমন আভাস দিয়েই তাঁর মন্তব্য, 'একসঙ্গে সরকার কি সব ঘোষণাই করে দেবে? ভোটটা তো আছে, দেখুন তার আগে কী হয়। তবে নিঃসন্দেহে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার রাজ্য সরকারের ওপর একটা বিশাল চাপ।'

সরকারি কর্মচারীদের বাজেটে ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি করা হলেও ভবিষ্যতে অবশ্য সরকার ধাপে ধাপে আরও ডিএ বাড়াবে এটা মুখ্যমন্ত্রী পরে এড়িয়ে যাননি। তাঁর কথায়, 'আপাতত ৪ শতাংশ ডিএ বাড়ানো হল। পরে আমরা ধাপে ধাপে আরও বাড়ানোর চেষ্টা করব।' মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের ওপর অর্থ দপ্তরের ওই শীর্ষ আধিকারিক বলেন, 'আবার হয়তো সরকার কয়েক মাস পরে আরও এক কিস্তি মহার্ঘভাতা ঘোষণা করবে। এটা বিশেষ ভাবনায় আছে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকারের।'

কেন্দ্রের এত বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজ্য সর্বস্তরের মানুষের স্বার্থে বিশেষ করে নারী ক্ষমতায়নে বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি প্রকল্পে রাজ্য তার নিজের টাকায় কীভাবে খরচ চালাচ্ছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, 'বাজেটে মহিলাদের জন্যই শুধু প্রায় ৫০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। কেন্দ্র ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দিলেও তা রাখে না। রাজ্য সরকার কথা দিলে তা রাখে। কেন্দ্র রাজ্যকে সাহায্য ও সহযোগিতা দূরে থাক, উলটে বিরোধিতা করে। প্রাপ্য টাকা দেয় না।'

শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানে সরকারের দেউচাপাঁচামি, প্রস্তাবিত আইটি হাব, ওএনজিসির তেল খনন, ৬টি অর্থনৈতিক করিডর সহ একাধিক প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ লোকের চাকরি হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে সরকারের আগের একাধিক বাজেট বিবৃতিতে মোট কত লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে দাবি করা হলেও এদিন এবারের বাজেটে সুনির্দিষ্টভাবে তার কোনও উল্লেখ মেলেনি।

মমতা উবাচ

■ কেন্দ্রের ঘাড়ে কত ঋণের বোঝা তার খোঁজ রাখেন কি

■ আপাতত ৪ শতাংশ ডিএ বাড়ানো হল। পরে আমরা ধাপে ধাপে আরও বাড়ানোর চেষ্টা করব

■ বাজেটে মহিলাদের জন্যই শুধু প্রায় ৫০ শতাংশ অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে

বাজেটের মাঝে বিক্ষোভ বিজেপির

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : বুধবার বিধানসভায় রাজ্য বাজেট পেশ হওয়ার আগে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে বসেছিল বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিধানসভায় তৃণমূলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ সহ শাসকদলের কমিটির সব সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। বিরোধীদের মধ্যে একমাত্র উপস্থিত ছিলেন আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী। বিজেপি বিধায়কদের কেউই ওই বৈঠকে যাননি। বিএ কমিটি সহ বিধানসভার অন্যান্য কমিটির বৈঠকগুলিতে বিজেপি বিধায়কদের এই অনুপস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মমতা বলেছেন, 'লোকসভায় আমাদের সাংসদরা সব কমিটির বৈঠকেই উপস্থিত থাকেন। এমনকি আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম, আমাদের বিধায়করা বিধানসভার সব কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু বিজেপি সেই শিষ্টাচার দেখাচ্ছে না। এটা দুর্ভাগ্যের বিষয়।'

তবে বিজেপির সঙ্গে সংঘাত আরও তীব্র আকার নিয়েছে বাজেট ভাষণ চলাকালীন গেরুয়াশিবিরের ওয়াকআউটের ঘটনায়। এদিন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ভাষণের শেষপ্রান্তে গিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন। তখন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি বিধায়করা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, 'বেকারদের চাকরি চাই'। কিন্তু বিরোধীদের হইহট্টগোল সত্ত্বেও বাজেট ভাষণ চালিয়ে যেতে থাকেন চন্দ্রিমা। কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর বিজেপি বিধায়করা ওয়াকআউট করেন। চন্দ্রিমার বাজেট ভাষণের শেষে এই নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যক্ষ বলেন, 'বাজেট ভাষণ চলাকালীন বিজেপি বিধায়করা যেভাবে হইহট্টগোল করতে করতে অধিবেশনকক্ষ ত্যাগ করলেন, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি।'

তবে মুখ্যমন্ত্রী বা বিধানসভার অধ্যক্ষের ক্ষোভ ও নিন্দাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি বলেন, 'পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আমরা বিধায়ক অশোক লাহিড়ির নাম দিয়েছিলাম। কিন্তু প্রথা অনুযায়ী পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়নি তাঁকে। এটা মুখ্যমন্ত্রীও জানেন, অধ্যক্ষও জানেন। সেই কারণেই আমরা বিধানসভার কোনও কমিটির বৈঠকে হাজির থাকছি না।'

> পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আমরা বিধায়ক অশোক লাহিড়ির নাম দিয়েছিলাম। কিন্তু প্রথা অনুযায়ী পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়নি তাঁকে। এটা মুখ্যমন্ত্রীও জানেন, অধ্যক্ষও জানেন। সেই কারণেই আমরা বিধানসভার কোনও কমিটির বৈঠকে হাজির থাকছি না।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

বাজেট পেশের পর, সাংবাদিক সম্মেলনের আগের মুহূর্তে। বুধবার।

ভাঁওতাবাজির বাজেট : সুকান্ত

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : বুধবার বিধানসভায় সরকারের ডিএ ঘোষণার বিপরীতে রাজ্যের বেকার তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের প্রশ্ন তুলে বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করে বিজেপি। হাতে বেকারদের জন্য কাজের দাবিতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিল করে বিধানসভায়। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি পরিষদীয় দলের বিধায়কদের মুখে তখন স্লোগান, চোর মমতা হায়, হায়। চাকরি চুরির সরকার আর নেই দরকার। পরে শুভেন্দু বলেন, 'এই সরকার দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। তাই এরা কোনও চাকরি বা কর্মসংস্থান করতে পারবে না। '২৬-এ বিজেপি ক্ষমতায় এসে পূর্ণাঙ্গ বাজেট করে প্রতি ঘরে চাকরি দেবে।'

রাজ্য বাজেটের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'এই বাজেটে রাজ্যের ২ কোটি ১৫ লাখ বেকার তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। আরজি কর রাজ্য নারী নির্যাতনের জেরে দলের মহিলা ভোটব্যাংকের ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে ডিএ-র মতোই রাজ্য বাজেটে মহিলাদের জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বরাদ্দ বাড়ানো হতে পারে বলে অনেকে আশা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এদিন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বরাদ্দ বৃদ্ধিতে সরব হয়েছে বিজেপি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এই বাজেটে বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতার বরাদ্দ বাড়েনি। মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও সদ্য ক্ষমতায় আসা দিল্লির বিজেপি সরকারের দৃষ্টান্ত দিয়ে এরাজ্যের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বৃদ্ধিতে সরব হয়েছেন তিনি।

বিধায়ক অশোক লাহিড়ি বলেন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে সরকার টাকা খরচ করতেই পারে। কিন্তু সেই খরচে সামঞ্জস্য থাকা দরকার, যা এই সরকার করে না। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন যা করেন, সেটা এই রাজ্যের অর্থমন্ত্রী করেন না। এটাই তফাত।' শুভেন্দু আরও বলেন, 'দুর্মূল্যের বাজারে ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির নামে সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে কার্যত প্রতারণা করল এই সরকার।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এটা ভাঁওতাবাজির বাজেট।'

বাজেটকে দিশাহীন বাজেট বলে দাবি করেছে সিপিএম। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'এবারের রাজ্য বাজেট এককথায় দিশাহীন। এই বাজেটে মানুষের দুর্দশা কাটার কোনও লক্ষণ নেই। আছে কিছু বুজরুকি। সামাজিক সুরক্ষার নামে দান খয়রাতি করতে গিয়ে সরকার যেভাবে বাজার থেকে ঋণ নিচ্ছে, তাতে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কোনও অর্থই আর বেঁচে থাকবে না।' সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'এই বাজেটে সরকারি কর্মীদের প্রাপ্তির চেয়ে অপ্রাপ্তি বেশি।'

ঘাটালের স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে, উচ্ছ্বসিত দেব

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য বাজেটে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়েছে। তার পরই মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান ঘাটালের সাংসদ তথা অভিনেতা দীপক অধিকারী ওরফে দেব। তিনি বলেন, 'ঘাটালের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। আমি তো ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব না বলে ঠিক করেছিলাম। অনেকে মনে করেছিলেন, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার ভোট নেব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। এই মাসের শেষের দিকে প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।' অবশ্য বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বুধবার রাজ্য বাজেট ঘোষণার সময় অর্থ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। এতেই উচ্ছ্বসিত ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দেব।

এর আগে একাধিকবার ঘাটালবাসীর সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। এও অভিযোগ করেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য অর্থ দেয়নি। দেব বলেন, 'বিরোধীদের অনুরোধ করব তারা এই বিষয়টিকে রাজনীতির দিক থেকে না দেখে যেন সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসে। জমি অধিগ্রহণ ও যাবতীয় কাজে দলমতনির্বিশেষে সহযোগিতা করে। সংসদে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য আর কোনও আবদার করব না। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোনও টাকা চাইব না। এর আগেও অনেক অনুরোধ করেছি, আর করব না।' শুধু ঘাটালের সাংসদ নন, এই বরাদ্দ ঘোষণার পর উচ্ছ্বাসে পথে নেমেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

অভিযোগ অর্থনীতিবিদ-বিধায়কের

উত্তরবঙ্গের বঞ্চনা নিয়ে সরব অশোক

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য বাজেট পেশের পরই উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল ও সুন্দরবনের মানুষকে বঞ্চনার জন্য রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অধিবেশনকক্ষে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণাকে যখন টেবিল চাপড়ে হর্ষধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানাতে ব্যস্ত শাসকদল, তখনই উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে বঞ্চনা সহ রাজ্য বাজেটের বিরোধিতা করে ওয়াকআউট করে বিধানসভার লবিতে পোস্টার হাতে সরব হল বিজেপি।

শুভেন্দুর মতে, উত্তরবঙ্গের নদীভাঙন, সেচ, পাহাড় ও চা বাগানের সামগ্রিক উন্নয়নে এই বাজেটে কোনও ঘোষণা নেই। গৌড়বঙ্গ তথা মালদা থেকে কোচবিহার-উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য একটা বাক্য নেই এই বাজেটে। পশ্চিমাঞ্চলের বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়ার মতো জেলাগুলির অন্যতম সমস্যা পানীয় জল ও স্বাস্থ্য পরিষেবা। এই বাজেটে সেই বিষয়ে কোনও বরাদ্দ হয়নি। পাহাড়ের গোর্খা, তামাং, ভুটিয়া, রাই, রাজবংশী সহ জনজাতি ও আদিবাসী মানুষের জন্য যেমন কোনও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ করা হয়নি, ঠিক তেমনই পশ্চিমাঞ্চলের কুর্মি, মাহাতো সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কোনও ঘোষণা করা হয়নি। মতুয়াসমাজকেও চূড়ান্ত বঞ্চনা করা হয়েছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বালুরঘাটের বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ি তাঁর বক্তব্যে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের নামমাত্র বাজেট বৃদ্ধিতে হতাশা প্রকাশ করে বলেন, 'উত্তরবঙ্গের জন্য আমার অনেক প্রত্যাশা ছিল। কারণ, বরাবরই উত্তরবঙ্গের প্রতি বঞ্চনার অভিযোগ রয়েছে এই সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু বাস্তবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদের জন্য সীমিত বাজেট বৃদ্ধি করা হল। তাঁর দাবি, পর্ষদের বরাদ্দ এমনিতেই ছিল না। বাজেটে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি না হওয়ায় আগামীতে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন রুদ্ধ হবে। কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেন, 'ভেবেছিলাম যে বঞ্চনার অভিযোগ রয়েছে, এই সরকার তার অন্তিম বাজেটে কিছুটা হলেও প্রায়শ্চিত্ত করবে।'

রাজ্য বাজেটের বিরোধিতায় বিধানসভা লবিতে প্রতিবাদ বিজেপির। বুধবার।

চা শিল্পে ইনকাম ট্যাক্সে ছাড় দেওয়ার বিষয়ে লাহিড়ির সংযোজন, মানুষ তখনই কর দেয়, যখন তাঁর ব্যবসা থেকে লাভ হয়। যদি আয়ই না থাকে তাহলে আর কর ছাড় দিয়ে কী লাভ হবে? লাহিড়ির মতে, আসলে চা শিল্পের সমস্যাটা অনেক গভীরে। তাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার কোনও চেষ্টাই হয়নি এই বাজেটে।

বিজেপির মুখ্যসচেতক তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষও একইভাবে উত্তরবঙ্গের বঞ্চনায় সরব হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে শংকর বলেন, 'এই সরকারের প্রস্থানের পথ প্রশস্ত হল এই বাজেটের মধ্য দিয়ে।' তাঁর মতে, বিশেষত স্বাস্থ্যের বিষয়ে উত্তরবঙ্গের প্রতি এই সরকারের উদাসীনতা অপরিসীম। ক্যানসার, হার্ট ও নার্ভের মতো জটিল চিকিৎসায় উত্তরবঙ্গের জন্য এই বাজেটে কিছু ঘোষণা থাকবে, এমনটাই প্রত্যাশা ছিল উত্তরবঙ্গবাসীর। কিন্তু সেই প্রত্যাশার ছিটেফোঁটাও মেলেনি। তিনি আরও বলেন, 'চা শিল্পকে প্রোমোটার, ডেভেলপার সহ রিয়েল এস্টেট মালিকদের হাতে তুলে দিতে ইতিমধ্যেই টি-ট্যুরিজম-এর নামে যে চক্রান্ত শুরু করেছে এই সরকার, বিজেপি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। আগামীতে চা সহ উত্তরবঙ্গের বিরুদ্ধে বঞ্চনার প্রতিবাদে গোটা উত্তরবঙ্গজুড়ে আন্দোলন তীব্র হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শংকর।

স্বাগত জানাল বণিকসভা

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য সরকারের বাজেটকে স্বাগত জানাল বণিকসভাগুলি। বুধবার অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এ বছরের রাজ্য বাজেট পেশ করেন। সেই বাজেটকে জনমুখী ও ভবিষ্যতের দিশারি বলে মন্তব্য করেছে বণিকসভাগুলি।

মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি অমিত সারোগি রাজ্য বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'কৃষি, শিল্প ও বিভিন্ন ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উন্নতির জন্যই রাজ্যের জিডিপি ৬.৮০ শতাংশ হয়েছে। যেখানে জাতীয় জিডিপি ৬.৩৭ শতাংশ। রাজ্যের শিল্পবৃদ্ধির হার ৭.৩ শতাংশ হয়েছে, যেখানে দেশের শিল্পবৃদ্ধির হার ৬.২ শতাংশ।' চা শিল্পে আয়কর দেওয়ার সময় একবছর বৃদ্ধি করে আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত করাকেও স্বাগত জানিয়েছেন সারোগি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ১২২৮.৭৮ কোটি বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের ডিরেক্টর জেনারেল রাজীব সিং রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে জনমুখী বাজেট পেশ করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁর মতে, এই বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা, পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

> এই বাজেট সাধারণ মানুষের দিকে তাকিয়ে করা হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা দূর করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।
>
> **এনজি খৈতান**

> কৃষি, শিল্প ও বিভিন্ন ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উন্নতির জন্যই রাজ্যের জিডিপি ৬.৮০ শতাংশ হয়েছে।
>
> **অমিত সারোগি**

টলিপাড়ার দ্বন্দ্ব হাইকোর্টে

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : টালিগঞ্জের সিনেপাড়ায় স্বাধীনভাবে কাজ করতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন পরিচালক বিদুলা ভট্টাচার্য। প্রায়শই ফেডারেশন ও পরিচালকদের মতবিরোধের জেরে স্টুডিওগুলিতে শুটিং বন্ধ থাকে। এই পরিস্থিতিতে টলিপাড়ার কাজের পরিবেশ কবে স্বাভাবিক হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই বিষয়টি এবার হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে।

আবেদনকারী পরিচালকের অভিযোগ, ফেডারেশনের একাংশের কারণে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাদের নির্দিষ্ট করে দেওয়া ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। ফলে নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। ফেডারেশনের একাংশের স্বেচ্ছাচারিতার ফল ভুগতে হচ্ছে তাঁদের। তাই সুস্থ পরিবেশে কাজের জন্য আদালতের হস্তক্ষেপ চাইছেন তিনি। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরের সপ্তাহে মামলাটি শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

'আমার আজ দ্বিতীয় জন্মদিন'

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : সাড়ে তিন বছর পর কংগ্রেসে ফিরলেন প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। কংগ্রেসে যোগদান করেই তিনি মন্তব্য করেন, 'অরাজনৈতিক ভুল করেছিলাম। ক্ষমা চাইছি। আমার কংগ্রেস ছেড়ে যাওয়া উচিত হয়নি। আমি খুশি যে আমায় আবার কংগ্রেসে যোগদান করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। রাহুল, সোনিয়া, প্রিয়াংকা গান্ধি সমর্থন না করলে আমি দলে যোগ দিতে পারতাম না।'

প্রণব-পুত্র কংগ্রেসে ফিরছেন, তা একপ্রকার নিশ্চিত ছিল। বুধবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, এআইসিসি পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মীর, প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য সহ শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে কংগ্রেসে যোগদান করেন অভিজিৎ। জাতীয় রাজনীতির স্বার্থে কংগ্রেসের ভূমিকা প্রসঙ্গে এদিন অভিজিৎ বলেন, 'কংগ্রেসের কোনও বিকল্প নেই। কংগ্রেস ছাড়া ভারতবর্ষকে একজোট করা সম্ভব নয়। দিল্লির নির্বাচন প্রমাণ করে দিয়েছে কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা। আমাকে দলে যে কাজ দেওয়া হবে সেই কাজ করব। প্রত্যন্ত জায়গায় গিয়ে যারা কংগ্রেস ছেড়ে অন্য দলে গিয়েছে তাদের ফিরিয়ে আনার কাজ করব। আমার আজ দ্বিতীয় জন্মদিন।' সূত্রের খবর, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী করতে পারে কংগ্রেস।

ফল প্রকাশে মামলা

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : ওবিসি মামলার কারণে জটিলতা তৈরি হয়েছে ২০২৩ সালের টেট-এর ফলপ্রকাশে। হাইকোর্টে এমনটাই জানালেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী। ২০২৩ সালের টেট-এর ফলপ্রকাশ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। এই মামলায় আবেদনকারীদের আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্তর দাবি, ফলপ্রকাশ না হলে তাঁরা কোনও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারছেন না। পর্ষদের তরফে আইনজীবী সুবীর সান্যাল আদালতে জানান, বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ ২০১০ সালের ওবিসি সার্টিফিকেট সংক্রান্ত মামলার রায় দেয়। ওই মামলা এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। সেই জটিলতার কারণে ফলাফল প্রকাশ করা যাচ্ছে না।

অসন্তুষ্ট দুই বিচারপতি

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : পুলিশের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট কলকাতা হাইকোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ। বুধবার গল্ফগ্রিন থানার একটি মামলায় তদন্তে গাফিলতির অভিযোগে বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ তদন্তকারী আধিকারিককে আদালতে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। ওই আধিকারিকের ভূমিকায় বিচারপতি ঘোষ মন্তব্য করেন, 'দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে না পারলে বদলি হয়ে বেঙ্গল পুলিশে চলে যান।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৬৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩০ মাঘ ১৪৩১

পদত্যাগের আড়ালে

২১ মাস ভ্রাতৃঘাতী হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকা মণিপুরকে আরও একবার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়ে হঠাৎ পদত্যাগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। এই পদত্যাগের নানাবিধ কারণ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। ইতিপূর্বে বারবার তাঁর পদত্যাগের দাবি উঠলেও তিনি কর্ণপাত করেননি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-রাও সেই দাবিতে খুব গা করেননি।

এর মধ্যে মণিপুরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বীরেন সিংয়ের পদত্যাগ স্বেচ্ছায় বলা যাবে না। মহাকুম্ভে পুণ্যস্নানের পর তাঁর আচমকা পদত্যাগের নেপথ্যে মণিপুরের হিংসা বন্ধ করতে না পারার আত্মগ্লানিই মূল কারণ- সেটাও বলা যাবে না। বরং এই পদত্যাগের নেপথ্যে মণিপুরে বিজেপি শাসিত সরকারের পিঠ বাঁচানোর প্রবল দায় স্পষ্ট।

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের চাপেই বীরেন পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ মেইতেই-কুকি সম্প্রদায়ের হিংসার মোকাবিলায় রাজ্যের প্রধান প্রশাসক হিসেবে প্রথম দিন থেকে ব্যর্থতার কারণে তাঁকে অনেক আগেই অপসারণের প্রয়োজন ছিল। এ ব্যাপারে বিরোধীদের দাবি উপেক্ষা করেছে কেন্দ্র এবং বীরেন সিং। পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে, তাতে মণিপুরে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

উত্তর-পূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র বুধবার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার আগে বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলেন। বীরেনের বদলে কাকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে আনা হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শেষপর্যন্ত নতুন কাউকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হলে এ যাত্রায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারির হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে মণিপুর। যদি তা না হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি শাসন অবধারিত।

১০ ফেব্রুয়ারি থেকে মণিপুর বিধানসভার অধিবেশন শুরুর কথা থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী পদে বীরেনের ইস্তফার কারণে রাজ্যপাল অজয়কুমার ভাল্লা ওই অধিবেশন বাতিল ঘোষণা করেছেন। মণিপুরের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস বিধানসভার এই অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার পরিকল্পনা করেছিল। মোদি-শা'র শিরদাঁড়ায় শীতল স্রোত বইয়ে মণিপুরে বিজেপিতে বীরেন সিংয়ের বিরুদ্ধ গোষ্ঠী ওই অনাস্থা প্রস্তাবে সায় দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

বিধানসভার সমীকরণ দ্রুত বদলাতে থাকায় বিজেপির পক্ষে মণিপুরে ক্ষমতা ধরে রাখা মুশকিল মনে হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে বীরেনের পদত্যাগ মণিপুরে ক্ষমতা ধরে রাখার প্রশ্নে গেরুয়া শিবিরকে খানিকটা স্বস্তি দিয়েছে। যদিও এত কাণ্ডের পরও মণিপুরে শান্তির হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। বরং মেইতেই বনাম কুকিদের জাতিগত হিংসা মণিপুরকে ভিতর থেকে বিভাজিত করে ফেলেছে।

মোদি-শা'র কাছে বীরেনের মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকেও মণিপুরে ক্ষমতা ধরে রাখা অধিক জরুরি। সেজন্য প্রয়োজনে হাজার বীরেনকে ছেঁটে ফেলতেও দ্বিধা হবে না তাঁদের। অশান্তির ২১ মাসের সময়কাল সামান্য না হলেও তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একবারের জন্যও মণিপুর নিয়ে কোনও শব্দ খরচ করেননি। তিনি রাশিয়া গিয়েছেন। ইউক্রেনে গিয়েছেন। দুই দেশের যুদ্ধে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। অন্য অনেক দেশে সফর করেছেন। একাধিক দেশের শীর্ষ নাগরিক সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু রাহুল গান্ধি সহ বিরোধী শিবিরের অনেক নেতার বারবার দাবি সত্ত্বেও মণিপুরে একবারের জন্য যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেননি।

বোর্ডের পাশাপাশি জীবনের পরীক্ষায় সফল হতে পরীক্ষা পে চর্চায় পড়ুয়াদের যিনি ভোকাল টনিক দিতে পারেন, হিংসাপীড়িত মণিপুরকে শান্ত এবং স্বাভাবিক করতে তাঁর মন কি বাতে কিছু বলার সময় হয় না। দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে চিরদিনের মতো যে বিভেদের বীজ বপন হয়ে গিয়েছে, তার থেকে মুক্তির দিশা এখনও পর্যন্ত দেখাতে পারেননি মোদি-শা। আগামীদিনেও তাঁরা এই কাজটি করবেন কি না অনিশ্চিত।

বীরেন সিংয়ের পদত্যাগের নাটকে নয়াদিল্লির বিজেপি নেতারা পুলকিত হলেও মণিপুরবাসীর জীবনে পরিবর্তনের কোনও আশু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

অমৃতধারা

আত্মমর্যাদাকে কখনও হারাইও না। ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতাই মহাশক্তি- এই মহামন্ত্র সতত স্মরণ করিয়া চলিও। আত্মপ্রতারণা করিয়া কখনও কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিও না। সংকল্প, সাধন বা প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যে কোনও দুঃখ-দৈন্য-দুর্বিপত্তিকে সানন্দে বরণ করিয়া লইতে হইবে। প্রকৃত মানুষ সেই আরব্ধ কর্ম সম্পাদনে জীবনকে উপেক্ষা করিয়া থাকে। মানুষের শক্তির বিকাশ প্রকাশ হয় কার্যের দায়িত্বের মধ্য দিয়া। কর্মও যেমন করিবে জপধ্যানও তেমনি করিবে। বিবেক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়া গেলে ধর্মভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইবে। তাহা না হইলে কর্মের ভিতর নানা প্রকার বিঘ্ন আসিয়া ধর্মজীবন নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম হয় ভগবচ্চিন্তা ও ভগবৎ ধ্যানে।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

মিথ্যের ইট গেঁথেই পতন ওয়ালের

দিল্লির যুদ্ধ আসলে ছিল দুই হিন্দুত্ববাদী দলের। 'আমি সাধু, বাকিরা চোর' বলা কেজরিওয়ালের ফেরা খুব কঠিন।

প্রসূন আচার্য

দুটো বিশ্বযুদ্ধ কেন হয়েছিল? সাম্রাজ্য বিস্তারে পুঁজির সংঘাতে বা দ্বন্দ্বে।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল কেন হারলেন? সহজ উত্তর হচ্ছে ক্ষমতা দখলের জন্য দুই হিন্দুত্ববাদী দলের মধ্যে সংঘাতে।

সেক্ষেত্রে ঠিক ভুল যাই হোক, একটি রাজনৈতিক দল জিতল। যারা আজ প্রধান হিন্দুত্ববাদী দল হিসেবে গোটা বিশ্বে পরিচিত। এবং মনে রাখতে হবে, ২৭ বছর পরে! অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদির দিল্লি দখলের প্রায় ১১ বছর পরে। যা গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ লক্ষণ।

আর ক্রমাগত মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে, মানুষকে প্রভাবিত করে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগের পাহাড় সাজিয়ে, তার ওপরে রাজার মতো বসে থেকে, কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বিদেশের টাকায় একটা এনজিও থেকে দল হয়ে ওঠা অরাজনৈতিক নেতার একদিন যা হওয়ার ছিল, তাই হয়েছে। কেজরিওয়াল হেরেছেন। এবং এই সংকট থেকে তাঁর পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো মুশকিল।

গত কয়েকদিনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া জোটের অনেক নেতাই আঙুল তুলে বলেছেন, কংগ্রেস আসলে ভোট কেটে হারিয়ে দিল! জোট হলে হারত না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে আরম্ভ করে উদ্ধব শিবসেনার নেতা সঞ্জয় রাউথ, অনেকেই এই কথা বলেছেন। একদা বিজেপির সঙ্গে সুখে ঘর করা আদতে জাতীয় কংগ্রেস বিরোধী এই দুই আঞ্চলিক দলের নেতারাও খুব ভালো করে জানেন, রাজনীতিতে দুয়ে দুয়ে চার হয় না। পাঁচও হয় বা ছয় হয়। তাই, আম আদমি পার্টি সাড়ে ৪৩ শতাংশের কিছু বেশি ভোট পেয়েছে, আর কংগ্রেস ৬ শতাংশের কিছু বেশি- এই দুটো যোগ করলে বিজেপির সাড়ে ৪৫ থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে মানেই বিজেপির হেরে যেত- বিষয়টা এমন সহজ নয়।

পরিসংখ্যান বলছে, কংগ্রেস আর আপ দুই দলের ভোটের যোগফল করলে, ১৪ আসনে বিজেপির থেকে বেশি। তার মানে যদি ধরে নেওয়া হয়, জোট হলে এই ১৪ আসন বিজেপি হারত, তার থেকে মূর্খামি কিছু হয় না। কারণ, জোট হলে মানুষ একভাবে ভোট দেয়। না হলে অন্যভাবে।

আচ্ছা, এই আপ-দরদিরা কিন্তু একবারও বলছেন না, আজ থেকে প্রায় ৬ মাস আগে দলের সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল ঘোষণা করে দেন, দিল্লির ভোট আপ একাই লড়বে। এর পরে ধাপে ধাপে সবার আগে প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা করতে থাকেন কেজরি। তাঁর এবারের পরামর্শদাতা টিম কিন্তু আইপ্যাক। অর্থাৎ অনেক আঁটঘাঁট বেঁধেই কেজরি নেমেছিলেন।

২০২০ সালের বিধানসভা ভোটে বিজেপি পেয়েছিল ৩৮ শতাংশ ভোট। কিন্তু আসন মাত্র ৮টি! কংগ্রেস ৪ শতাংশ ভোট পেলেও কোনও আসন জেতেনি। আর আপ সাড়ে ৫৩ শতাংশ ভোট পেয়ে ৬২টি আসন জিতেছিল। অর্থাৎ সোজা হিসেবে দুটি বিধানসভার ৫ বছরের হিসেবে ভোটে আপের ভোট কমেছে ১০ শতাংশ। আর বিজেপির ভোট বেড়েছে প্রায় সাড়ে ৭ শতাংশ। কংগ্রেস বেড়েছে ২ শতাংশ। অর্থাৎ সোজা হিসেবে দিল্লিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আপের গ্রহণযোগ্যতা কমেছে ভীষণভাবে।

লোকসভায় যেহেতু আপ এবং কংগ্রেস জোট হয়েছিল, আর বিজেপি বিপুল ভোটে সবক'টি লোকসভা জিতেছিল, তাই এই হিসেব ধরা হচ্ছে না।

এখন প্রশ্ন হল, কেন কেজরির জনপ্রিয়তা কমল?

কলকাতায় কয়েক মাস আগে আপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত ভূষণ এসেছিলেন। পরবর্তীকালে একনায়ক অরবিন্দ তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করে দেন। একান্ত আলাপচারিতায় প্রশান্তকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অরবিন্দ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী? বলেছিলেন, 'এত বড় ধুরন্ধর, মিষ্টি মিষ্টি করে মিথ্যা কথা বলে মানুষের মন জয় করার মতো শিক্ষিত রাজনীতিক আমি জীবনে দেখিনি। ওর পুরোটাই মুখোশ। মাঝে মাঝে বসে ভাবি, মানুষ চিনতে এত বড় ভুল কী করে করেছিলাম!' শুধু প্রশান্ত ভূষণ নন, যোগেন্দ্র যাদব, সাংবাদিক আশুতোষ থেকে সকলেই এই ভুল করেছিলেন।

প্রশান্ত ভূষণকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অরবিন্দ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী? বলেছিলেন, 'এত বড় ধুরন্ধর, মিষ্টি মিষ্টি করে মিথ্যা কথা বলে মানুষের মন জয় করার মতো শিক্ষিত রাজনীতিক আমি জীবনে দেখিনি। ওর পুরোটাই মুখোশ। মাঝে মাঝে বসে ভাবি, মানুষ চিনতে এত বড় ভুল কী করে করেছিলাম!' শুধু প্রশান্ত নন, যোগেন্দ্র যাদব, সাংবাদিক আশুতোষ থেকে সকলেই এই ভুল করেছিলেন।

এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় অরবিন্দর পুরোনো কথার কিছু ক্লিপিংস ঘুরছে। যে কেউ চাইলেই দেখতে পাবেন। বিদেশের টাকায় কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করতে 'ইন্ডিয়া এগেনস্ট করাপশন' মুভমেন্টের সময় কীভাবে তিনি, আন্না হাজারে, কিরণ বেদি সবাই মিলে বৈঠক করেছেন, সেই ছবিও ঘুরছে।

কীভাবে মঞ্চ থেকে অরবিন্দ একের পর এক মিথ্যে কথা বলেছেন। সব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই নিয়ে বই আছে। ক্যারাভান ম্যাগাজিনে বিস্তারিত রিপোর্ট আছে।

'নিজে সাধু আর অন্যরা চোর' এই ক্যাচলাইন সঙ্গে নিয়ে গদিতে বসেছিলেন কেজরি। তবে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর আসল চেহারা বেরিয়ে পড়তে শুরু করে। দ্বিতীয় দফার সরকার গড়ার পরে আরও স্পষ্ট হয় ব্যাপারটা।

পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে দিল্লির দাঙ্গায় কেজরির ভূমিকা। সব থেকে মানুষ মারা যায়, আহত হয়, বাড়ি পোড়ে মুসলিম মহল্লায়। কিন্তু অরবিন্দ ছিলেন নিশ্চেষ্ট। এর পরে ২০০০ সালের ভোট জিতেই সোজা চলে যান হনুমান মন্দিরে পুজো দিতে। মনে রাখবেন, আপ কিন্তু কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির বিরোধিতা করেনি। এমনকি এনআরসি এবং সিএএ-রও বিরোধিতাও করেনি। অর্থাৎ এইবার ভোটের আগে মোদির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে শুধু মোদির গুরু আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতকে চিঠি লেখাই নয়, প্রতিটা পদক্ষেপে একজন আদ্যন্ত হিন্দুত্ববাদী নেতার যা যা করা উচিত, গত ১০ বছরে অরবিন্দ তাই তাই করেছেন। এমনকি মোদি যেমন নিজেকে 'নন বায়োলজিক্যাল' বলে দাবি করেন, গুজরাটের ভোটে তাঁকে পিছনে সরিয়ে দিয়ে অরবিন্দ বলেছিলেন, 'সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভগবান আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আমি ঈশ্বরের অংশ!'

অথচ পরবর্তীতে আমরা দেখেছি, একের পর এক আপের মন্ত্রী দুর্নীতির দায়ে জেলে গিয়েছেন। এমনকি অরবিন্দ পর্যন্ত। উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া জেলে ছিলেন। অর্থাৎ প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, 'সবাই চোর আর আমি সাধু' এই ক্যাচ লাইন কত মিথ্যে ছিল।

বাকি রইল দিল্লির বায়ু দূষণ আর যমুনা নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণ, যমুনা সাফাই। দুটো কাজেই কেজরি চরম ব্যর্থ। যেটুকু সরকারি কর্মীদের ভোট সঙ্গে ছিল, সেটাও বাজেটে ১২ লক্ষ টাকা অবধি কর ছাড় দিয়ে মোদি তুলে নিয়েছেন। সব থেকে বড় কথা, মূলত বিহার সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলে কেজরির ভোট এবং আসন দুই ভীষণভাবে কমেছে। এখানে গরিব এবং মূলত সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ বাস করেন। তাঁদের মধ্যেও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে অরবিন্দ সম্পর্কে।

ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। এনজিও করা কেজরির ডিক্টেটরশিপে চলা পার্টি হেরেছে। আগামীদিনে কিন্তু কেজরির এই দলের অবস্থা আরও সঙ্গিন হবে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৭৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সরোজিনী নাইডু।

১৯৬৪

শিল্পী অসিতকুমার হালদার আজকের দিনে প্রয়াত হন।

আলোচিত

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ৯৪টি স্কিম আছে আমাদের। আমরা কথা দিলে কথা রাখি। আমাদের থেকে টুকলি করে অনেক রাজ্য লক্ষ্মীর ভান্ডার চালু করেছে। ক্ষমতায় আসার পর আমরা ইলিশ মাছের রিসার্চ সেন্টার তৈরি করেছি। আর ওপারের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

জবলপুরের একটি মেডিকেল কলেজে জাতীয় চিকিৎসা সম্মেলন হচ্ছিল। খাবার তৈরির জায়গায় বাথরুমের কমোডের পাশের কল থেকে জল আনার ভিডিও ভাইরাল। বিতর্ক শুরু হলে স্বাস্থ্য বিভাগ তদন্তে নামে। কর্তৃপক্ষের দাবি, এই জল বাসন ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

ভাইরাল/২

জে কে রাউলিং-সৃষ্ট হ্যারি পটারের বিপরীতে থাকা কাল্পনিক চরিত্র লর্ড ভলডেমর্টের মতো সেজে একজন ব্যক্তি রাজস্থানী গান 'রঙ্গিলো মারো ঢোলনা'র তালে ঘুরে ঘুরে নাচছে। ভিডিও ভাইরাল। নেটমহলে হাসির ঝড়।

জনমন
জনমত

এখন সন্ধে হলেই যত সমস্যা

৭ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'পুলিশের ভূমিকায় কাউন্সিলার' শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। ছোটবেলায় নেশা বলতে বুঝতাম বা দেখতাম বিড়ি খাওয়া। তরুণরা লুকিয়ে বিড়ি টানত আর বয়স্কদের দেখলে হাত পেছনে নিয়ে চুপ করে ফেলে দিত। আর বয়স্করা মনের সুখে দাওয়ায় বসে অথবা চায়ের দোকানে এক কাপ চা খেয়ে বিড়ি ধরিয়ে, ধোঁয়া উড়িয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে নিজস্ব অভিমত রাখতেন, অপরেরটা শুনতেন। শুনতে শুনতে বিড়ি শেষ হয়ে গেলে আরেকটা বের করে ঝাড়ফুঁক করে আরেকজনের জ্বলন্ত বিড়ি চেয়ে নিয়ে, দারুণ স্টাইলে সেখান থেকে আগুন ধার নিয়ে, নিজের বিড়িতে আগুন জ্বালিয়ে নিতেন।

আজ সেই চেনা ছবি হারিয়ে গিয়েছে। এখন ছোট-বড় বেশিরভাগই নেশায় আসক্ত। এ নেশা ধূমপানের নয়, তরলের। আজকাল সন্ধ্যা হলেই সমস্যা, দিনভর দেখা মানুষকে সন্ধ্যায় চেনা দায়! নেশা কোথায় হয় না? বিয়েবাড়ি, পিকনিক, পুজো, এমনকি দেহ সৎকার করতে গিয়েও সর্বত্রই এখন বসছে নেশার আসর। রোধ করবেন কে? দোষ কার? এই সব ভাবতে গিয়ে বা ভাবতে থাকলে ধীরে ধীরে সমাজ একদিন তলিয়ে যাবে।

যাইহোক, দুজন কাউন্সিলার যে এই ভয়াবহ আসর রুখতে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের কুর্নিশ জানাই। এভাবে যদি প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয় তাহলে হয়তো কিছুটা হলেও সুফল পাওয়া যাবে। সবাই এগিয়ে আসুন। সবাই মিলে নবপ্রজন্মের জন্য নেশামুক্ত সমাজ গড়তে চেষ্টা করি।

আরতি ধর, শোভাগঞ্জ, আলিপুরদুয়ার।

কুশমণ্ডিতে জলনিকাশির ব্যবস্থা নেই

জলনিকাশির সুষ্ঠু সুন্দর উপযোগী পরিকল্পনা আজও কুশমণ্ডির কোনও কর্তৃপক্ষই করে উঠতে পারল না। যা আছে তার কোনও বাস্তবতা নেই। বর্ষায় কুশমণ্ডির অনেক জায়গায় জল জমে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এনিয়ে অনেকেই উদাসীন। চৌরাস্তার পশ্চিম দিকে বর্ষার জল নেমে যাওয়ার একটা জায়গা যা নাহাল নামে পরিচিত সেখানে যত্রতত্র নির্মাণকাজ করার ফলে আগের মতো জল বইবার অবস্থা নেই। ফলে জল দাঁড়িয়ে সকলের ভোগান্তির একশেষ।

এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জলনিকাশির উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলার আর্জি জানাই।

দেবাশিস গোপ
কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

উত্তুরে ভ্যালেন্টাইন হাওয়ায় কিছু প্রশ্ন

প্রেম দিবস নিয়ে জেলাতেও প্রচুর চর্চা। নয়া প্রজন্মের সম্পর্কে যত্নের শিহরন নেই বলেই কি এত সম্পর্ক ভাঙার গল্প?

মাধবী দাস

নয়ের দশকের বাংলা ব্যান্ড পরশপাথরের সেই নাড়িয়ে দেওয়া গান – 'ভালোবাসা মানে আর্চিস গ্যালারি... ভালোবাসা মানে চৌরাসিয়ার বাঁশি' গুনগুন করতে করতে ফ্ল্যাশব্যাকে গেলে মনে পড়ে যায়, কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজারের সেই আর্চিসের দোকানটিতে উপচে পড়া ভিড়। এখন সেটা জাং-জুয়েলারির দোকান। ডিজিটাল কার্ড এসে গ্রিটিংস কার্ডকে ইতিহাসের পাতায় পৌঁছে দিয়েছে।

তখন ভ্যালেন্টাইন্স ডে বা সপ্তাহ নিয়ে এত মাতামাতি ছিল না। বিশ্বায়নের বাজার, ব্যবসা ধরে রাখতে টেডি-চকোলেটকে আবেগের মধ্যমণি করে দিতে পারলেও কার্ডশিল্প আজ লুপ্তপ্রায়। বিক্রিবাটা তেমন না থাকলেও কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের কিছু দোকানে এখনও গ্রিটিংস কার্ড পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি সেই আবেগকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি। তবে ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র আবেগ উপচে পড়ছে সব জেলাতেই। শুধু শহর নয়, গ্রামেও। তারপর একটা কথা থেকে যায়।

কয়েক বছর আগেও ডিসেম্বর মাস এলে বড়দিন আর ফার্স্ট জানুয়ারি উদযাপনের মাধ্যম ছিল গ্রিটিংস কার্ড। কাছের বন্ধু, দূরের বন্ধু, প্রিয় শিক্ষকদের নামে কার্ড কেনার ফাঁকে লুকিয়ে চুরিয়ে কেনা হত মনের মানুষের জন্য। তাছাড়াও জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী ভ্যালেন্টাইন্স ডে সুন্দর হয়ে উঠত বিভিন্ন উপহারের পাশে অতর্কিতে একটি গ্রিটিংস কার্ড পেয়ে। সেইসব কার্ডে থাকত লাভ সাইন, আবেগঘন কিছু ছবি, এক গোছা গোলাপ আর হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া বিষয়ভিত্তিক কোটেশন। মনের কথার প্রতিনিধিত্ব করত সেইসব উদ্ধৃতি।

বাহারি কার্ডের বেশ কয়েকটা ফোল্ড থাকত। মধুর শিল্পনৈপুণ্য আকৃষ্ট করত সংবেদনশীল মনকে। আবার কিছু ব্যয়সাপেক্ষ মিউজিক্যাল কার্ড খুললেই সুরেলা কণ্ঠে বেজে উঠত 'হ্যাপি নিউ ইয়ার', কিংবা 'আই লাভ ইউ'। কেউ কেউ আবার আবেগ জড়িয়ে স্কেচপেন-কাঁচি-আর্টপেপার নিয়ে নিজে হাতে বানিয়ে, ছন্দোবদ্ধ কিছু আবেগ উপহার দিত। বইখাতা আদানপ্রদানের মাধ্যমে চালান হয়ে যেত বিধিনিষেধের দলিলসম গ্রিটিংস কার্ড।

দেওয়া-নেওয়ার পর্ব শেষ হয়ে গেলে, প্রাপক ও প্রেরকের নাম কেটে অভিভাবকদের চোখের আড়ালে ইতিউতি সংরক্ষণ নিয়ে চলত কর্মযজ্ঞ। ধরা পড়লে ঘাম ছুটত জবাবদিহি করতে। কিছুদিন চলত কোনটা বেশি দামি, কোনটা বেশি অভিনব- এইসব কাসুন্দিচর্চা। এই ছোট ছোট অপরাধের মধ্যে যে অনুভূতির লালন ছিল, তা হয়তো নেই। অনেকেই বলে থাকেন, বর্তমান প্রজন্মের খুল্লম খুল্লা সম্পর্কে যত্নের সেই শিহরন নেই বলেই এত সম্পর্ক ভাঙার গল্প- শুধু আসা যাওয়া, শুধু স্রোতে ভাসা!

নবীন প্রজন্মের কয়েকজনের সঙ্গে গ্রিটিংস কার্ডের প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল। অনেকে সাফ জানিয়ে দিল, 'সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কয়েকটা বোতাম টিপে যা বলা যায়, তা বলতে এত ঝক্কি পোহানোর কোনও মানেই হয় না।'

এভাবে আবেগও যেন বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে ডিজিটাল কার্ডের কাছে। ডিজিটাল কার্ড আসার পর আর নববর্ষ, জন্মদিন বা বছরের বিশেষ দিনগুলো নয়, সকাল-বিকাল-দুপুর, সপ্তাহের প্রতিটা বার গ্রিটিংস কার্ডের ছবি এসে মোবাইলের মেমরির মতো আমাদের অনুভূতির মেমরিরও বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে। স্মৃতি আকড়ে বেঁচে থাকা কিছু মানুষ এখনও হয়তো অনলাইন থেকে অর্ডার করে গ্রিটিংস কার্ড এনে প্রিয়জনকে স্মৃতি উসকে দিতে চান আজও, তবু একথা বলাই যায় ভালোবাসা মানে এখন আর আর্চিস গ্যালারি নয়!

(লেখক কোচবিহারের বাসিন্দা। শিক্ষক-সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৬৪

পাশাপাশি : ১। তাঁত বোনার পেশা, ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান ৩। অপেক্ষাকৃত কোনও ছোট এলাকা সংক্রান্ত ৪। ডেউয়া গাছের ফল ৫। চোখ বেঁধে ছোটদের খেলা ৭। যা পড়ে লোকে শিক্ষিত হয় ১০। যে কন্দ খেলে গলা ধরে ১২। হামেশা, হামেহাল ১৪। পাখির বাসা ১৫। পরের ধন হরণকারী ১৬। দেখভাল বা কুদৃষ্টি।

উপর-নীচ : ১। রাজা বা জমিদারকে যে অকারণে প্রশংসা করে ২। হুঁকোর সঙ্গে সম্পর্ক আছে ৩। শেরওয়ানি জাতীয় লম্বা জামা ৬। এক ধরনের বহুমূল্য রত্ন ৮। শেন ও কিছু করার ব্যাপারে যার সম্মতি আছে ৯। যেখানে গোরুর গোবর দিয়ে সার তৈরি করা হয় ১১। ভেঙে টুকরো টুকরো ১৩। সূর্যের পরিক্রমার পথ।

সমাধান ■ ৪০৬৩

পাশাপাশি : ২। হুকুমত ৫। হুবহু ৬। বকধার্মিক ৮। গড় ৯। চিক ১১। জিয়নকাঠি ১৩। শার্দূল ১৪। জলপান

উপর-নীচ : ১। বহুরূপী ২। হুহু ৩। মধুক ৪। সায়ক ৬। বড় ৭। ধারক ৮। গর্দান ৯। চিঠি ১০। অমূলক ১১। জিঞ্জির ১২। কাহিল ১৩। শান।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ফ্রান্সে সাভারকার স্মরণ মোদির

মার্সেই, ১২ ফেব্রুয়ারি : আমেরিকা যাওয়ার আগে ৩ দিনের ফ্রান্স সফরে গিয়ে বুধবার মার্সেইয়ের মাটিতে পা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত শহরে বিনায়ক দামোদর সাভারকারের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাভারকারের ভূমিকা নিয়ে এদিন এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মার্সেইয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ফ্রান্সের এই শহর থেকেই বীর সাভারকার দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই চালিয়েছিলেন। সেইসময় সাভারকারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমি মার্সেই শহর তথা ফরাসিদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বীর সাভারকারের সাহস বহু প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে।'

সাভারকারের ফ্রান্সে পদার্পণকে কোনও কোনও ঐতিহাসিক 'দ্য গ্রেট এস্কেপ' বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯১০-এ লন্ডনে নাসিক ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন সাভারকার। তাঁকে এইচএমএস মোরিয়া নামে একটি ব্রিটিশ জাহাজে করে ভারতে পাঠানো হয়েছিল। নিরাপত্তারক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে জাহাজ থেকে পালিয়ে যান সাভারকার। আশ্রয় নেন ফ্রান্সের মার্সেইয়ে। ফরাসি কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর প্রত্যর্পণ দাবি করে ব্রিটিশ সরকার। প্রাথমিকভাবে সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছিল ফ্রান্স। যার জেরে দুই দেশের মধ্যে ব্যাপক কূটনৈতিক টানাপোড়েন চলে। অবশেষে ব্রিটেনের প্রবল চাপে ফ্রান্স সাভারকারকে হস্তান্তরে রাজি হয়।

এদিন সেই সাভারকারকে মোদি স্মরণ করায় দৃশ্যতই খুশি শিবসেনা-ইউবিটি। উদ্ধব ঠাকরের দলের সাংসদ সঞ্জয় রাউত সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'বীর সাভারকারের ভূমিকাকে প্রশ্নের মুখে ফেলা অনুচিত। প্রধানমন্ত্রী মার্সেই গিয়ে ঠিক করেছেন। তাঁর উদ্যোগের প্রশংসা করা উচিত। আমাদের কাছে এটা গর্বের ব্যাপার।' রাউত আরও লিখেছেন, 'সাভারকারের আদর্শ নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু তিনি যে একজন উঁচু দরের স্বাধীনতা সংগ্রামী, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।'

ভারতে হিন্দুত্ববাদী আদর্শের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন সাভারকার। রত্নগিরি জেলে থাকাকালীন হিন্দুত্ব নামে যে বইটি তিনি লিখেছিলেন, তা আরএসএস-বিজেপির আদর্শগত ভিত্তি বলে গণ্য হয়। বিপরীতে সাভারকারের হিন্দুত্ববাদের কড়া সমালোচনা করেছেন রাহুল গান্ধি সহ কংগ্রেসের বহু নেতা। এই পরিস্থিতিতে মোদির মার্সেই সফর যে ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করল, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

জেডি ভান্সের সঙ্গে কথা নমোর

প্যারিস, ১২ ফেব্রুয়ারি : প্রতিরক্ষা-সংস্কৃতি থেকে তথ্যপ্রযুক্তি, ভারত-ফ্রান্স দ্বিপাক্ষিক আদানপ্রদানের ইতিহাস বহু দশকের পুরোনো। সেই সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চলতি ফ্রান্স সফর। ৩ দিনের সফরে বীর সাভারকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফ্রান্সের মার্সেই শহরে নতুন ভারতীয় কনস্যুলেটের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে মোদিকে ঘিরে প্রবাসী ভারতীয়দের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

মোদির কনভয় মার্সেইয়ের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দু-পাশে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু মানুষ। তাঁদের উদ্দেশে হাত নাড়তে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে। বুধবার তিনি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর সঙ্গে সহ সভাপতি হিসাবে অংশ নেন আন্তর্জাতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সম্মেলনে।

এই সম্মেলনে আমেরিকার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। তবে এআই প্রযুক্তি বিকাশের সমান্তরালে প্রধানমন্ত্রীর ফ্রান্স সফরে পারমাণবিক শক্তির বিকাশ এবং স্টার্টআপ বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে।

কূটনৈতিক সূত্রে খবর, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেও পারমাণবিক জ্বালানি এবং স্টার্টআপ নিয়ে আলোচনা করেছেন মোদি। সূত্রের খবর, এআই সম্মেলনের ফাঁকে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্সের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি। সেখানে পরমাণু শক্তি ও ভারত-মার্কিন সাবমেরিন-বিধ্বংসী বিমান চুক্তি নিয়ে আলোচনা ফের শুরু করার ব্যাপারে দু-পক্ষ একমত হয়েছে।

হোয়াইট হাউস থেকে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেছেন। দুই নেতা এবং মার্কিন সেকেন্ড লেডি ঊষা ভান্স একসঙ্গে কফি উপভোগ করেছেন।

পারস্পরিক স্বার্থের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে মার্কিন পারমাণবিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে ভারতকে তার শক্তি উৎসে বৈচিত্র্য আনতে সহায়তা করা।'

ফ্রান্স সফরে দৃশ্যত সন্তুষ্ট প্রধানমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমি ও প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ সিএমএ-সিজিএম-এর কন্ট্রোল রুম পরিদর্শন করেছি, যা শিপিং এবং লজিস্টিক্সে শীর্ষস্থানীয়। ভারত তার সামুদ্রিক ও বাণিজ্য নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করছে। আমাদের দেশ শিল্পপতিদের সঙ্গে সহযোগিতা, সরবরাহ শৃঙ্খল এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।' তিনি আরও লেখেন, 'ভারত-ফ্রান্স সরবরাহ, স্থায়িত্ব এবং বিশ্ব বাণিজ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে, যা আমাদের একটি উন্নত সামুদ্রিক ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও শক্তিশালী করে।'

ভারতীয় তরুণ-তরুণীদের অটোগ্রাফ দিতে ব্যস্ত নরেন্দ্র মোদি। পাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁ। মার্সেই শহরে।

যৌনাঙ্গে ডাম্বেল ঝুলিয়ে র‌্যাগিং ধৃত ৫

তিরুবনন্তপুরম, ১২ ফেব্রুয়ারি : মেডিকেল কলেজ, না গুয়ানতানামো বে বন্দিশিবির! একটি সরকারি নার্সিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‌্যাগিংয়ের ধরন দেখলে শিউরে উঠতে হয়।

নবাগত পড়ুয়াদের পোশাক খুলিয়ে চলত মারধর। যৌনাঙ্গে ডাম্বেল বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। এখানেই শেষ নয়, জ্যামিতি বাক্স থেকে কম্পাস নিয়ে গেঁথে দেওয়া হত শরীরে। মারধর করে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হত দিনের পর দিন। এভাবেই র‌্যাগিংয়ের শিকার হতেন কলেজের প্রথম বর্ষের পড়ুয়ারা। শেষমেশ থাকতে না পেরে মুখ খোলেন নির্যাতিত তিনজন। তারপরই গ্রেপ্তার করা হয় তৃতীয় বর্ষের পাঁচ পড়ুয়াকে।

ঘটনাটি কেরলের কোট্টায়ামের একটি সরকারি নার্সিং কলেজের। সেখানে বেশ কয়েকজন পড়ুয়াকে টানা তিন মাস নির্মম অত্যাচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ। গত বছরের নভেম্বর মাস থেকেই র‌্যাগিং শুরু হয়েছিল। প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের শরীরের নানা জায়গায় ধারালো জিনিস ফুটিয়ে দেওয়া, বেধড়ক মারধর, এমনকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নগ্ন করে দাঁড় করিয়ে রাখা সহ নানা ধরনের বিকৃত যৌন হেনস্তা করা হত। এরপর ক্ষতস্থানে লোশন লাগিয়ে সেই লোশন মুখে মাখিয়ে দেওয়া হত, যাতে সারা গা জ্বলে যেত। বাধা দিতে গেলে সেই লোশন পড়ুয়াদের মুখেও ঢেলে দেওয়া হত।

র‌্যাগিংয়ের ভিডিও রেকর্ড করে পড়ুয়াদের ব্ল্যাকমেল করত অভিযুক্তরা। তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুললে ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেওয়ার হুমকি দিত সিনিয়ার পড়ুয়ারা। তিন মাস মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করলেও শেষে আর থাকতে না পেরে প্রথম বর্ষের নির্যাতিত এক পড়ুয়া প্রথমে বাড়িতে সব জানান। এরপর আরও দুই নির্যাতিত পড়ুয়াকে নিয়ে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

অভিযোগ পাওয়ার পরই র‌্যাগিং প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়ের করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় তৃতীয় বর্ষের পাঁচ অভিযুক্ত পড়ুয়াকে। অভিযোগ, সিনিয়ররা জুনিয়রদের থেকে টাকাও তুলত মদ কেনার জন্য। যারা টাকা দিতে অস্বীকার করত, তাদের মারধর করা হত।

গ্রেপ্তারের পর অভিযুক্ত পড়ুয়াদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। বুধবার তাদের আদালতে তোলা হলে প্রত্যেকের পুলিশি হেপাজত হয়।

অভিযুক্ত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

প্রয়াত রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত

লখনউ, ১২ ফেব্রুয়ারি : চলে গেলেন অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আচার্য সত্যেন্দ্র দাস। বুধবার লখনউয়ের সঞ্জয় গান্ধি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইন্সটিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। ৩ ফেব্রুয়ারি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার আগে ব্রেন স্ট্রোক হয়েছিল। ২০ বছর বয়স থেকেই রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের কাজ করে আসছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আচার্যের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'মহন্ত সত্যেন্দ্র দাসজির মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। ভগবান শ্রীরামের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁর অমূল্য অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে। আমি তাঁর পরিবার ও অনুসারীদের শক্তি দিতে সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করছি। ওম শান্তি।' শোকপ্রকাশ করেন অমিত শা, যোগী আদিত্যনাথ।

সদ্যোজাতর মাথা খুবলে খেল কুকুর

লখনউ, ১২ ফেব্রুয়ারি : শিউরে ওঠার মতো ঘটনা উত্তরপ্রদেশের ললিতপুরে। এক মৃত সদ্যোজাতের মাথা খুবলে খেল কুকুরের দল। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে ললিতপুর মেডিকেল কলেজ চত্বরে। দায় এড়িয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আঙুল তুলেছেন পরিবারের দিকে।

জানা গিয়েছে, রবিবার মেডিকেল কলেজের মহিলা বিভাগে জন্ম হয় শিশুটির। অবস্থা ভালো না থাকায় তাকে স্পেশাল কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়। হাসপাতালের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মীনাক্ষী সিং জানান, শিশুটির কিছু জন্মগত ত্রুটি ছিল। মস্তিষ্ক পুরোপুরি বিকশিত হয়নি, মেরুদণ্ডও তৈরি হয়নি। বিকালেই মৃত্যু হয় তার। সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হয়।

সদ্যোজাতের মাথা কুকুরে খুবলে খাওয়ার খবর সামনে আসতেই সরকারি হাসপাতাল চত্বরে এই ঘটনায় প্রশ্নের মুখে কর্তৃপক্ষের ভূমিকা। স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, প্লাস্টিকের ব্যাগে করে শিশুটির দেহ পরিবারই সেখানে ফেলেছিল। দেহে থাকা হাসপাতালের ট্যাগ দেখেই শিশুটিকে শনাক্ত করা হয়। ঘটনার তদন্তে চার সদস্যের একটি মেডিকেল টিম গঠন করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

আলোকিত... মাঘীপূর্ণিমায় প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে পুণ্যার্থীদের ভিড়।

মহাকুম্ভে স্নান দেড় কোটিরও বেশি ভক্তের

লখনউ, ১২ ফেব্রুয়ারি : বুধবার ভোরে প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে মাঘীপূর্ণিমার পুণ্য অর্জনে সঙ্গমে ডুব দিলেন এক কোটি ৬০ লক্ষেরও বেশি মানুষ। স্নানরত পুণ্যার্থীদের ওপর হেলিকপ্টার থেকে বর্ষিত হল ২০ কুইন্টাল গোলাপের পাপড়ি। এদিনের স্নানের মধ্যে দিয়ে মাসব্যাপী কল্পবাসের পরিসমাপ্তি ঘটল। একই সঙ্গে শুরু হল প্রায় ১০ লক্ষ কল্পবাসীর মহাকুম্ভ থেকে প্রস্থান। অনুমান করা হচ্ছে প্রায় আড়াই কোটি পুণ্যার্থী কুম্ভে ডুব দেবেন।

তেজস সরবরাহে সাফাই হ্যালের

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : সময়মতো তেজস যুদ্ধবিমান সরবরাহ করতে না পারার জন্য রাষ্ট্রীয় সংস্থা হ্যালের সমালোচনা করেন বায়ুসেনার প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল অমরপ্রীত সিং। বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতি যা, তাতে হ্যালের ওপর আর আস্থা রাখা যাচ্ছে না। হো যায়েগা বললে কিছু হয় না।'

২০২৩ সালের অক্টোবরে তেজসের মার্ক-১ ফাইটার জেটের দু'আসনবিশিষ্ট নয়া প্রশিক্ষণ সংস্করণটি আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয়েছিল বায়ুসেনার হাতে। প্রাথমিকভাবে বেঙ্গালুরুর সংস্থা হ্যালকে ৪০টি যুদ্ধবিমান এবং পরে ৮৩টি তেজস কেনার জন্য বরাত দেওয়া হয়। কিন্তু প্রথম বরাতের যুদ্ধবিমানের সবক'টি এখনও পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুর ইয়ালেহাঙ্কা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে তিনি হ্যাল সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন।

ঢিলেমির জন্য নয়, প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণেই ভারতীয় বায়ুসেনাকে সময়মতো তেজস যুদ্ধবিমান সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি বলে সাফাই দিল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 'হিন্দুস্থান এরোনটিক্স লিমিটেড' (হ্যাল)।

হ্যালের চেয়ারম্যান ডিকে সুনীল তেজসের সরবরাহে দেরি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, 'মানছি, বায়ুসেনা প্রধানের উদ্বেগ অযৌক্তিক নয়। তবে আমি বলতে চাই, তেজস সরবরাহে বিলম্বের কারণ আলসেমি নয়। আমাদের প্রযুক্তিগত কিছু সমস্যা ছিল, যা এখন সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।' চলতি বছরের শেষে তিনটি তেজস যুদ্ধবিমান সেনাবাহিনীকে দেওয়া হবে। আগামী তিন বছরের মধ্যে বরাত অনুযায়ী সব যুদ্ধবিমান সরবরাহ করে দেওয়া হবে বলেও জানান হ্যালের চেয়ারম্যান।

মোদির বিমানে হুমকি, ধৃত

মুম্বই, ১২ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তিনদিনের ফ্রান্স সফর সেরে এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন। তার আগে তাঁর বিমানে জঙ্গি হামলার হুমকি দেওয়া ফোন পেল মুম্বই পুলিশ। ফোনটি এসেছে পুলিশের কন্ট্রোল রুমে। ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তদন্তে নেমে পড়ে। এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতকে ফোনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সে মানসিকভাবে স্থিতিশীল নয়। ফোনটি এসেছিল মঙ্গলবার।

আদালতে আততায়ীর মুখোমুখি রুশদি

নিউ ইয়র্ক, ১২ ফেব্রুয়ারি : তিন বছর আগে মারাত্মক ছুরি হামলার পর ফের সেদিনের সেই আততায়ী হাদি মাতারের সঙ্গে প্রথমবার দেখা হল ভারতীয় বংশোদ্ভূত লেখক সলমন রুশদির।

২০২২ সালের অগাস্টে নিউ ইয়র্কের আর্টস ইনস্টিটিউটের মঞ্চে রুশদির ওপর হামলা হয়। হামলা চালান বছর ছাব্বিশের তরুণ হাদি মাতার। মঙ্গলবার (স্থানীয় সময়) নিউ ইয়র্কের এক আদালতে হত্যার চেষ্টায় অভিযুক্ত ওই তরুণের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেখানেই বিচারক ডেভিড ফোলের এজলাসে রুশদি মুখোমুখি হন হাদির।

এদিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রুশদি সাক্ষ্য দেন। তিনি বলেন, 'তাৎক্ষণিকভাবে মনে হয়েছিল আমি মারা যাচ্ছি। এটাই ছিল সেই সময় আমার মনোভাব।' ওই সময় হামলাকারীকে আটকানোর জন্য যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের জন্যই তিনি প্রাণে বেঁচে যান বলে জানিয়েছেন বুকারজয়ী লেখক।

ভারতীয় কাশ্মীরি মুসলিম পরিবারের সন্তান রুশদি সাক্ষী দিতে গিয়ে হামলাকারীর মুখোমুখি হলেও তাঁর নাম মুখে আনেননি। নিজের স্মৃতিকথা 'নাইফ' বইতেও তিনি 'দ্য এ' বলে উল্লেখ করেছেন হামলাকারীকে।

রুশদি আদালতে বলেন, প্রথমে কেউ তাঁকে ঘুসি মারছে মনে হলেও পরেই টের পান, রক্তে তাঁর পোশাক ভিজে যাচ্ছে। হামলাকারী ১০ ইঞ্চি লম্বা ছুরি দিয়ে বারবার আঘাত করেছিলেন তাঁকে। রুশদির ভাষায়, 'উনি আমাকে বারবার মারছিলেন। আঘাত করছিলেন এবং কোপাচ্ছিলেন।' আদালতে এদিন হাজির ছিলেন রুশদির স্ত্রী র‍্যাচেল এলিজা গ্রিফিথসও।

ইঙ্গিত আন্তর্জাতিক সমীক্ষায়

দুর্নীতিতে তলিয়ে ভারত ৯৬ নম্বরে

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিংবা শিল্পায়নের চেয়ে ভারতে ঢের বেশি কথা হয় দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়া নিয়ে। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দেশবাসীকে দুর্নীতিমুক্ত ভারতের স্বপ্ন দেখিয়ে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু কথার সঙ্গে বাস্তবের মিল কই? নেই। বরং যতদিন যাচ্ছে দুর্নীতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে ভারত। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় সেই ইঙ্গিতই মিলেছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন বলছে, গত এক বছরে দুর্নীতি সূচকের নিরিখে আরও তিন ধাপ নীচে নেমে গিয়েছে ভারত। বিশ্বের ১৮০টি দেশের মধ্যে তার ঠাঁই হয়েছে ৯৬ নম্বরে। গত বছর ছিল ৯৩ নম্বরে।

জার্মানির বার্লিনে অবস্থিত সমীক্ষক সংস্থার প্রকাশিত ২০২৪ সালের 'করাপশন পারসেপশনস ইনডেক্স (সিপিআই)' অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ডেনমার্ক। এরপরেই রয়েছে ফিনল্যান্ড, সিঙ্গাপুর এবং নিউজিল্যান্ড।

দুর্নীতি সূচক (সিপিআই) তালিকায় ১৮০টি দেশ ও অঞ্চলকে সরকারি খাতের দুর্নীতির ধারণা অনুযায়ী শূন্য থেকে ১০০ স্কেলে স্থান দেওয়া হয়, যেখানে '০' সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত এবং '১০০' সর্বাধিক স্বচ্ছ। ২০২৪ সালে ভারতের স্কোর ৩৮, যা ২০২৩ সালে ছিল ৩৯ এবং ২০২২ সালে ছিল ৪০।

ভারতের পড়শি দেশগুলির মধ্যে পাকিস্তান ১৩৫তম, শ্রীলঙ্কা ১২১তম এবং বাংলাদেশ ১৪৯তম স্থানে রয়েছে। চিনের অবস্থান তুলনামূলকভাবে ভালো, ৭৬তম।

সমীক্ষার প্রতিবেদন অনুযায়ী, তথাকথিত উন্নত দুনিয়ার অনেক দেশের দুর্নীতির সূচক গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৬৯ পয়েন্ট থেকে ৬৫-এ নেমে ২৪তম স্থান থেকে ২৮তম স্থানে চলে গিয়েছে। ফ্রান্সের অবস্থানও ২৫তম এবং জার্মানি ১৫তম স্থানে নেমে এসেছে। অন্যদিকে দক্ষিণ সুদান ৮ পয়েন্ট নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তকমা পেয়েছে। এর পরেই রয়েছে সোমালিয়া (৯ পয়েন্ট), ভেনেজুয়েলা (১০ পয়েন্ট) এবং সিরিয়া (১২ পয়েন্ট)।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুর্নীতির কারণে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার প্রচেষ্টা বিশ্বজুড়ে ব্যাহত হচ্ছে। দুর্নীতির জন্যই ক্ষতি হচ্ছে পরিবেশের। এছাড়া দুর্নীতি সর্বব্যাপী হয়ে ওঠায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিস্থিতি। দুর্নীতি আজ সমস্ত দেশে মানবিক উন্নয়নের মস্ত বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কমল মূল্যবৃদ্ধির হার

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : জানুয়ারিতে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার এক ধাক্কায় কমে হল ৪.৩১ শতাংশ। গত ডিসেম্বরে এই হার ছিল ৫.২২ শতাংশ। ২০২৪-এর জানুয়ারিতে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৫.১ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারিতে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হার কমে ৬.০২ শতাংশ হয়েছে। ডিসেম্বরে এই হার ছিল ৮.৩৯ শতাংশ এবং ২০২৪-এর জানুয়ারিতে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৩ শতাংশ। খাদ্যপণ্যের খুচরো মূল্য কমায় তা সার্বিক মূল্যবৃদ্ধির হার কমাতে বড় ভূমিকা নিয়েছে। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার লক্ষ্যমাত্রা হল মূল্যবৃদ্ধির হার ২-৬ শতাশের মধ্যে বেঁধে রাখা। সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে অনেকাংশেই সফল হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। গত

সপ্তাহেই রেপো রেট ০.২৫ শতাংশ কমিয়েছে আরবিআই। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে থাকলে আগামী দিনে রেপো রেট আরও কমানো হতে পারে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন বিশেজ্ঞরা।

মূল্যবৃদ্ধির হার কমলেও শিল্প বৃদ্ধির হার কমেছে। বুধবার কেন্দ্র জানিয়েছে, ডিসেম্বরে শিল্প বৃদ্ধির হার কমে ৩.২ শতাংশ হয়েছে। নভেম্বরে এই হার ছিল ৫.২ শতাংশ।

নতুন জীবনে পা রাখা হল না মুকেশ সিংয়ের

শ্রীনগর, ১২ ফেব্রুয়ারি : আর কয়েকটা দিন পরই সাতপাঁকে বাঁধা পড়তে চলেছিলেন সেনাবাহিনীর নায়েক শহিদ মুকেশ সিং মানহাস। কিন্তু তা আর হল না। মঙ্গলবার জঙ্গিদের পুঁতে রাখা শক্তিশালী আইডি বিস্ফোরণে শহিদ হন মুকেশ। সেই বিস্ফোরণে আরও একজন সেনা জওয়ান শহিদ হন। জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুর সেক্টরে টহল দেওয়ার সময় বিস্ফোরণের বলি হন তিনি। ২৯ বছরের মুকেশ সিং মানহাস বিয়ে উপলক্ষ্যে কিছুদিন আগে দু'সপ্তাহ-র ছুটিতে বাড়িতে এসেছিলেন। পরিজনেরা এখনও বিয়ের প্রস্তুতি সারতে ব্যস্ত। দুই দিদি বিবাহিত। ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে তাঁরাও মাতোয়ারা।

সাড়ে ন'বছর চাকরি করার পর বিয়ে করছেন মানহাস। সিয়াচেন, পঞ্জাব, কাশ্মীরের মতো জায়গায় সেনার কাজে দুর্দান্ত সফল। পরিজনদের পাশাপাশি গ্রামের মানুষও গর্বিত। শুধু গুলি চালনাতেই নয়, ক্রিকেটেও সমান দর মানহাস। গ্রামের ছেলেদের ক্রিকেট খেলার জন্য একটা পিচ তৈরির পরিকল্পনাও নিয়ে ফেলেছিলেন। স্বভাবতই বিয়ের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের পারদের মাত্রা বাড়ছিল গ্রামেও। বুধবার এক নিমেষে তা ঝিম মেরে গেল। মানহাসের কফিনবন্দি দেহ গ্রামে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চুপ হয়ে গেল সাম্বার ব্রি কামিলা গ্রাম।

এল অ্যান্ড টি কর্তা বিতর্কে

চেন্নাই, ১২ ফেব্রুয়ারি : ৯০ ঘণ্টা কাজের নিদান দিয়ে একবার বিতর্কে জড়িয়েছিলেন এল অ্যান্ড টি চেয়ারম্যান এসএন সুব্রহ্মণিয়াম। এবার বিভিন্ন সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের কারণে কর্মচারীরা নিজেদের এলাকার বাইরে কাজে যেতে চান না বলে নতুন বিতর্ক বাধিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার চেন্নাইয়ে একটি সভায় তিনি বলেন, 'শ্রমিকরা এখন সুযোগ পেলেও বাইরে যেতে চান না। হয়তো স্থানীয় অর্থনীতি ভালো হচ্ছে। সরকারি প্রকল্পগুলির কারণেই হয়তো এমনটা হচ্ছে।' পরিকাঠামো নির্মাণের কাজে শ্রমিকের অভাব নিয়ে এল অ্যান্ড টি-কর্তা বলেন, 'পরিযায়ীদের ক্ষেত্রে ভারত অদ্ভুতরকমের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। বহু মানুষ কাজের জন্য অন্যত্র যেতে রাজি হন না। গরিব কল্যাণ যোজনা, মনরেগা, জনধন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মতো সরকারি সুবিধা পাওয়ার কারণে কেউই নিজেদের কর্মস্থল ছেড়ে যেতে রাজি হন না।'

গাজা দখল করবে আমেরিকা, হুংকার ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১২ ফেব্রুয়ারি : ইজরায়েল নয়, আমেরিকাই গাজা দখল করবে। প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডে তৈরি হবে ঝাঁ চকচকে রিসর্ট এবং অফিস। মঙ্গলবার জর্ডনের রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লার সঙ্গে বৈঠকের পর হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই কথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'আমরা জায়গাটি (গাজা) দখল করতে চলেছি। আমরাই এটি নিয়ন্ত্রণ করব। যাতে শান্তি বজায় থাকে সেটা নিশ্চিত করা হবে। কেউ প্রশ্ন তুলবে না। আমরা খুব ভালোভাবে যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করব।'

দিনকয়েক আগে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক শেষে গাজার প্যালেস্তিনীয়দের প্রতিবেশী দেশ জর্ডন ও মিশরে স্থানান্তরের কথা বলেছিলেন ট্রাম্প। সেই প্রস্তাব পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছিল হামাস ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি। সেই সময় নিজের অবস্থান থেকে পিছু হটে ট্রাম্প জানান, যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজাকে নতুন করে গড়ে তুলতে সেখানকার বাসিন্দাদের অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরের প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার অবশ্য স্পষ্ট করেই নিজের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন ট্রাম্প।

আমেরিকা কি গাজা কিনে নেবে? এক প্রশ্নে মার্কিন প্রেসিডেন্টের উত্তর, 'গাজা আমাদের কিনতে হবে না... ওটা আমাদের কাছেই থাকবে। কেনার কোনও ব্যাপার নেই। এটি একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা। আমরা এর দখল নেব, আমরা ধরে রাখব, শেষপর্যন্ত এটিকে লালন-পালন করব। গাজায় মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের জন্য প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হবে। এটি মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের জন্য হতে চলেছে। আমি মনে করি এটি একটি হিরা হতে পারে।' গাজার প্যালেস্তিনীয়দের জন্য ভূমি বরাদ্দ করতে জর্ডন ও মিশর রাজি হবে বলেও আশাপ্রকাশ করেছেন ট্রাম্প।

ট্রাম্পের মতে, আমেরিকা দীর্ঘদিন ধরে জর্ডন ও মিশরকে প্রচুর আর্থিক সাহায্য করছে। ভবিষ্যতেও করবে। আমেরিকার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে তারা প্যালেস্তিনীয় অভিবাসীদের গ্রহণ করবে। ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা যখন আন্তর্জাতিক মহলে আলোড়ন ফেলেছে তখন হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাতিলের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইজরায়েল।

প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, শনিবারের মধ্যে হামাস জঙ্গিরা পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো ৩৩ জন ইজরায়েলি যুদ্ধবন্দিকে ছেড়ে না দিলে ফের অভিযানে নামবে তাঁর বাহিনী। এবারের গাজা অভিযান হামাসকে নিশ্চিহ্ন করা পর্যন্ত চলবে। অন্যদিকে, হামাসের অভিযোগ, যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্ত মানছে না ইজরায়েল। প্যালেস্তিনীয়দের উত্তর গাজায় ফিরতে বাধা দিচ্ছে ইজরায়েলি সেনা। এমনকি গাজা ভূখণ্ডে ত্রাণ পর্যন্ত ঢুকতে দিচ্ছে না তারা। ইজরায়েল যুদ্ধবিরতির যাবতীয় শর্ত পালন না করা পর্যন্ত সেদেশের নাগরিকদের মুক্তি দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে হামাস।

ফের রুদ্রমূর্তিতে

গাজা আমাদের কিনতে হবে না... ওটা আমাদের কাছেই থাকবে। এটি একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা। আমরা এর দখল নেব, আমরা ধরে রাখব, শেষপর্যন্ত এটিকে লালনপালন করব।

ডোনাল্ড ট্রাম্প

বাড়িতে বেশি করে মক টেস্ট দাও

২০২৫ সালে উচ্চমাধ্যমিকে আলিপুরদুয়ার জেলার তপসিখাতা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রী নন্দিতা মোদক মোট ৯৩ শতাংশ এবং শিক্ষাবিজ্ঞানে ১০০ শতাংশ নম্বর পেয়ে আলিপুরদুয়ার জেলায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। কোন পদ্ধতিতে শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে সাফল্য এসেছে আলোচনা করলেন তিনি।

আমার সকল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ভাইবোনদের উদ্দেশে বলছি, তোমাদের পরীক্ষা চলেই এসেছে, পাঠ্যবইটি খুব ভালো করে পড়েছ তো? যদি এখনও ভালো করে পড়া না হয়ে থাকে, তবে এখন থেকেই জোরকদমে পড়া শুরু করে দাও। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে হলে তোমাদের সকলকে প্রতিটি বিষয়ের প্রাথমিক ধারণাগুলি ভালোভাবে বুঝতে হবে। পাঠ্যক্রমের বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়তে হবে। প্রথমেই একটি রুটিন অনুযায়ী প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় ধরে পড়তে হবে। তোমার যে বিষয়টি কঠিন বলে মনে হয় সেটিকে এড়িয়ে চললে হবে না, সেটি গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। প্রতিদিন একটি করে মক টেস্ট দিতে হবে।

তোমরা সকলে পাঠ্যবইয়ের যে সমস্ত জায়গা কঠিন বলে মনে হয় সেটি highlight করে রাখবে, যেন পরীক্ষার আগে চোখে পরে এবং রিভিশন দিতে পারো।

টপার্স টিপস

আমি প্রত্যেকটি বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়েছি। সব বিষয়কে মুখস্থ না করে আত্মস্থ করার চেষ্টা করতে হবে। আমি এডুকেশন বিষয়টিকে একেবারে আত্মস্থ করেছিলাম। শেষে বইয়ে এমন কোনও জায়গা ছিল না যে আমি মনে রাখার চেষ্টা করিনি। সমস্ত বিষয় তোমাদের বুঝে পড়তে হবে। যদি তোমরা না বুঝে পড়ো তাহলে সেটি খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যাবে।

বেশি টেনশন করবে না, শরীর যেন সুস্থ থাকে সেদিকে নজর রাখবে। সুস্থ শরীর ও ভালো মন তোমাদের পরীক্ষার ফলাফলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

এই একটা মাস নিজেকে সোশ্যাল মিডিয়া, স্মার্টফোন ইত্যাদি থেকে দূরে রাখো। দেখবে এর ফল ভালো হবে। আমি নিজে সংকল্প করেছিলাম এবং আমি পরীক্ষার আগে কোনও স্মার্টফোন ব্যবহার করিনি। আমার ফোকাসটা সবসময় পড়ার দিকেই ছিল। প্রতিদিন আমি বিগত বছরের প্রশ্নপত্রের উপর তিন ঘণ্টার পরীক্ষা দিতাম সেইজন্য পরীক্ষার হলে আমি ঠিক সময় উত্তর লিখতে পেরেছি।

তোমরা প্রশ্নের উত্তর পর্যাপ্ত পরিমাণে লেখার চেষ্টা করবে, অযথা বেশি লিখে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এমনভাবে গুছিয়ে লিখবে যেন অল্পসময়েই তোমরা প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারো। প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে উদাহরণ লেখার চেষ্টা করবে সবসময়।

সবসময় খেয়াল রাখবে পরীক্ষার খাতা যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। পরীক্ষক যেন খাতা দেখে খুশি হন। পয়েন্ট করে দুই রকমের কালি দিয়ে লেখার চেষ্টা করবে। বিভাগীয় প্রশ্নের উত্তরগুলো পরপর লেখার চেষ্টা করবে। খাতায় বেশি কাটাকাটি করবে না। সবশেষে বলি বিগত বছরের প্রশ্নপত্র খুব ভালো করে অনুশীলন করো, এতে প্রশ্নের ধরন বুঝতে সুবিধা হবে এবং মডেল টেস্টের মাধ্যমে অনুশীলন করো, এতে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। নিজের উপর বিশ্বাস রাখো এবং ইতিবাচক মানসিকতা ধরে রাখো।

পদার্থবিদ্যার সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাস অনুযায়ী এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধরন অনুযায়ী Unit ধরে ধরে বিভিন্ন অধ্যায় থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেওয়া হল।

Unit 1 : স্থির তড়িৎ

১. সমবিভব তল কী? প্রমাণ করো তড়িৎ বলরেখা সমবিভব তলকে লম্বভাবে ছেদ করে।

২. তড়িৎ দ্বিমেরুর লম্ব সমদ্বিখণ্ডকের ওপর কোনও বিন্দুতে তড়িৎক্ষেত্র প্রাবল্য ও বিভব নির্ণয় করো।

৩. গাউসের উপপাদ্য বিবৃত করো। এই উপপাদ্যের সাহায্যে একটি দীর্ঘ ঋজু সুষমভাবে আহিত সরু তারের নিকটবর্তী বিন্দুতে (অথবা আহিত পাতলা খোলকের ওপরে, ভিতরে ও বাইরের কোনও বিন্দুতে) তড়িৎক্ষেত্র প্রাবল্য নির্ণয় করো।

৪. গাউসের উপপাদ্য থেকে কুলম্বের সূত্র প্রমাণ করো।

৫. একটি সমান্তরাল পাত ধারকের ধারকত্বের রাশিমালা প্রতিষ্ঠা করো।

৬. একটি সমান্তরাল পাত ধারকের সমান্তরাল পাতদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব d। ওই পাতদ্বয়ের মধ্যে ‘t’ $(t<d)$ বেধের একটি কুপরিবাহী পাত প্রবেশ করালে ধারকত্ব কী হবে, তা নির্ণয় করো।

৭. ‘a’ বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্রের চারটি শীর্ষবিন্দুতে যথাক্রমে +q, +q, -q ও -q আধান থাকলে ওই বর্গক্ষেত্রের কর্ণদ্বয়ের ছেদবিন্দুতে তড়িৎক্ষেত্র প্রাবল্য ও বিভব নির্ণয় করো।

৮. বায়ু মাধ্যমে রক্ষিত একটি ঘনকের ভিতরে একটি আধান q আছে। ঘনকের প্রতিটি তল দিয়ে অতিক্রান্ত তড়িৎ ফ্লাক্স কত হবে?

৯. কোনও স্থানের তড়িৎবিভব $V=3x^2+2y^2+7z^2$, (2,3,5) বিন্দুতে তড়িৎক্ষেত্রের মান নির্ণয় করো।

১০. একটি তড়িৎ দ্বিমেরুকে সুষম তড়িৎক্ষেত্রের মধ্যে রাখা হলে সেটির স্থিতিশক্তির মান নির্ণয় করো। P দ্বিমেরু ভ্রামক বিশিষ্ট তড়িৎ দ্বিমেরুটিকে সুষম তড়িৎক্ষেত্রে তার সুস্থির অবস্থান থেকে 180^0 কোণে ঘোরালে কত কৃতকার্য হবে?

Unit 2: চল তড়িৎ

১. অনুপ্রবাহ বেগ কাকে বলে? মুক্ত ইলেক্ট্রনের অনুপ্রবাহ বেগ বা বিচলন বেগ বা তাড়না বেগের ধারণা থেকে ওহমের সূত্রটি প্রতিষ্ঠা করো ?

২. তড়িৎবর্তনী সংক্রান্ত কির্সফের সূত্র দুটি বিবৃত করো। কির্সফের কোন সূত্র আধানের সংরক্ষণ নীতি ও কোন সূত্র শক্তির সংরক্ষণ নীতি মেনে চলে?

৩. কির্সফের সূত্র ব্যবহার করে হুইটস্টোন ব্রিজের প্রতিমিত অবস্থা প্রতিষ্ঠা করো।

৪. মিটার ব্রিজের কার্যনীতিটি লেখো। মিটার ব্রিজের প্রান্তীয় ত্রুটি কী ও এটি কীভাবে দূর করা যায়?

৫. পোটেনশিওমিটারের সাহায্যে কীভাবে একটি প্রদত্ত কোশের অভ্যন্তরীণ রোধ পরিমাপ করা হয়?

৬. কয়েকটি তড়িৎকোশ প্রথমে শ্রেণি ও পরে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করে R রোধ বিশিষ্ট বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহ পাঠানো হল। কী শর্তে উভয়ক্ষেত্রেই সমান প্রবাহমাত্রা পাওয়া যাবে?

৭. একটি তারকে টেনে তার দৈর্ঘ্যের n গুণ করা হল। মূল তারটির রোধ R হলে বর্ধিত তারের রোধ কত হবে?

৮. উষ্ণতার সঙ্গে পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অতিপরিবাহী পদার্থের রোধাঙ্কের পরিবর্তন কেমন হয় তা লেখচিত্রের সাহায্যে দেখাও।

৯. ভিন্ন উপাদানের দুটি তারের দৈর্ঘ্য, ব্যাস ও রোধাঙ্ক প্রত্যেকে 2:1 অনুপাতে আছে। এদের মধ্যে একটি তারের রোধ 20 ওহম হলে অপরটির রোধ নির্ণয় করো।

১০. সান্ট বলতে কী বোঝায়? বর্তনী চিত্রের সাহায্যে গ্যালভানোমিটারে ব্যবহৃত সান্টের ক্রিয়া ব্যাখ্যা করো।

Unit 3 : প্রবাহীর চৌম্বক প্রবাহ এবং চুম্বকত্ব

১. B মানের সুষম চৌম্বকক্ষেত্রে A ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি আয়তাকার কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে I তড়িৎপ্রবাহ পাঠানো হলে কুণ্ডলীর ওপর প্রযুক্ত টর্কের রাশিমালা নির্ণয় করো।

২. বায়ো-সাভার্ট সূত্রের সাহায্যে r ব্যাসার্ধের একটি কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে I তড়িৎপ্রবাহ হলে বৃত্তের কেন্দ্রে উৎপন্ন চৌম্বক আবেশ নির্ণয় করো।

৩. বায়ো-সাভার্ট সূত্রের সাহায্যে দীর্ঘ ঋজু অসীম দৈর্ঘ্যের তারের r দূরত্বে অবস্থিত কোনও বিন্দুতে চৌম্বকক্ষেত্র নির্ণয় করো।

৪. হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে e আধানের ইলেক্ট্রন r ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার কক্ষে v গতিতে ঘুরে চলেছে। ইলেক্ট্রনে উদ্ভূত চৌম্বক ভ্রামকের মান নির্ণয় করো। এর থেকে বোর ম্যাগনেটনের রাশিমালাটি লেখো।

৫. 0.3 T সুষম চৌম্বকক্ষেত্রে স্থাপিত একটি দণ্ড চুম্বক, যার অক্ষ চৌম্বকক্ষেত্রের সঙ্গে 30^0 কোণে থাকলে 0.06 Nm টর্ক অনুভব করে। দণ্ড চুম্বকটির চৌম্বক ভ্রামক কত?

সাইক্লোট্রন কম্পাঙ্কের রাশিমালাটি লেখো।

৭. পরস্পর d দূরত্বে অবস্থিত দুটি দীর্ঘ সমান্তরাল তারের মধ্য দিয়ে একই দিকে যথাক্রমে i ও i' তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে। তারগুলির মধ্যে একক দৈর্ঘ্যে যে বল ক্রিয়া করবে তার রাশিমালা নির্ণয় করো। উক্ত রাশিমালা থেকে 1 অ্যাম্পিয়ার তড়িৎপ্রবাহের সংজ্ঞা দাও।

৮. কোনও স্থানের বিনতি কোণ বলতে কী বোঝায়? পৃথিবীপৃষ্ঠে কোন স্থানে ভূচুম্বকের অনুভূমিক ও উল্লম্ব উপাংশদ্বয় সমান হবে?

ভূপৃষ্ঠে কোনও স্থানে ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক প্রাবল্য উল্লম্ব উপাংশের $1/\sqrt{3}$ গুণ হলে ওই স্থানের বিনতি কোণ কত?

৯. নিম্নলিখিত ধর্মগুলির ভিত্তিতে তিরশ্চৌম্বক, পরাচৌম্বক ও অয়শ্চৌমক পদার্থের মধ্যে তুলনা করো -

(i) চৌম্বক প্রবণতা (ii) চৌম্বক ভেদ্যতা (iii) চৌম্বক বলরেখা।

১০. 25 ওহম রোধ বিশিষ্ট একটি গ্যালভানোমিটার 1 mA তড়িৎপ্রবাহ নিরাপদভাবে বহন করতে পারে। গ্যালভানোমিটারটিকে 0 - 5 V পাল্লার ভোল্টমিটারে পরিণত করতে হলে গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে কত মানের রোধ কীভাবে যুক্ত করতে হবে?

Unit 4: তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ ও পরিবর্তী প্রবাহ

১. প্রমাণ করো LCR শ্রেণি বর্তনীতে অনুনাদী কম্পাঙ্ক $=1/\sqrt{(LC)}$

২. একটি কুণ্ডলীর স্বাবেশাঙ্ক 10 mH। কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে প্রবাহ 25 A/s হারে পরিবর্তিত হলে কুণ্ডলীটিতে কত তড়িৎচালক বল আবিষ্ট হবে?

২. শক্তির সংরক্ষণ সূত্রের সাহায্যে লেঞ্জের সূত্রটি ব্যাখ্যা করো।

৩. 1.5 m ব্যবধানে রাখা সমান্তরাল রেললাইনের ওপর দিয়ে 100 km/h বেগে একটি ট্রেন ছুটে গেলে রেললাইন দুটির মধ্যে আবিষ্ট তড়িৎচালক বল নির্ণয় করো। ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশ, $H=3.6\times10^{-5}$ T এবং বিনতি কোণ = $\tan^{-1}(1.036)$।

৪. ঘূর্ণিপ্রবাহ বলতে কী বোঝো? এর দুটি ব্যবহার লেখো।

৫. একটি পরিবর্তী তড়িৎচালক বলের সমীকরণ :

$e = 200 \sin(1000 t)$ V। এর rms মান ও কম্পাঙ্কের মান নির্ণয় করো।

৬. L স্বাবেশাঙ্কবিশিষ্ট I প্রবাহমাত্রা বহনকারী আবেশ কুণ্ডলীতে সঞ্চিত শক্তির রাশিমালা নির্ণয় করো।

৭. একটি বর্তনীর রোধ 50 ওহম, আবেশাঙ্ক 5 mH এবং ধারকত্ব 100 মাইক্রো ফ্যারাড। প্রযুক্ত পরিবর্তী তড়িৎচালক বলের কোন কম্পাঙ্কে বর্তনী আবেশবিহীন রোধযুক্ত বর্তনীর ন্যায় ব্যবহার করবে?

৮. ওয়াটবিহীন প্রবাহ কী ?

৯. 50 পাকের একটি ঘন সন্নিকট তারের কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহমাত্রা 15 A ও কুণ্ডলীর ব্যাসার্ধ 0.25 m হলে কুণ্ডলীর কেন্দ্রে চৌম্বকক্ষেত্রের মান নির্ণয় করো।

১০. একটি সাইনধর্মী পরিবর্তী তড়িৎচালক বলের rms মান ও অর্ধচক্রে গড় মান নির্ণয় করো।

উচ্চমাধ্যমিক ২০২৫

Unit 5 : তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ

১.তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের চৌম্বকক্ষেত্রের বিস্তার 2×10^{-7} Wb/m^2 হলে তড়িৎক্ষেত্রের বিস্তার কত হবে?

২. শূন্য মাধ্যমে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের বেগের রাশিমালাটি লেখো।

৩. তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গে E ও B-এর সম্পর্কটি লেখো।

৪. শূন্যস্থানে 5×10^{12} Hz কম্পাঙ্কবিশিষ্ট কোনও তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় করো এবং এই তরঙ্গটির দুটি ব্যবহার লেখ?

৫. নীচের তরঙ্গগুলিকে ক্রমবর্ধমান তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুযায়ী সাজাও -

বেতার তরঙ্গ, X-রশ্মি, অবলোহিত আলো,গামা রশ্মি।

৬. দুটি তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের নাম লেখো। এদের ধর্মের একটি সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লেখো।

৭. দেখাও যে, তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রে তড়িৎক্ষেত্রের জন্য গড় শক্তি ঘনত্ব ও চৌম্বকক্ষেত্রের জন্য গড় শক্তি ঘনত্ব পরস্পর সমান।

৮. পয়েন্টিং ভেক্টর বলতে কী বোঝায়? এর রাশিমালাটি লেখো।

৯. তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রের কোনও বিন্দুতে তড়িৎক্ষেত্রের বিস্তার 3 V/m। ওই বিন্দুতে তরঙ্গগতির শক্তি ঘনত্ব ও তীব্রতা নির্ণয় করো।

১০. সরণ প্রবাহমাত্রা কাকে বলে? সরণ প্রবাহমাত্রার রাশিমালা লেখো।

Unit 6: আলোকবিজ্ঞান

১. একটি অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রমাণ করো

$1/v+1/u= 1/f$; যেখানে চিহ্নগুলি প্রচলিত অর্থযুক্ত।

অবতল দর্পণের সমীকরণ থেকে নিউটনের সমীকরণ প্রমাণ করো।

২. f_1 ও f_2 ফোকাস দৈর্ঘ্যের দুটি উত্তল লেন্সকে সংস্পর্শে রাখা হল। সমবায়টির তুল্য ফোকাস দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

20 cm ও 30 cm ফোকাস দৈর্ঘ্যের দুটি উত্তল লেন্সকে সমাক্ষীয়ভাবে পরস্পর স্পর্শ করিয়ে একটি লেন্স সমবায় গঠন করা হল। সমবায়টির তুল্য ফোকাস দৈর্ঘ্য ও তুল্য ক্ষমতা কত?

৩. একটি বস্তু ও পর্দার মধ্যে একটি উত্তল লেন্স রাখা আছে। লেন্সের দুটি অবস্থানে পর্দায় বস্তুর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠিত হল। যদি সদবিম্ব দুটির দৈর্ঘ্য L_1 ও L_2 এবং বস্তুর দৈর্ঘ্য L হয় তাহলে প্রমাণ করো $L=(L_1L_2)^{1/2}$

৪. স্থায়ী ব্যতিচারের শর্তগুলি কী ?

ইয়ং-এর দ্বি-রেখাছিদ্র পরীক্ষায় ঝালর প্রস্থের রাশিমালা নির্ণয় করো।

৫. প্রিজম থেকে রশ্মি নির্গত না হওয়ার জন্য আপতন কোণের সীমাস্থ মান নির্ণয় করো।

৬. একক রেখাছিদ্র দ্বারা ফ্রনহফার অপবর্তনের অপবর্তন ঝালরে কেন্দ্রীয় চরম পটির বেধ নির্ণয় করো। পোলারয়েড কী? এর দুটি ব্যবহার লেখো।

৭. হাইগেনসের নীতির সাহায্যে আলোর প্রতিফলন (অথবা প্রতিসরণ)-এর সূত্রগুলি প্রমাণ করো।

৮. বায়ুতে কাচ নির্মিত একটি উত্তল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য 20 cm। লেন্সটিকে জলে ডোবানো হলে এর ফোকাস দৈর্ঘ্য কত হবে? (কাচ ও জলের প্রতিসরাঙ্ক যথাক্রমে 3/2 ও 4/3)

৯. যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কীভাবে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তা একটি রশ্মিচিত্রের সাহায্যে দেখাও এবং বিবর্ধনের রাশিমালাটি লেখো।

১০. ব্রুস্টারের সূত্রটি বিবৃত করো।

প্রমাণ করো, কোনও আলোকরশ্মি যদি সমবর্তন কোণে প্রতিফলকের ওপর আপতিত হয় তবে প্রতিফলিত রশ্মি ও প্রতিসৃত রশ্মি পরস্পরের মধ্যে সমকোণ উৎপন্ন করে।

Unit 7 : পদার্থের দ্বৈত সত্তা এবং বিকিরণ

১. আলোকতড়িৎ ক্রিয়া সংক্রান্ত নিবৃত্তি বিভব বলতে কী বোঝো? নিবৃত্তি বিভব কি আপতিত আলোর প্রাবল্য ও কম্পাঙ্কের ওপর নির্ভরশীল?

২. আলোকতড়িৎ ক্রিয়ায় নিবৃত্তি বিভবের সঙ্গে আপতিত আলোর কম্পাঙ্কের লেখচিত্রটি আঁকো। এই লেখচিত্র থেকে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক ও সংশ্লিষ্ট ধাতুর কার্য অপেক্ষক কীভাবে নির্ণয় করা যায়?

৩. আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার কার্য অপেক্ষক কাকে বলে? প্রারম্ভ কম্পাঙ্কের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?

৪. ডি-ব্রগলি প্রকল্পটি লেখো।

ডেভিসন ও জার্মারের পরীক্ষার সিদ্ধান্ত উল্লেখ করো।

৫. আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ। আলোক ইলেক্ট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?

৬. 500 eV গতিশক্তিসম্পন্ন একটি ইলেক্ট্রনের ডি-ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত?

৭. একটি ধাতব পাতকে 2×10^{-7} m তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একবর্ণী আলোক দ্বারা আলোকিত করা হল। নির্গত ফোটোইলেক্ট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি eV এককে কত? ধাতুর প্রারম্ভ তরঙ্গদৈর্ঘ্য 4×10^{-7} m।

৮. একটি ধাতুর কার্য অপেক্ষক 4 eV। সর্বোচ্চ কত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ ওই ধাতু থেকে ফোটোইলেক্ট্রনের নিঃসরণ ঘটাতে পারবে?

৯. একটি মুক্ত ইলেক্ট্রনের গতিশক্তি দ্বিগুণ হলে তার ডি-ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত গুণ হবে?

আলোকতড়িৎ প্রবাহমাত্রার উপর আপতিত আলোর তীব্রতা ও কম্পাঙ্কের প্রভাব কীরূপ?

১০. একই বিভব পার্থক্যের অধীনে একটি প্রোটন ও একটি আলফা কণাকে ত্বরিত করা হল। প্রোটন ও আলফা কণার ডি-ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুপাত কত?

(চলবে)

অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাস সাফল্যের চাবিকাঠি

সঞ্চিতা মণ্ডল, *শিক্ষক*
কেদারনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাগডোগরা শিলিগুড়ি

অধ্যবসায় শিক্ষার্থীর সহজাত ক্ষমতা, দক্ষতা, গুণাবলি ও উদ্ভাবনীশক্তির বিকাশ ঘটিয়ে তাকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। প্রতিভা, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাসের মিলিত প্রয়াসে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। তেমনি অধ্যবসায়ের মাধ্যমে যে কোনও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।

পরীক্ষার আগে কীভাবে প্রস্তুতি :

* পড়াশোনা করার সময়সূচি তৈরি করতে হবে।

* মনকে সতেজ রাখতে প্রত্যেকটি টপিক পড়ার পর কিছুক্ষণ বিরতির প্রয়োজন।

* গুরুত্বপূর্ণ নোটের বিশেষ পয়েন্টগুলি দাগিয়ে, মুখস্থ করে লিখে ফেলতে হবে।

* মকটেস্ট বারবার দিতে হবে। ফলে সময়মতো পরীক্ষা শেষ করার অভ্যাস তৈরি হবে।

* যে বিষয়টি পড়া হয়েছে সেই বিষয় আয়নার সামনে অথবা পরিবার, বন্ধুদের কাছে মুখস্থ দাও। সম্পূর্ণ মুখস্থ না হলে নিজের মতো করে পয়েন্ট মাথায় রেখে গুছিয়ে বলতে হবে।

* গ্রুপ ডিসকাশনেরও বিশেষ দরকার। এর ফলে অনেক অজানা তথ্য উঠে আসবে, একঘেয়েমিও দূর হবে।

* স্মৃতিশক্তিকে শক্তিশালী করতে রিভিশনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বারবার রিভিশন বিষয়টিকে মনের গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে।

নিজেকে সুস্থ রাখার টিপস :

* অতিরিক্ত টেনশন করা চলবে না, মনকে শান্ত এবং শরীরকে সুস্থ রাখতে ধ্যান, ব্যায়াম খুবই উপযোগী।

* পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খেতে হবে, পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়াও জরুরি।

* ঘুমোনোর পূর্বে কোনও ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস ব্যবহার করা উচিত নয় যা মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে।

নম্বর তোলার কৌশল :

* যে কোনও বিষয়েই পাঠ্যবই খুব ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বে। ফলে বাংলা ,ইতিহাস, ভূগোল, শিক্ষাবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো প্রত্যেকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর খুব সহজেই দিতে পারবে। পাশাপাশি রচনাধর্মী উত্তর লেখার ক্ষেত্রেও অনেক সুবিধা হবে।

* সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে যেমন কেন, কে, কীভাবে এসবের উত্তর একসঙ্গে না দিয়ে প্যারা করে ভেঙে লিখবে।

* রচনা লেখার ক্ষেত্রে গঠনপ্রণালীর দিকে নজর দিতে হবে। বিষয়বস্তুর স্পষ্ট ধারণা, ভাষাগত মাধুর্য এবং ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শুদ্ধ বানান, যুগোপযোগী শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করতে হবে।

* গণিত, ভৌতবিজ্ঞান বিষয়ের সূত্র লিখে ধ্রুবক রাশি উল্লেখ করা এবং সংকেত সঠিকভাবে লিখবে।

সবশেষে তোমাদের বলব, নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ভয়কে জয় করে সহজ-সরলভাবে আনন্দের সঙ্গে পরীক্ষার প্রস্তুতি নাও।

ইংরেজি কবিতার প্রস্তুতি

সঞ্চিতা কর্মকার, *শিক্ষক*
মিল্কি উচ্চবিদ্যালয়, ইংলিশ বাজার মালদা

My Last Duchess: Alfonso, the Duke of Ferrara-র সঙ্গে জড়িত ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে নির্মিত Dramatic monologue ‘My Last Duchess’ Victorian যুগের প্রসিদ্ধ কবি Robert Browning-এর এক নিখুঁত সৃষ্টি। Duke হলেন বক্তা এবং শ্রোতা একজন বার্তাবাহক যিনি কাউন্টের মেয়ের সঙ্গে Duke-এর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। কবিতাটির প্রকৃত শিরোনাম ছিল ‘Italy’। পরবর্তীকালে কবিতাটির প্রথম লাইন থেকে শিরোনামটি নেওয়া হয়েছে - ‘That's my last Duchess painted on the wall’.‘My Last Duchess’ - এই তিনটি শব্দ সমগ্র কবিতার মৌলিক বিষয়বস্তু ও ‘My’ শব্দের পুনরাবৃত্তি ডিউকের রক্ষণশীলতাকে তুলে ধরে। Duchess হলেন ডিউকের মালিকানাধীন ও অর্জিত। ডিউকের অধিকারবোধ বা megalomania তাঁর শেষ স্ত্রীকে তাঁর কাছে অন্যান্য সম্পত্তির মতো করে তোলে। ‘Duchess’ শব্দটি ডিউকের মৃত স্ত্রীর নামহীন উপস্থিতি ও ভিক্টোরিয়া যুগের অসংখ্য নামহীন duchess-এর প্রতিনিধি। অন্যদিকে, ডিউক একজন ব্যক্তি ও একটি শ্রেণির প্রতিনিধি। তিনি মার্জিত রুচি ও নিষ্ঠুরতার, আভিজাত্য এবং স্বার্থপরতার, ভদ্রতা এবং অহংকারের এক মিশ্রণ। তিনি একদিকে সম্পদ, মর্যাদা ও অহংকার এবং অন্যদিকে প্রতারণা, মালিকানা, ক্ষমতা, লোভ, হিংসা, হৃদয়হীনতা, কপটতা, দম্ভ, রুচি এবং শৈল্পিক বোধের বিষয়বস্তুকে মূর্ত করেছেন। তাঁর ক্ষমতা ও অহংকার এবং অধিকারের অনুভূতি ভিক্টোরিয়া অভিজাততন্ত্র এবং ইতালীয় রেনেসাঁস-এর প্রভাবকে মেলে ধরে।

এই poem থেকে কিছু প্রশ্ন নীচে দেওয়া হল -

1) What duality do you find in the personality of the Duke? (Marks 2)

2) What type of a lady was the Duchess? (Marks 2)

3) What characteristic trait of the Duke’s character can be discerned when he refers to the bronze statue of Neptune? (Marks 2)

4) ‘This grew; I gave commands/ Then all smiles stopped together’ - Explain the lines. (Marks 2)

5) Analyse ‘My Last Duchess’ as a dramatic monologue. (Marks 6)

একাদশ শ্রেণি ইংরেজি

6) Compare and contrast the characters of the Duke and the Duchess. (Marks 6)

7) How does the poem present a patriarchal society and gender bias in that society? (Marks 6)

8) ‘As if she ranked/ My gift of a nine-hundred-years-old name/ With anybody’s gift’ - Who is the speaker? Why, according to the speaker, should his gift be treated differently? (Marks 6)

ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

চন্দ্রাণী সরকার, *শিক্ষক*
নেতাজি উচ্চবালিকা বিদ্যালয় শিলিগুড়ি

পূর্ব প্রকাশের পর

চতুর্থ অধ্যায়

১. উডের ডেসপ্যাচ কী?

উত্তর : ভারতীয় বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতে শিক্ষা সংক্রান্ত যে সুপারিশ করেন, তাকেই বলে উডের ডেসপ্যাচ।

২. কে, কবে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : দয়ানন্দ সরস্বতী, ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

৩. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্যের নাম কী?

উত্তর : স্যর জেমস উইলিয়াম কোলভিল।

৪. শ্রীরামপুর ত্রয়ী কারা?

উত্তর : উইলিয়াম কেরি, উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জোশুয়া মার্শম্যানকে শ্রীরামপুর ত্রয়ী বলা হয়।

৫. কে, কবে সতীদাহ প্রথার অবসান ঘটান?

উত্তর : লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক, ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহ প্রথার অবসান ঘটান।

৬. নব্যবঙ্গীয় কারা?

উত্তর : উনিশ শতকে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর নেতৃত্বে যে প্রগতিশীল সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে, সেই আন্দোলনে যুক্ত ডিরোজিওর অনুগামীদের বলা হত নব্যবঙ্গীয়।

উচ্চমাধ্যমিক প্রস্তুতি

৭. কে, কবে নববিধান সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন নববিধান সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

৮. গুলামগিরি গ্রন্থটির লেখক কে?

উত্তর : জ্যোতিবা ফুলে।

৯. আধুনিক চিনের জনক কাকে বলা হয়?

উত্তর : সান - ইয়াত - সেন।

১০. সান ইয়াত সেনের আদর্শ কী ছিল?

উত্তর : সান ইয়াত সেনের আদর্শ ছিল সান মিন চু আই অর্থাৎ জনজাতীয়তাবাদ, জনগণতন্ত্রবাদ এবং জনজীবিকাবাদ।

১১. সাউকার কাদের বলা হত?

উত্তর : দাক্ষিণাত্যের সুদখোর মহাজনদের সাউকার বলা হয়।

১২. দলিত কারা?

উত্তর : ব্রিটিশ ভারতে নিম্নবর্গের পিছিয়ে পড়া অস্পৃশ্য হিন্দু জাতিকে দলিত বলা হয়।

১৩. কে, কবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।

১৪. কবে, কোথায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়?

উত্তর : ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কানপুরে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়।

১৫ . চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক কাদের বলা হয়?

উত্তর : চিনের শ্রমিকদের বিদেশে কাজে পাঠানোর আগে নিয়োগকর্তা বা এজেন্টরা শ্রমিকদের নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় কাজ করার এক চুক্তিতে আবদ্ধ করত। এই ধরনের শ্রমিকরা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নামে পরিচিত।

আপত্তি আর চুম্বনের সম্পর্ক পুরোনো

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এই সময়ে দাঁড়িয়েও প্রকাশ্যে চুম্বন নিয়ে সাধারণ মানুষের নানা মত। কেউ বলছেন, পশ্চিমী সংস্কৃতিকে অনুকরণ করতে গিয়ে অশ্লীলতা ছড়ানো হচ্ছে। আবার মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের কথায়, দুজন মানুষের মধ্যে মানসিক দৃঢ়তা তৈরির জন্য চুম্বনের বিকল্প খুব কমই রয়েছে, আলোকপাত করলেন শিবশংকর সূত্রধর।

চলছে নিরন্তর

- প্রাচীন মেসোপটেমীয় গ্রন্থে ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চুম্বনের উল্লেখ পাওয়া যায়
- চারটি বৈদিক সংস্কৃত গ্রন্থে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চুম্বনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে
- প্রাগৈতিহাসিক যুগেও চুম্বনের প্রচলন ছিল বলে মনে করা হয়
- নিয়ানডারথাল মানুষ চুম্বন করত বলে ধারণা করা হয়
- বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চুম্বনে ভালো-খারাপ দুটি দিকই রয়েছে

কোচবিহার, ১২ ফেব্রুয়ারি : সংগীতশিল্পী নচিকেতা বহুদিন আগে গেয়েছিলেন, 'প্রকাশ্যে চুমু খাওয়া এদেশে অপরাধ। ঘুষ খাওয়া কখনোই নয়।' সত্যিই কি তাই? কিছুদিন আগেই কলকাতা মেট্রো স্টেশনে প্রকাশ্যে চুমু খাওয়া নিয়ে গেল গেল রব উঠেছিল। কনসার্টে উদিত নারায়ণের চুমু নিয়েও কম বিতর্ক হয়নি। দোরগোড়ায় হাজির 'কিস ডে'। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এই সময়ে দাঁড়িয়েও প্রকাশ্যে চুম্বন নিয়েও সাধারণ মানুষের নানা মত। কেউ বলছেন, পশ্চিমী সংস্কৃতিকে অনুকরণ করতে গিয়ে অশ্লীলতা ছড়ানো হচ্ছে। আবার মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের কথায়, দুজন মানুষের মধ্যে মানসিক দৃঢ়তা তৈরির জন্য চুম্বনের বিকল্প খুব কমই রয়েছে। সে স্বামী-স্ত্রী হোক বা মা-সন্তান।

চুম্বনের সঙ্গে শুধু ভালোবাসাই নয়, স্নেহও জড়িয়ে রয়েছে। আর জড়িয়ে রয়েছে নানা সম্প্রদায়ের নানা সংস্কার। তাই পশ্চিমের দেশে দেখা যায় ধর্মভীরু মানুষ বারবার মন্দির, চার্চ বা মসজিদের মাটি চুম্বন করেন। আসলে চুম্বন হল আমাদের আবেগ, আমাদের উপলব্ধি প্রকাশের একটি বাহ্যিক প্রক্রিয়া। এ নিয়ে কথা হচ্ছিল প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক সমরেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে। চুম্বন প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'সদ্যোজাতর জন্মের পর আমরা যখন তাকে তার মায়ের হাতে দিই তখন অধিকাংশ মা-ই তাঁর সন্তানকে আলতো করে চুমু খান। সদ্যোজাত জীবনে প্রথমবার এভাবেই তার মায়ের ছোঁয়া পায়। দুজনের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক ঠিক তখন থেকেই গড়ে ওঠে।'

স্নেহের চুম্বন আলাদা বিষয়। তবে মেট্রো স্টেশনে কিংবা কোনও পার্কে

ভ্যালেন্টাইন্স উইকে উপহার পেয়ে খুশি মনে বাড়ির পথে নবদম্পতি। কোচবিহার বড়বাজার এলাকায়। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

আড়ালে-আবডালে প্রেমিক যুগলদের যে চুমু বিনিময়, তার পক্ষপাতী নন কোচবিহারের শিক্ষক অরুণ দাস। তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'চুমু তো অনেক ধরনের হয়। ট্রেনে চেপে কেউ যখন দূরে কোথাও যায়, তখন স্টেশনে গিয়ে বিদায়ের সময় তার সঙ্গী হয়তো কপালে চুমু দিয়ে বিদায় জানায়। এঘটনা নিয়ে কখনও বিতর্ক হতে শুনিনি। কিন্তু বিতর্ক তখনই হয়, যখন চুমুর নামে প্রকাশ্যেই অশ্লীলতা ছড়ানো হয়। সেই অশ্লীলতাকে আমি সমর্থন করি না।'

এই মত আজকের নয়, পাঁচ হাজার বছর আগের পুরোনো। প্রাচীন মেসোপটেমীয় গ্রন্থে ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চুম্বনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভারতে রচিত চারটি বৈদিক সংস্কৃত গ্রন্থে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চুম্বনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও চুম্বনের প্রচলন ছিল বলে মনে করা হয়। নিয়ানডারথাল মানুষ চুম্বন করত বলে ধারণা করা হয়। চুম্বনের উদ্দেশ্য ছিল প্রেম, কাম, স্নেহ, অনুরাগ, শ্রদ্ধা, সৌজন্য অথবা শুভেচ্ছা প্রকাশ করা।

এছাড়া সৌভাগ্য কামনা, সম্মানপ্রদর্শন, বা কিছু পাওয়ার আনন্দ প্রকাশ করার জন্যেও চুম্বন করার রেওয়াজ রয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চুম্বনে ভালো-খারাপ দুটি দিকই রয়েছে। চুম্বনের উপকারিতা হল, মানসিক উদ্বেগ কমায়, রক্তচাপ কমায়, ত্বকে বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না, ইমিউনিটি বাড়ায়, হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, শরীরের ব্যথা বেদনা কমায়, দাঁতের স্বাস্থ্য ভালো করে, সম্পর্কের গভীরতা বাড়ায়। এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ চিরঞ্জীব রায়ের কথা, 'মা ও শিশু হোক কিংবা স্বামী-স্ত্রী, স্নেহের চুমুতে মানসিক দৃঢ়তা অনেক বাড়ে।'

আর খারাপ দিকের মধ্যে রয়েছে, ছোটদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কম। ভাইরাল ফিভারের সময় জ্বরে আক্রান্ত কেউ শিশুদের চুমু দিলে বা আদর করলে ভাইরাস ছড়ানোর প্রবণতা বেশি থাকে। আবার প্রাপ্তবয়স্কদের দীর্ঘ চুম্বনে ভাইরাস বা ব্যাকটিরিয়া আদানপ্রদানের সম্ভাবনাও প্রচুর।

রাসমেলার মাঠে বাঁশ ও খড় দিয়ে শুরু হয়েছে ঘর তৈরি। -জয়দেব দাস

মাঘীপূর্ণিমায় শুরু মদনমোহনের দোল উৎসব

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১২ ফেব্রুয়ারি : রাজ আমলের নিয়ম মেনে বুধবার মাঘীপূর্ণিমার তিথিতে রাসমেলার মাঠে বিশেষ পুজো হল। এই পুজোর মধ্যে দিয়েই মদনমোহনবাড়ির দোল উৎসবের সূচনা হয়ে গেল। এদিন দুপুর নাগাদ মেলার মাঠে দোল উৎসব উপলক্ষ্যে বুড়ির ঘরের বাঁশ স্থাপন করা হয়। এরপর সেখানে বিশেষ পুজো করেন মন্দিরের পুরোহিত শিবকুমার চক্রবর্তী। পুজো শেষে আবির ছিটিয়ে বসন্তের আবাহন করা হয়। শিবকুমার বলেন, 'এক মাস পর দোলপূর্ণিমার আগের দিন মেলার মাঠে পুজো হবে। এরপর সেখানে বুড়ির ঘর পোড়ানো হবে।'

মন্দির সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী এক মাস মেলার মাঠে এই বাঁশ পোঁতা থাকবে। এক মাস পর দোলপূর্ণিমার আগের সন্ধ্যায় মূল মদনমোহন এবং তার আশপাশে থাকা অন্য বিগ্রহ শহর পরিক্রমা করে মেলার মাঠে যাবেন। থাকবেন রাজমাতা এবং ডাঙ্গরআই মন্দিরের মদনমোহনরাও। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে সেদিন তাঁদের রাসমেলা ময়দানে নিয়ে যাওয়া হবে। রাতে রাসমেলার মাঠে বিশেষ পুজোর পর বুড়ির ঘর পোড়ানো হবে, যা বহ্নি উৎসব নামে পরিচিত। প্রতিবছরই বহ্নি উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলার মাঠে ভক্তরা ভিড় জমান।

নিয়ম মেনে সেদিনই তিন মদনমোহনকে মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হবে। ফেরার পথে ডাঙ্গরআই এবং রাজমাতা মন্দিরের দুই মদনমোহন নিজেদের মন্দিরে ফিরে যাবেন। পরদিন অর্থাৎ দোলের সকালে মূল মদনমোহনকে স্নান করানোর পর মন্দিরের বারান্দায় নিয়ে আসা হবে। সেখানে তাঁর বিশেষ পুজো হবে। সেদিন থেকে পঞ্চম দোল পর্যন্ত বারান্দাতেই থাকবেন মদনমোহন। সেখানে ভক্তেরা তাঁকে আবির দেওয়ার সুযোগ পাবেন। মদনমোহনের পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম করেই দোলের আনন্দে মেতে ওঠেন কোচবিহারবাসী।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক
(বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

- **এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল**
  - এ পজিটিভ - ২
  - এ নেগেটিভ - ০
  - বি পজিটিভ - ২
  - বি নেগেটিভ - ০
  - এবি পজিটিভ - ২
  - এবি নেগেটিভ - ১
  - ও পজিটিভ - ২
  - ও নেগেটিভ - ১
- **মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল**
  - এ পজিটিভ - ২
  - এ নেগেটিভ - ০
  - বি পজিটিভ - ৩
  - বি নেগেটিভ - ০
  - এবি পজিটিভ - ২
  - ও পজিটিভ - ৩
  - ও নেগেটিভ - ১
- **দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল**
  - এ পজিটিভ - ২০
  - এ নেগেটিভ - ১
  - বি পজিটিভ - ২
  - বি নেগেটিভ - ০
  - এবি পজিটিভ - ১৯
  - এবি নেগেটিভ - ০
  - ও পজিটিভ - ১৩

শনাক্তকরণ

মেখলিগঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : বুধবার মেখলিগঞ্জে বিশেষভাবে সক্ষমদের শনাক্তকরণ শিবির হল। উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ তাপস দাস, সঞ্জয় বল, সঞ্জীব নন্দী প্রমুখ। ৭০ জন এদিনের শিবিরে অংশ নিয়েছিলেন।

হারিয়েছে বাটি চালাচালি

মধ্যবিত্তের ঘরকন্না

কোচবিহারে হারিয়ে গিয়েছে হাঁড়ির খবর নেওয়া। রান্নাবাড়ি শেষ করে একটু পাড়া বেড়াতে যাওয়া। শীতের দুপুরে মোড়া পেতে উল-কাঁটা নিয়ে রোদে পিঠ দিয়ে বসে সোয়েটারে ডিজাইন তুলতে তুলতে একটু সুখ-দুঃখের গল্প, সামান্য মেয়েলি কূটকচালি সবই হারিয়ে গিয়েছে বাঙালি মধ্যবিত্তদের জীবন থেকে, আলোকপাত করলেন তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস।

কোচবিহার, ১২ ফেব্রুয়ারি : হাজরাপাড়া, ঘোষপাড়া, বামুনপাড়া, মসজিদপাড়া এগুলো সব নামের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকলেও কোচবিহারের সেই পাড়া কালচারটাই মধ্যবিত্তদের জীবন থেকে হারিয়ে গেল। আজকাল পাড়াপ্রতিবেশী, পাশের বাড়ি ব্যাপারগুলো কেমন যেন বড্ড মেকি হয়ে যাচ্ছে, বললেন শ্যামাপ্রসাদ কলোনির রিংকু হোড়। কথার মধ্যেও একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর মুখ দিয়ে। বললেন, একটা সময় ছিল যখন পাড়ার সব বাড়ির ওপরে পাড়ার বাচ্চাদের একটা অধিকার ছিল।

পাড়ার কোনও বাড়িতে তালের বড়া ভাজার গন্ধ পেলে জানতাম আমাদের সবার কপালে এক-দুটো করে জুটে যাবে। এটা ভাবার মধ্যে কোনও লজ্জা ছিল না। সেসময় আন্তরিকতাই ছিল অন্যরকম। এক বাড়িতে ভালো কিছু রান্না হলে তার ওপর পাশের বাড়ির একটা সহজাত অধিকারবোধ কাজ করত। সেই বিশেষ রান্নাটা পাশের বাড়ির মিলি বা শুভর জন্য বাটিতে করে ঠিক চলে আসত পাঁচিল টপকে বা জানলা গলে।

কোনও বাড়ির গাছের কুল মাখা, অন্য বাড়ির গাছের পেয়ারা মাখা বা কোনও সময় এক বাড়ি থেকে চালতা নিয়ে আরেক বাড়িতে গিয়ে মাখা করে খাওয়া, দিনগুলো একদম অন্যরকম ছিল। এমনও দিন গিয়েছে স্কুল যাওয়ার আগে শুধু ভাত হয়েছে বাড়িতে, পাশের বাড়ি থেকে ডাল, আলুভাজা চলে এসেছে। তাই খেয়ে চলে যাওয়া স্কুলে। আজকাল নিজের বাচ্চাকে অন্যের বাড়িতে খাওয়ানোর কথা ভাবতেই পারেন না মায়েরা। তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছে পিঠে-পায়েসের বাটি আদানপ্রদান। আর ইট, বালি, পাথর আর কংক্রিটের মধ্যে আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমাদের আন্তরিকতাগুলোকে।

একটা সময় ছিল যখন পাড়ার সব বাড়ির ওপরে পাড়ার বাচ্চাদের একটা অধিকার ছিল।

-রিঙ্কু হোড়

আমরা এমন একটা সন্ধিক্ষণে রয়েছি, যেখানে এই ব্যাপারগুলো ভীষণভাবে অনুভব করি।

-কাকলি মুখোপাধ্যায়

সবাই এখন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। অন্যের খোঁজখবর নেওয়ার মতো সময় নেই কারও।

-লিলি ভট্টাচার্য

পাঁচিল টপকে

- কোচবিহারে অনেক এলাকা শুধু নামেই পাড়া, সেখানে পাড়া কালচারটাই আর নেই
- এক বাড়িতে ভালো কিছু রান্না হলে পাশের বাড়িতে চলে আসত পাঁচিল টপকে
- স্কুল যাওয়ার আগে শুধু ভাত হয়েছে বাড়িতে, পাশের বাড়ি থেকে ডাল, আলু ভাজা চলে আসত
- পিঠে-পায়েসের বাটির আদানপ্রদান তো আটকে গিয়েছে পাথর আর কংক্রিটে

১৯ বছর হল বিয়ে হয়েছে পেশায় শিক্ষিকা বামুনপাড়ার কাকলি মুখোপাধ্যায়ের। বললেন, 'আমরা এমন একটা সন্ধিক্ষণে রয়েছি, যেখানে দাঁড়িয়ে এই ব্যাপারগুলো ভীষণভাবে অনুভব করি। এই ক'বছরে বদলে গিয়েছে অনেক কিছু। এই বামুনপাড়ায় আমরা সকলেই সকলের কমবেশি আত্মীয়।' কাকলির কথায়, 'সেসময় কারও বাড়িতে ভালো কিছু হলে আমরা পাব না, বা আমরা কোনও কিছু না দিয়ে খাব সেটা ভাবতেই পারতাম না। এবাড়ি-ওবাড়ি বাটি চালাচালি খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।' তাঁর আক্ষেপ, 'আজকাল পাশের বাড়ির সেরকম খোঁজই রাখতে পারি না। নিজেরা নিজেকে নিয়ে বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। এজন্য পরিস্থিতি বা পরিবেশ খানিকটা দায়ী হলেও বাদবাকি দায়গুলো কিন্তু একেবারেই আমাদের।'

পাড়া কালচার হারিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা নিজেরাই হয়তো দায়ী। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজেদের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। কারও বাড়িতে নাড়ু, মোয়া বানানো হলে কাকিমা, পিসিরা ঠিক ডেকে আমাদের হাতে তুলে দিত। এখন বাড়িতেই কত চিন্তাভাবনা করে বাচ্চাকে আমরা খাওয়াই! সেসময় ছোট ছোট বাচ্চারা আশপাশের বাড়িতেই মানুষ হয়ে যেত, এখন নিজের দেড় বছরের নাতিকেই তো ছাড়ি না কারও কাছে। জানালেন লিলি ভট্টাচার্য। তাঁর আক্ষেপ, 'সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। অন্যের খোঁজখবর নেওয়ার মতো সময় নেই কারও। অন্যের ঘরের কথা আজকাল আর কেউ জানতে চায় না, নিজেদেরটা জানাতেও চায় না।' তিনি অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন, 'হাঁড়ির খবর নিতে যাওয়া আজকাল উঠেই গিয়েছে প্রায়। পাড়াবেড়ানো ব্যাপারটা হুট করে চলে যাওয়া যায় না কারও বাড়ি। নিজেদের গণ্ডি নিজেরাই ছোট করে এনেছি আমরা। সময় আর যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে এগুলো মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই আমাদের।'

সাঁইবাবার পালকিযাত্রা

কোচবিহার, ১২ ফেব্রুয়ারি : বুধবার সাঁইবাবার পালকিযাত্রা হল কোচবিহারে। যাত্রাটি কোচবিহারের স্টেশন মোড় থেকে বেরিয়ে শহরের বিভিন্ন অংশ পরিক্রমা করে। এদিন পালকিযাত্রার পাশাপাশি স্টেশন মোড়ে ট্রাস্টের তরফে শিরডি সাঁইবাবার পূজার্চনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ক্যানসার আক্রান্ত ২০ জন রোগীকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি), রাকেশ চৌধুরী, সায়নদীপ গোস্বামী প্রমুখ। এদিন সাঁইবাবার ছবিতে মালা পরিয়ে সেটি পালকির ওপর বসিয়ে শহর পরিক্রমা করেন সদস্যরা। তাঁরা শিরডি সাঁইবাবা নাম লেখা হলুদ ফেট্টি মাথায় বাঁধার পাশাপাশি হলুদ পোশাক পরেন। শহরে পালকিযাত্রা ঘিরে মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা দেখা যায়।

সীমানা প্রাচীর দাবি

মেখলিগঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : মেখলিগঞ্জে শতাব্দীপ্রাচীন স্কুলটি হল মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সেটির পাশে রয়েছে স্কুলের একটি মাঠ সহ ভবন। কিন্তু ওই মাঠটিতে সীমানা প্রাচীর না থাকায় মাঠটি বর্তমানে গোচারণভূমিতে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন মহল থেকে মাঠটিতে সীমানা প্রাচীর তৈরির দাবি উঠছে।

এলাকার বাসিন্দা মানস সরকার বলেন, 'মাঠটিতে সীমানা প্রাচীর দিলে পড়ুয়াদের সুরক্ষার বিষয়টি আরও ভালো হবে। আমাদের দাবি স্কুল কর্তৃপক্ষ বিষয়টিতে নজর দিক।' একই সুর শোনা গিয়েছে স্কুলের প্রাক্তনী সুশান্ত বর্মনের গলাতেও। তাঁর কথায়, 'স্কুলের পাশে ওই মাঠটিতে বেশিরভাগ সময় গোরু চড়ে বেড়ায়। এছাড়াও স্থানীয় মানুষদের একাংশ মাঠটিকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করেন। তাই কর্তৃপক্ষের উচিত প্রাচীর দিয়ে মাঠটি ঘিরে দেওয়া।'

প্রাচীর হলে মাঠটির পরিধি অনেকটা বাড়বে। এতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ভালোমতো খেলাধুলো করতে পারবে। পাশাপাশি স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতে সুবিধা হবে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সহকারী প্রধান শিক্ষক সুভাষ রায় সরকার বললেন, 'সীমানা প্রাচীর তৈরিতে মূল সমস্যা রয়েছে অর্থের। বিষয়টি মৌখিকভাবে অনেক জায়গায় জানানো হয়েছে।'

স্কুলের ওই মাঠটির সীমানা প্রাচীরের বিষয়টি নিয়ে বিধায়কের সঙ্গে কথা বলব বলে জানালেন চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি।

পড়োয় পড়োয়

মাথাভাঙ্গা

পুরসভার উদাসীনতায় বন্ধ ঐতিহ্যের গ্রন্থাগার

মাথাভাঙ্গা, ১২ ফেব্রুয়ারি : মাথাভাঙ্গা শহরের চার নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি গ্রন্থাগার। বর্তমানে সেটি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। তবুও মহকুমার সংস্কৃতির অতীত ঐতিহ্য বহন করে চলছে সেটি।

রাজ আমলে তো বটেই। পরবর্তীতে বহুদিন মহকুমায় সংস্কৃতিচর্চা ও বই পড়ার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ১১৩ বছর আগে প্রজাদের মধ্যে বই পড়ার ঝোঁক বাড়াতে গ্রন্থাগারটি তৈরি করিয়েছিলেন তৎকালীন কোচবিহারের মহারাজা। কিন্তু পুরসভার গাফিলতির জন্য বর্তমানে বন্ধ সেটি। তবে গ্রন্থাগারটি সংস্কার সহ পাঠকের উপযোগী করে তোলার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহলে। বিরোধীদের পাশাপাশি শহরের সংস্কৃতিপ্রেমীদের অভিযোগ, তৎকালীন রাজারা প্রজাদের বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করতে যে উদ্যোগ দেখিয়েছিলেন তার ছিটেফোঁটা উদ্যোগ বর্তমানে নেই। পুরসভা সূত্রে খবর, একটা সময় পাঁচ হাজারের বেশি বই ছিল গ্রন্থাগারটিতে। ২৯ খণ্ডে বিশ্বকোষ, সবুজপত্র, আর্য দর্পণ সহ বিভিন্ন বই এবং সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় সমৃদ্ধ ছিল গ্রন্থাগারটি। চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক বলেন, ফের গ্রন্থাগারটি চালুর বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছে পুরসভা।'

কোচবিহার

নিকাশিনালা যেন ভাগাড়

কোচবিহার, ১২ ফেব্রুয়ারি : নিকাশিনালা নাকি ভাগাড় সেটা বোঝা মুশকিল। শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে স্টুডেন্টস হেলথ হোম সংলগ্ন এলাকায় নিকাশিনালাটি কার্যত ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। হোটেলের আবর্জনা, সাইকেলের টায়ার, গৃহস্থালির আবর্জনা, প্লাস্টিক সহ বিভিন্ন আবর্জনাও ফেলা হচ্ছে সেখানে। দিনের পর দিন নিকাশিনালায় আবর্জনা জমে থাকায় মশার আঁতুড় তৈরি হয়েছে সেখানে। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এতে ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে পথচারীরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ী বললেন, 'নিকাশির এমন পরিস্থিতিতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বিষয়টির তাড়াতাড়ি সমাধান করতে হবে। নাহলে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।' যদিও পুরসভার তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, বেশ কিছুদিন ধরে ওই এলাকার নিকাশিনালা পরিষ্কার করা হচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। এ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে ছাড়ছেন না স্থানীয়রা। কাউন্সিলার শুভ্রজিৎ কুণ্ডুকে ফোন করা হলে তিনি ফোন তোলেননি।

বাজারের পেছনের রাস্তায় আবর্জনায় দুর্ভোগ

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১২ ফেব্রুয়ারি : সকালবেলা চওড়াহাট মাছ বাজারে গিয়েছিলেন ঝুড়িপাড়া কার্গিল মোড়ের বাসিন্দা প্রকাশ সাহা। বাড়ি যাওয়ার তাড়া থাকায় বাজারের পেছন রাস্তা দিয়ে ফিরবেন বলে স্থির করলেন। কিন্তু রাস্তায় পা ফেলতেই চক্ষু চড়কগাছ তাঁর। রাস্তাজুড়ে আবর্জনা পড়ে রয়েছে। তা থেকে এতটাই দুর্গন্ধ বের হচ্ছে যে চলাফেরা তো দূর, আশপাশে দাঁড়ানোর মতো পরিস্থিতি নেই। প্রকাশের কথায়, 'এত বড় রাস্তা অথচ আবর্জনায় ভর্তি। এতে ব্যবসায়ী, স্থানীয় লোক সহ বাজারে আসা লোকজনের অসুবিধা হচ্ছে। তাড়াতাড়ি এর সমাধান দরকার।'

চওড়াহাট বাজারে মাছ, মাংস ও সবজি বাজার বসে। পেছনের রাস্তাটিতে আবর্জনা জমতে জমতে স্তূপ হয়ে গিয়েছে। দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে উঠেছে। সেদিকে কোনও নজর নেই পুরসভার। বাজার করতে আসা মানুষজনের দাবি রাস্তাটি পরিষ্কারের।

চওড়াহাট বাজারের পেছনের রাস্তার বেহাল অবস্থা। -সংবাদচিত্র

মাছ বাজারের পাশে বাঁশের ধারাইয়ের ব্যবসা করেন সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস। তাঁকে এই আবর্জনার মধ্যে বসে ব্যবসা করতে হয়। সুভাষ জানান, বাজারটি তৈরির সময় সবকিছু ঠিক ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে আবর্জনা জমে রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে। শুধু আবর্জনা ফেলা নয়, অনেকে আবার ওই রাস্তায় আবর্জনা দেখে জায়গাটি শৌচালয় হিসেবে ব্যবহার করছেন। এতে ভয়ংকর দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। দুর্গন্ধের মধ্যে থাকতে হচ্ছে সকলকে।

> এত বড় রাস্তা অথচ আবর্জনায় ভর্তি। এতে ব্যবসায়ী, স্থানীয় লোক সহ বাজারে আসা লোকজনের অসুবিধা হচ্ছে। তাড়াতাড়ি এর সমাধান দরকার।
>
> **প্রকাশ সাহা,** *স্থানীয় বাসিন্দা*

দিনহাটা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামী বললেন, 'আবর্জনার পাশাপাশি রাস্তাটি খারাপ হয়ে গিয়েছে। বর্ষাকালে অবস্থা আরও খারাপ হয়। রাস্তায় জল জমে থাকে। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব সমস্যাগুলির সমাধান করতে।'

পুরসভা সূত্রে খবর, শহরে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের সমস্যা রয়েছে ঠিকই। কিন্তু বাজারের পেছনের রাস্তাটি এর মধ্যেই পরিষ্কার করা হয়েছে। তবে এব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দা, ব্যবসায়ী ও বাজারে আসা মানুষজনকে সচেতন হতে হবে। ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী বলেন, 'নিয়মিত বাজার পরিষ্কার করা হয়। তবে বেশ কিছু ড্রেন এবং রাস্তার কাজের জন্য আমরা ওপরমহলে আবেদন জানিয়েছি। এর মধ্যে বাজারের ওই রাস্তাটি রয়েছে। আশা করছি তাড়াতাড়ি সমস্যা মিটে যাবে।'

তথ্য : বিশ্বজিৎ সাহা, দেবদর্শন চন্দ

তিনি শুক্লধ্বজ। চিলের মতো ছোঁ মেরে গেরিলা কায়দায় শত্রু নিধনে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সেজন্য পরিচিত ছিলেন চিলারায় নামে। কিন্তু এই বীরশ্রেষ্ঠ বিশ্ব মহাবীর চিলারায় ওরফে মহারাজকুমার শুক্লধ্বজ আজও আটকে রইলেন প্রাদেশিকতার গণ্ডিতে। কেন হয়ে উঠতে পারলেন না 'ন্যাশনাল আইকন'? ৫১৫তম জন্মদিবসে তারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা।

চিলারায়ের ৫১৫তম জন্মদিবস পালিত

কোচবিহার ব্যুরো

১২ ফেব্রুয়ারি : গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের (জিসিপিএ) ব্যানারে কোচবিহারের একাধিক জায়গায় বীর সেনানায়ক চিলারায়ের জন্মদিবস যথাযথ মর্যাদায় পালিত হল। তবে কোথাও কোনও রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধিদের সেভাবে দেখা যায়নি। চিলারায়কে সামনে রেখে জিসিপিএ-র কোন গোষ্ঠী বেশি শক্তিশালী, কার্যত তারই আস্ফালন দেখা গেল অধিকাংশ স্থানেই। অবশ্য জিসিপিএ-র নগেন রায় গোষ্ঠী আয়োজিত অনুষ্ঠানেই বুধবার সবচেয়ে বেশি জমায়েত লক্ষ্য করা গিয়েছে। তবে শুধু জিসিপিএ নয়, অন্য সংগঠনগুলির তরফেও কোচবিহার জেলাজুড়ে চিলারায়ের ৫১৫তম জন্মদিবসটি পালন করা হয়।

কোচবিহার-২ ব্লকের সিদ্ধেশ্বরী এলাকায় এদিন চিলারায়ের মূর্তিতে মাল্যদান, ধর্মীয় আচার ও নানা রকমের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। জমায়েতকে কেন্দ্র করে কার্যত মেলার চেহারা নিয়েছিল। বসেছিল প্রচুর দোকানপাটও। এদিকে, বুধবার কোচবিহার-১ ব্লকের ঘুঘুমারি কদমতলা এলাকায় জিসিপিএ-র বংশীবদন বর্মন গোষ্ঠীর তরফে বীর সেনাপতি চিলারায়ের জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। সংগঠনের সম্পাদক তথা রাজবংশী ভাষা অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মন এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে পৃথক কোচবিহার রাজ্যের দাবিতে তাঁরা আরও একবার সরব হলেন। এই দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট, কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি- সমস্ত রাজনৈতিক দল একসুরে বাধা দিচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। এই অবস্থায় নিজেদের দাবি পূরণে সাংগঠনিক কাজকর্ম আরও জোরালো করার আহ্বান জানান তিনি। সরকারি পদে থেকেও বংশীবদন এদিন তৃণমূল কংগ্রেসকে বারবার বিঁধেছেন। পৃথক রাজ্যের পাশাপাশি রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করার গুরুত্ব প্রসঙ্গেও এদিন তিনি আলোকপাত করেন।

অন্যদিকে, জিসিপিএ-র পরেশ বর্মন গোষ্ঠীর উদ্যোগেও কোচবিহার-১ ব্লকের বৈরাতি গ্রামে বীর সেনানায়ক চিলারায়ের জন্মদিবসে নানা অনুষ্ঠান করা হয়। এদিন শিবচণ্ডীপুজো, প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। জিসিপিএ-র সাধারণ সম্পাদক পরেশ বর্মন বলেন, 'রাজনৈতিক আবহে বীর সেনানায়ক চিলারায়ের প্রকৃত মূল্যায়ন আজও করা হয়নি। তাই, আমরা প্রকৃত অর্থে চিলারায়ের গুরুত্ব কোচবিহারবাসীর উদ্দেশ্যে তুলে ধরেছি।' পাশাপাশি এদিন সংগঠনের কেন্দ্রীয় অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কোচবিহার জেলা সম্পাদক কল্যাণচন্দ্র বর্মন বলেন, 'আমাদের একটাই দাবি, সরকার কোচবিহার রাজ্যের ভারতভুক্তি চুক্তি রূপায়ণ করুক।'

এদিন চান্দামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈরাতি গ্রামেও চিলারায়ের জন্মদিবসের অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। মঞ্চে বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হয়। এদিন কোচবিহার পুরসভার সামনে চিলারায়ের মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, দ্য কোচবিহার রয়েল ফ্যামিলিস সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণ সহ অন্যরা। চেকপোস্ট এলাকায় চিলারায়ের মূর্তিতে বিভিন্ন সংগঠন থেকে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সেখানে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পার্থপ্রতিম রায়কে একসঙ্গে একমঞ্চে দেখা গিয়েছে। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চিলারায়গড় এলাকায় চিলারায়ের মূর্তিটি এদিন পুনঃস্থাপন করা হয়। অল কোচ রাজবংশী স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (আক্রাসু)-র তরফে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়েছে।

কোচবিহারের ইতিহাস থেকে জানা যায়, মহারাজা বিশ্বসিংহের তৃতীয় পুত্র ছিলেন চিলারায়। মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে তিনি সেনাপতির দায়িত্ব সামলেছেন। সম্পর্কে নরনারায়ণ ছিলেন চিলারায়ের দাদা। চিলারায়ের প্রকৃত নাম শুক্লধ্বজ। জনশ্রুতি, চিলের গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে যুদ্ধ করতেন বলে তাঁর নাম হয় চিলারায়।

পুরসভার সামনে চিলা রায়ের মূর্তিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

আজও মূল্যায়ন হল না গেরিলা যুদ্ধের প্রবর্তকের

কুমার মৃদুলনারায়ণ

কেউ বলেন বীর সূর্য, কারও মতে তিনি অবিসংবাদিত মহান বীর। আসলে তিনি শুক্লধ্বজ। কিন্তু চিলের মতো দুরন্তগতিতে ছোঁ মেরে গেরিলা কায়দায় শত্রুকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখতেন তিনি। তাই লোকমুখে তাঁর নাম হয়ে গেল-'চিলারায়'। তাঁর নাম শুনলেই শত্রুপক্ষ বিনা প্রতিরোধেই যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করত। কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ বিশ্ব মহাবীর চিলারায় ওরফে মহারাজকুমার শুক্লধ্বজ আজও প্রাদেশিকতার গণ্ডি পেরিয়ে 'ন্যাশনাল আইকন' হয়ে উঠতে পারেননি কেন? একজন বীর যোদ্ধার যা যা গুণাবলি থাকা দরকার বা মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য যে বীরত্বের প্রদর্শন দরকার তিনি তা করেছিলেন। অথচ আমরা যে ইতিহাস পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছি, তা অনেকটাই একমুখী। শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় কিছু যোদ্ধা বা গোষ্ঠীর ইতিহাস। ভারতবর্ষের সার্বিক বা উজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরলে সেখানে নিশ্চিতভাবে বীর চিলারায়ের কৃতিত্ব সঠিক মর্যাদা পাবে।

ঐতিহাসিকরা স্বাধীনতার পর ভারতের ইতিহাস বলতে এতদিন প্রাথমিক থেকে শুরু করে কলেজ পর্যন্ত দিল্লি, মগধ, পাটলিপুত্র, মোগল, পাঠান, সুলতান, গুপ্ত, মৌর্য ইত্যাদি ইতিহাস পড়িয়েছেন। কোনওদিনও এই খ্যাতনামা বীরদের (চিলারায়, রানি গাইলিন্ডু) বীরত্ব বা বীর যোদ্ধারা যে এই দেশে ছিলেন সেটাও জানতে দেওয়া হয়নি বা তাঁদের বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া হয়নি, কারণ আজও অজানা। একবার ভাবুন রাজপুত মহারানা প্রতাপ, মারাঠা বীর শিবাজি রাও এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা যেখানে মোগলদের প্রত্যক্ষ যুদ্ধে পরাজিত করতে পারেননি, কামতা বা বেহার রাজবংশের মহারাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা বীর চিলারায় প্রতিকূল ভৌগোলিক অবস্থার মধ্যেও অসীম শক্তিধর মোগল শক্তিকে প্রতিহত করেছিলেন কয়েকবার। তিনি ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সমর বিশারদদের মধ্যে একজন। তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিন্তু নম্র। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে পুরো পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুর, শ্রীহট্ট (সিলেট) জয়ন্তিয়া, ডিমুরুয়া, কাছাড়, খাইরম সহ বেশিরভাগ রাজাকে পরাজিত করে নিজভূমিকে বাঁচাতে এবং সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সেনাপতিত্বেই মহারাজা নরনারায়ণ কামতা রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। নরনারায়ণ তাঁর রাজ্যাভিষেকের সময় ভাই চিলারায়ের উপাধি দিয়েছিলেন- 'সংগ্রাম সিংহ'। অনেক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক সর্বকালীন যে তিনজন বীর যোদ্ধাদের নাম উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে চিলারায় অন্যতম। এছাড়া তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য অনেকের কাছে ঈর্ষণীয়। অতীতের এই যোদ্ধার অনেক গৌরবগাথা চর্চিত না হওয়ার ফলে সেই সময়কার ঘটনাবলি, আর্থসামাজিক অবস্থা, ভৌগোলিক অবস্থা, অবস্থানগত দিক আজও অজানা। উপযুক্ত পাঠক্রম বা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হলেই অনায়াসেই আমরা জানতে পারতাম তখনকার ইতিহাস। অথচ আজও এই মহান বীরের এবং কোচবিহার রাজবংশের ইতিহাস মুষ্টিমেয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। অসম, ত্রিপুরা সহ পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ বাদে কে জানে এই যোদ্ধার বা তাঁর বংশের বীরত্বের কাহিনী। সীমিত চর্চার ফলে এই মহান সেনাপতির ইতিহাস আজও অনেকের কাছে অজানা। আমরা জানি ইতিহাস ও সংস্কৃতির ভেতরে লুকিয়ে আছে একটি জাতির পরিচয়। পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসমে দীর্ঘদিন ধরে এই বীর যোদ্ধার ঐতিহাসিক কীর্তি পাঠক্রমে সম্মানের সঙ্গে স্থান পেয়েছে। তাঁর নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। যদিও সম্প্রতি লাচিত বরফুকনকে নিয়ে মাতামাতি করতে গিয়ে অনেক সময় চিলারায়কে অবজ্ঞা করা হচ্ছে বলে অনেকেই উষ্মা প্রকাশ করছেন। সরাইঘাটের যুদ্ধের পরাক্রমের জন্য অসমের ইতিহাসে লাচিত বরফুকনের নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। এটা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তিনিও শ্রদ্ধার এবং সম্মানের। পাশাপাশি মনে রাখতে হবে বীর চিলারায়ের অবদানকেও।

(লেখক কোচবিহার রাজপরিবারে সদস্য)

ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেরোয় এক অনুষ্ঠানের মঞ্চে সাকিরা। বুধবার। -এএফপি

কিশোরীকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার তরুণ

শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিশোরীর সঙ্গে সহবাস ও আপত্তিকর ভিডিও তুলে তাকে ব্ল্যাকমেল করে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠল। মাটিগাড়ার ঘটনা। মঙ্গলবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত তরুণের নাম প্রসেনজিৎ বর্মন। তার বাড়ি কোচবিহারে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফেসবুকের সূত্রে মাটিগাড়ার কিশোরীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল প্রসেনজিতের। ক্রমে সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিশোরীর সঙ্গে সহবাস করে ওই তরুণ। ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ভিডিও গোপনে রেকর্ড করে রেখেছিল সে। পরবর্তীতে তা দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করে একাধিকবার ধর্ষণ করে মেয়েটিকে। এমনকি বিয়ে করতেও অস্বীকার করে।

এরপর কিশোরীর পরিবারের তরফে গত বছর ১৫ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরই উধাও হয়ে যায় ওই তরুণ। মহিলা থানার তদন্তকারী দল অভিযুক্তের কোচবিহারের বাড়িতেও গেলেও সেখানে তাকে পায়নি। মঙ্গলবার ওই তরুণ মামলা তোলার জন্য চাপ দিতে নির্যাতিতার বাড়িতে এসেছিল। রাতে কিশোরীর পরিবারের তরফে বিষয়টি থানায় জানানো হয়। এরপর মহিলা থানার একটি দল এসে নির্যাতিতার বাড়ি ঘিরে ফেলে। সেখান থেকে অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সমবায় ব্যাংকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের গ্রুপ ইনসুরেন্স

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের গোষ্ঠীবিমার আওতায় আনল জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক। ন্যাশনাল ইনসুরেন্সের মাধ্যমে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং ও কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের ব্যবসায়ীদের জন্য এই বিমা চালু হবে। গ্রুপ ইনসুরেন্স কভারেজে থাকা ব্যবসায়ীর দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বা তিনি আহত হলেও বিমার সুবিধা পাবেন।

সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সরকারি জমির উপর দোকান রয়েছে, এমন ব্যবসায়ীরাও এই গ্রুপ ইনসুরেন্সের সুবিধা পাবেন। ব্যবসায়ী সমিতি থেকে ব্যবসায়ীদের যে তালিকা ব্যাংকে জমা করা হবে তার ভিত্তিতেই এই ইনসুরেন্সের আওতায় আনা হবে ব্যবসায়ীদের। মাসিক মাত্র ৬০ টাকা দিয়ে সর্বোচ্চ তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন ব্যবসায়ীরা।

জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি ভূমিকম্পপ্রবণ ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত। ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের এই ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। তাছাড়া অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাও ঘটে থাকে। সব দিক বিবেচনা করেই আমাদের ব্যাংক ব্যবসায়ীদের গ্রুপ ইনসুরেন্স করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

সৌরভ জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গে এই ধরনের উদ্যোগ প্রথম। এখানকার বহু ব্যবসায়ীর নিজস্ব জায়গা নেই। কেউ ভাড়া নিয়ে, কেউ দখল করা সরকারি জায়গায় দোকান করেছেন। ব্যাংকের থেকে ঋণ নিয়ে তাঁদের কেউ কেউ ব্যবসা শুরু করেছেন ঠিকই। কিন্তু অগ্নিকাণ্ড বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ব্যবসার ক্ষতি হলে জায়গা নিজের নামে না থাকায় তাঁরা বিমার সুবিধা পান না। তাই এবার ন্যাশনাল ইনসুরেন্সের সঙ্গে কথা বলে সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের তরফে এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এদিন আলোচনা সভায় জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার্স অফ কমার্সের সম্পাদক অভ্র বসু বলেন, 'ব্যাংকের তরফে এটা খুব ভালো উদ্যোগ। অনেক জমিহীন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী গ্রুপ ইনসুরেন্সের আওতায় বিমার সুবিধা পাবেন। আমরা ব্যাংকের পাশে আছি।'

জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দিলীপ সাহা মনে করেন, অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নিজের জমিজায়গা ছাড়া ব্যবসা করেন। তাঁদের ক্ষতি হলে বিমা থেকে বঞ্চিত হন। সরকারি ক্ষতিপূরণও পান না। গ্রুপ ইনসুরেন্স থাকলে তাঁরা বিমার সুবিধা পাবেন।

২০১৫ সালের ৭ মে দিনবাজার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়। অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সরকারি আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হন। সেই প্রসঙ্গ টেনে জলপাইগুড়ি দিনবাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির শরৎ মণ্ডল বলেন, 'এই গ্রুপ ইনসুরেন্স ব্যবসায়ীদের জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল।' ব্যাংকের এই গ্রুপ ইনসুরেন্স করানোর উদ্যোগকে স্বাগত জানান নাবার্ডের ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার রণদীপ মাঝি।

সরকারি খয়রাতিতে

প্রথম পাতার পর

ক্ষমতায় এসে কেউ কেউ নানা ভাতা চালু করে, যার জন্য কাউকে খাটনি করতে হয় না। মাসের শেষে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করে দেয় সরকার। এই 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' সংস্কৃতি সম্পর্কে সতর্ক করল আদালত। শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য দূরীকরণে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্র। সেই সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে বুধবার শীর্ষ আদালতে কেন্দ্রীয় সরকার জানায়, দারিদ্র্য দূরীকরণ মিশনে শহুরে গৃহহীনদের আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করা হবে। শহুরে গরিবদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও করা হবে। এই প্রেক্ষিতে বিচারপতি গাভাই মন্তব্য করেন, 'বিনামূল্যে বিভিন্ন সুবিধা পেয়ে মানুষ আর কাজ করতে চাইছে না। তারা বিনামূল্যে র‍্যাশন পাচ্ছে। কাজ না করেই পেয়ে যাচ্ছে টাকা।'

ভোট-রাজনীতির 'খয়রাতি সংস্কৃতি' নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি গাভাই উলটে কেন্দ্রকে পরামর্শ দেন, 'শহরাঞ্চলের দরিদ্রদের জন্য আপনারা যে ভাবছেন, সেটা খুব ভালো কথা। কিন্তু তাঁদের সমাজের মূলস্রোতের অঙ্গ করে তোলা, দেশের উন্নয়নে লাগানো কি আরও ভালো হবে না?' কতদিনের মধ্যে শহরে দারিদ্র্য দূরীকরণ রূপায়িত হবে, অ্যাটর্নি জেনারেলকে তা জানাতেও বলেন তিনি। ছ'সপ্তাহ পরে এই মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য হয়েছে।

নরেন্দ্র মোদি একসময় এই পাইয়ে দেওয়াকে রেউড়ি সংস্কৃতি বলে ব্যঙ্গ করতেন। কিন্তু এখন তাঁর দল বিজেপিও খয়রাতির বন্যা বইয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যে। হালে দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপির প্রতিশ্রুতি তার প্রমাণ।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। মৃতের নাম বর্ষা ধর (২৫)। বুধবার দুপুরে হ্যামিল্টনগঞ্জের শ্যামাপ্রসাদ কলোনিতে নিজের ঘরেই ওই গৃহবধূকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পরিবারের সদস্যরা পুলিশে খবর দিলে কালচিনি থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে।

গ্রামমুখী বাজেট

প্রথম পাতার পর

সচেতনভাবে তাই ২০২৬-এর আগে শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেটকে গ্রামের জন্য জনমোহিনী করে তুলেছে মমতার সরকার।

শহরের উন্নয়নে বিরাট কিছু প্রস্তাব না থাকলেও সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা বাড়িয়ে মূলত শহুরে মধ্যবিত্তকে খুশি করার চেষ্টা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পরে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'আমরা রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এক কিস্তি মহার্ঘ ভাতাও দিয়েছি।' চলতি বছরের ১ এপ্রিল থেকে ৪ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা বাড়বে। এতে রাজ্য সরকারের কর্মীদের মহার্ঘ ভাতার হার বেড়ে হবে ১৮ শতাংশ।

মহার্ঘ ভাতা নিয়ে মামলা এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। রাজ্য বাজেটের প্রস্তাবে সেই মামলাকে কিছু লঘু করে দেওয়ার চেষ্টা হল বলে মনে করা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো... সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও...' উচ্চারণ করে বাজেট ভাষণ শুরু করেন চন্দ্রিমা। ঘণ্টাখানেকের ভাষণের শেষ দিকে তিনি মহার্ঘ ভাতা বাড়ানোর ঘোষণা করেন।

সেসময় শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা 'বেকারদের চাকরি চাই' লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে কয়েক মিনিট হট্টগোল করে ওয়াক-আউট করেন। আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী অবশ্য চুপ ছিলেন। চিৎকার সত্ত্বেও চন্দ্রিমা ভাষণ বন্ধ করেননি। বিরোধীদের ওয়াক-আউটের প্রায় ৫ মিনিট পর তাঁর ভাষণ শেষ হয় মুখ্যমন্ত্রীর লেখা কবিতা 'সকল বাধা ছিন্ন করে/ জাগবে যৌবন নতুন সুরে/ বুকের ভাঙা পাঁজর সরিয়ে/ বাংলা জাগবে বিশ্বের ভোরে' পাঠ করে।

রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি ক্রিম রংয়ের ওপর সবুজ কাঁথা স্টিচের শাড়ি পরে বাজেট পেশ করেন চন্দ্রিমা। তাঁর হাতের ফাইলটিও ছিল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে বেত দিয়ে তৈরি। তাঁর বাজেট পেশের আগেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস শাসকদলের বিধায়কদের বিরোধীদের প্ররোচনার ফাঁদে পা না দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে রেখেছিলেন। তাতে বিরোধীরা চিৎকার করলেও তাঁরা চুপ ছিলেন। দীর্ঘদিন পর বাজেট পেশের সরাসরি সম্প্রচার হয়নি। তার কারণ সম্পর্কে বিধানসভার পক্ষ থেকে কিছু বলা হয়নি।

কেন্দ্রকে তোপ

প্রথম পাতার পর

প্রকাশ্যে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে আগামীতে নতুন করে জিসিপিএ যে আন্দোলনের পথে যেতে চাইছে সেই বার্তাই দিতে চাইছেন নগেন।

বুধবার কোচবিহার-২ ব্লকের সিদ্ধেশ্বরীতে বীর চিলারায়ের ৫১৫তম জন্মদিবস পালন করা হয়। যেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা গ্রেটার নেতা নগেন বলেন, 'বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতি শুরুর আগেই আমি নিজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সীমান্তের নানা সমস্যার কথা জানিয়েছি। কিন্তু তা কর্ণপাত করেননি তিনি। শুধুই রাজনীতি করা হচ্ছে। দেশের স্বার্থে এসব রাজনীতি আমরা মেনে নেব না। সীমান্তবর্তী এই কোচবিহারের অনেক গুরুত্ব রয়েছে।'

এদিন জন্মদিনের অনুষ্ঠানে রাজস্থান, তামিলনাড়ু সহ দেশের বিভিন্ন এলাকার ক্ষত্রিয় সংগঠনের নেতৃত্ব অংশ নেয়। তাদের পাশে বসিয়েই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একের পর এক তোপ দাগতে থাকেন নগেন। এবার আর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নয়, পৃথক রাজ্যের দাবিতে যে ফের জিসিপিএ আন্দোলনে নামতে চলেছে তা নগেনের কথাতেই স্পষ্ট। এদিকে, দলেরই সাংসদ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগায় বিজেপি নেতৃত্বও অস্বস্তিতে পড়েছে।

বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, 'উনি আমাদের সাংসদ হলেও ওঁর নিজস্ব একটি সংগঠন রয়েছে। সেই সংগঠনের হয়ে উনি কী বলেছেন সেটা ওঁর বিষয়। ওই বক্তব্যের প্রসঙ্গে যা বলার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বলতে পারবে।'

উত্তরের পুরসভাগুলির জন্য বরাদ্দ ৫২ কোটি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গের ১৫টি পুরসভা ও শিলিগুড়ি পুরনিগমকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে কাজ করার জন্য প্রথম কিস্তির ৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে টায়েড ও আনটায়েড ফান্ডে প্রথম কিস্তিতে এই অর্থ রাজ্য বাজেটের আগে বরাদ্দ করা হয়েছে।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, আনটায়েড ফান্ডের টাকা রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার, পথবাতি, ফুটপাথ নির্মাণ, ক্ষুদ্র সামগ্রী থেকে আসবাসপত্র কেনা, পুরোনো বিল মেটানো ও জলপ্রকল্পের কাজে ব্যবহার করতে পারবে পুরসভাগুলি। টায়েড ফান্ডের টাকা স্যানিটেশন প্রকল্প, স্বচ্ছ প্রকল্পে শৌচাগার তৈরি এবং পরিস্রুত পানীয় জলপ্রকল্পের মতো নির্দিষ্ট খাতে কাজে লাগানো যাবে।

পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গের মধ্যে শিলিগুড়ি পুরনিগম সবচেয়ে বেশি ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পেয়েছে। আলিপুরদুয়ার পুরসভাকে ২ কোটি

লক্ষ্য উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন

৬৬ লক্ষ টাকা, বালুরঘাটকে সাড়ে ৪ কোটি টাকা, ডালখোলাকে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, দার্জিলিংকে ৪ কোটি টাকা, ইংলিশবাজারকে সাড়ে ৬ কোটি টাকা, গঙ্গারামপুরকে আড়াই কোটি টাকা, হলদিবাড়িকে ৬৫ লক্ষ টাকা, ইসলামপুরকে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা, কালিয়াগঞ্জকে ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, কোচবিহারকে ২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা, মালবাজারকে ১ কোটি টাকা, মাথাভাঙ্গাকে ৮৬ লক্ষ টাকা, মেখলিগঞ্জকে ৫৭ লক্ষ টাকা, ময়নাগুড়িকে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা এবং ফালাকাটাকে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা প্রথম কিস্তি হিসেবে বরাদ্দ করা হয়েছে।

ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় ও মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি জানান, অনেক কাজের প্রস্তাব রাজ্যের কাছে পাঠানো হয়েছিল। অর্থবরাদ্দ হওয়াতে এখন সেই পরিষেবা দেওযা সম্ভব হবে। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, যে সমস্ত পুরসভাকে অর্থবরাদ্দ করা হয়নি তারাও টাকা পাবে। কয়েকটি পুরসভাকে কয়েকদিন আগেই এই তহবিল থেকে অর্থবরাদ্দ করা হয়েছিল।

চাহিদায় পড়ল না আলো

প্রথম পাতার পর

দীর্ঘদিন ধরে যে দানখয়রাতির অর্থনীতি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সেটা বেশ ভালোই অনুভব করেছেন তিনি।'

তাঁদের কৃষিপ্রকল্পের আওতায় এনে সেচ সহ নানা সুবিধা দানের জন্য দীর্ঘদিন থেকেই দাবি তুলছিলেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা। সেই দাবি না মেটায় হতাশা চেপে রাখেননি ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী। তাঁর কথা, 'এবার বাজেটে শুধুমাত্র কাঁচা পাতার ওপর থাকা সেস মকুব করা হয়েছে আগামী বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত। সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। কিন্তু লিখিতভাবে যে দাবিগুলো করেছিলাম সেগুলি পূরণ না হওয়ায় আমরা হতাশ।' বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের কটাক্ষ, 'পরিকাঠামো থেকে কর্মসংস্থান, সর্বত্রই ঝুলি শূন্য। পুরনিগম, পুরসভা, নদীবাঁধ থেকে পর্যটন, ক্রীড়া, গ্রাম উন্নয়ন- উত্তরবঙ্গের জন্য কিছুই নেই রাজ্য বাজেটে।' উত্তরের জেলায় জেলায় শিল্পের জন্য জমি চিহ্নিত হলেও বহু জায়গাতেই পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ আজও বিশবাঁও জলে। যা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুরজিৎ পাল। তাঁর বক্তব্য, 'আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর সহ বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রগুলি পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে। বিনিয়োগকারীরা মুখ ফেরাচ্ছেন। সেসবের জন্য বাজেটে কোনও কথা বলা হল না। আমরা হতবাক হয়ে গিয়েছি। উত্তরের শিল্পের উন্নয়নে অনেক কথা বলা হলেও বাজেটে তার নামমাত্র প্রতিফলন নেই।'

করোনার পর কার্যত মৃত শহরে পরিণত হয়েছে আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁ। জয়গাঁর উন্নয়নে রাজ্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ হবে বলে আশাবাদী ছিলেন অনেকেই। সে আশাও পূরণ হয়নি। আলিপুরদুয়ার চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে'র কথা, 'রাজ্য বাজেটে জেলাভিত্তিক বরাদ্দ থাকাটা জরুরি ছিল। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির জন্য প্রচুর অর্থবরাদ্দ হলেও আলিপুরদুয়ারের শিল্পকাঠামো, মেডিকেল কলেজ, দ্বিতীয় কালজানি সেতু সহ নানা প্রত্যাশা পূরণ হল না।'

বছরের পর বছর ধরে উত্তরবঙ্গে আন্তর্জাতিক মানের একটি স্টেডিয়াম তৈরির দাবি উঠেছে। রাজ্য বাজেটে তা নিয়ে কোনও ঘোষণা না হওয়ায় হতাশ ক্রীড়াপ্রেমীরাও। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মার বক্তব্য, 'আমাদের একটা আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট মাঠের ভীষণ দরকার। শিলিগুড়ির চাঁদমণির মাঠেই আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম করা যেতে পারে। কেন্দ্র-রাজ্য যৌথভাবে সেই কাজ করলে শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের মানুষ উপকৃত হবেন।'

ও মোর মাহুতবন্ধু

প্রথম পাতার পর

রবি নাকি চম্পাকলির কথা বোঝেন।

মাহুত হিসেবে কর্মজীবনের ৩১ বছরে একবার অসুস্থ হয়ে একটানা ১৫ দিন ছুটি নিয়েছিলেন রবি। আর নিজের বিয়ের জন্য নিয়েছিলেন তিনদিন ছুটি। ব্যাস। এর বাইরে আজ পর্যন্ত আর টানা ছুটি নেননি। কী করবেন? রবি যে উদ্বেগে ভোগেন, 'ও ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করল তো?'

রবির জীবনে চম্পাকলিকে মেনে নিয়েছেন বাড়ির লোকজনও। মেয়ে পারমিতাও বলছেন, 'চম্পাকলি আমার দিদির মতো। আমাদের পরিবারের একজন। ও অসুস্থ হলে আমাদের মুখে খাবার ওঠে না। বাবা অস্থির হয়ে ওঠে। সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত বাবা ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করে না।' গণেশপুজো, বিশ্বকর্মাপুজোর সময় চম্পাকলিকে নিজের হাতে সাজিয়ে দেয় পারমিতা। রবির মেয়েকেও চিনে গিয়েছে চম্পাকলি। তাই পারমিতা গায়ে হাত দিলে সে কিছুই বলে না।

চম্পাকলিকে নিজের হাতে স্নান করিয়ে, তেল মাখিয়ে দেন রবি। খাবারের দিকেও তাঁর কড়া নজর থাকে। বললেন, 'ওই তো আমার সংসার চালাচ্ছে। ও কষ্টে থাকলে তো আমাদেরও কষ্টে থাকতে হবে। সেইজন্য চম্পাকলিকে ছেড়ে আমি কোথাও যাই না।'

অঙ্কিতার মামলা খারিজ

প্রথম পাতার পর

বেঞ্চ তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয়। শীর্ষ আদালত জানায়, দীর্ঘ সময় পর আবেদন করায় মামলাটি গ্রহণ করা হচ্ছে না।

সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি'র তরফে জানানো হয় যে, যেহেতু আদালতের নির্দেশে অঙ্কিতার চাকরি আগেই বাতিল হয়েছে, তাই ২৬ হাজার অযোগ্য প্রার্থীর তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে আইনি লড়াইয়ের পরও চাকরি ফিরে পাওয়ার আশা শেষ হয়ে গেল অঙ্কিতার।

এদিকে, এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নতুন করে নথি জমা দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে এই আর্জি পেশ করা হলে আদালত জানতে চায়, দীর্ঘ শুনানির পর এখন কেন নতুন নথি জমা দিতে চাওয়া হচ্ছে? প্রাথমিকভাবে প্রধান বিচারপতি এই আবেদনের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলেও শেষপর্যন্ত আগামী সোমবারের মধ্যে সমস্ত নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় নতুন মোড় নেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের কাঠগড়ায়

প্রথম পাতার পর

খান কামালের সভাপতিত্বে কোর কমিটির বৈঠকের পরদিন শেখ হাসিনা বিক্ষোভকারীদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। রিপোর্টটিতে দাবি করা হয়েছে, তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'বিক্ষোভের নেতাদের, দাঙ্গাবাজদের ধরুন, হত্যা করুন এবং লাশ গুম করুন।'

ওই দপ্তরের হাইকমিশনার ভোলকার টুর্ক জানিয়েছেন, প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দমনের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্বিচারে গ্রেপ্তারি, আটক এবং অত্যাচার হয়েছিল বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং শীর্ষ নিরাপত্তা আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে। টুর্কের কথায়, 'জনগণের বিরোধিতার মুখেও ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে চেয়ে পরিকল্পিত নৃশংস পদক্ষেপ করেছিল তৎকালীন সরকার।'

রাষ্ট্রসংঘের তথ্যানুসন্ধানকারীরা ২৩০ জনেরও বেশি লোকের সাক্ষাৎকার, নির্যাতনের শিকার, প্রতিবাদী নেতা এবং কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে ১০৫ পাতার রিপোর্টটি তৈরি করেছেন।

যশস্বীর জায়গায় বরুণ, অবাক প্রাক্তনরা

ফিট বুমরাহকে নিয়েও 'ঝুঁকি' নেননি গম্ভীররা!

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : জসপ্রীত বুমরাহর জন্য শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। ১ শতাংশ সম্ভাবনা থাকলেও বুমরাহ-অস্ত্র হাতছাড়া করা হবে না। গত কয়েকদিন ধরে এমনই পূর্বাভাস মিললেও আদপে ঠিক উলটো পথেই হাঁটলেন গৌতম গম্ভীর-অজিত আগরকাররা।

সূত্রের খবর, ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির (এনসিএ) রিপোর্টে ফিট ঘোষণার পরও বুমরাহকে নিয়ে নাকি ঝুঁকি নিতে চাননি গম্ভীররা! মেডিকেল গ্রাউন্ডে পরে পরিবর্তনের সুযোগ থাকলেও অপেক্ষায় রাজি হননি ভারতীয় টিম ম্যানেজেন্ট, নির্বাচক কমিটি!

বেঙ্গালুরুর এনসিএ-তে স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং ট্রেনার রজনীকান্ত এবং ফিজিও তুলসীর তত্ত্বাবধানে রিহ্যাব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন বুমরাহ। ফিট সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়। এনসিএ প্রধান নীতিন প্যাটেল রিপোর্ট পাঠিয়ে দেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে। যেখানে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া বুমরাহ রিহ্যাব প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেছে। স্ক্যান রিপোর্ট ঠিক আছে। বুমরাহর সমস্যা নেই।

বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক আবার দাবি করেছেন, রিপোর্টে বোলিং করার মতো ফিট কিনা বুমরাহ, তা পরিষ্কার করা হয়নি। এনসিএ বিষয়টি নির্বাচক কমিটি, টিম ম্যানেজমেন্টের ওপর ছেড়ে দেয়। কিন্তু অজিত আগরকাররা নিজেদের কাঁধে বন্দুক নিতে রাজি নয়। টিম ম্যানেজমেন্টও।

২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সিরিজের জন্য বুমরাহকে একইভাবে ফিট ঘোষণা করে এনসিএ। কিন্তু সিরিজে ফের চোট, যার জেরে টি২০ বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যান। প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে এনসিএ, নির্বাচকরা। ফের মুখ পোড়ানোর আশঙ্কা এড়াতে বুমরাহকে বাইরে রেখে হর্ষিত রানাকে দলে নেওয়া। সেক্ষেত্রে একেবারে আইপিএলেই মাঠে ফিরবেন বুমরাহ।

এদিকে, পরিবর্ত দল নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। যশস্বী জয়সওয়ালকে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল নির্বাচকদের। যদিও রাতারাতি ১৮০ ডিগ্রি মত পরিবর্তন। পঞ্চম স্পিনার হিসেবে বরুণ চক্রবর্তীকে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যাকআপ ওপেনার যশস্বীর ওপর কোপ। সিদ্ধান্তে অবাক আকাশ চোপড়া, সুরেশ রায়না, সঞ্জয় বাঙ্গাররা।

প্রাক্তনদের যুক্তি, ১৫ জনের দলে ৫ স্পিনার যুক্তিহীন। সেক্ষেত্রে প্রাথমিক দলে থাকা কোনও স্পিনারের (পড়ুন ওয়াশিংটন সুন্দর) জায়গাতেই বরুণকে নেওয়া যেত। কারণ পাঁচজন স্পিনার রাখা হলেও সবাইকে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। অথচ, ওপেনারদ্বয়ের মধ্যে কেউ হঠাৎ করে সমস্যায় পড়লে ব্যাকআপ নেই যশস্বীর অনুপস্থিতিতে।

বুমরাহ পরিবর্তে হর্ষিতের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ফের গৌতম গম্ভীরের দিকে আঙুল উঠছে। সঞ্জয় বাঙ্গারদের মতে, মহম্মদ সিরাজের মতো অভিজ্ঞ একজনকে দরকার ছিল। মহম্মদ সামি ছন্দে না থাকলে, এই পেস ব্রিগেড কিন্তু সমস্যায় পড়বে। গত এক বছরে ওডিআই ফর্ম্যাটে সিরাজ যথেষ্ট ধারাবাহিকও। যে সিদ্ধান্তের মধ্যে ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া প্রাধান্য পেয়েছে, ক্রিকেটীয় যুক্তি নয়।

চলতি সিরিজেই ওডিআই অভিষেক ঘটেছে হর্ষিতের। নতুন বলে সাদামাটা দেখিয়েছে তিন ম্যাচেই। দ্বিতীয় স্পেলে কিছুটা সামাল দিলেও মেগা ইভেন্টের চ্যালেঞ্জ আদৌ কতটা সামলাতে সক্ষম হবেন অনভিজ্ঞ হর্ষিত বলা কঠিন। একরাশ সংশয়, অনিশ্চয়তা সঙ্গী করেই মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পা রাখতে চলেছে ভারতীয় দল।

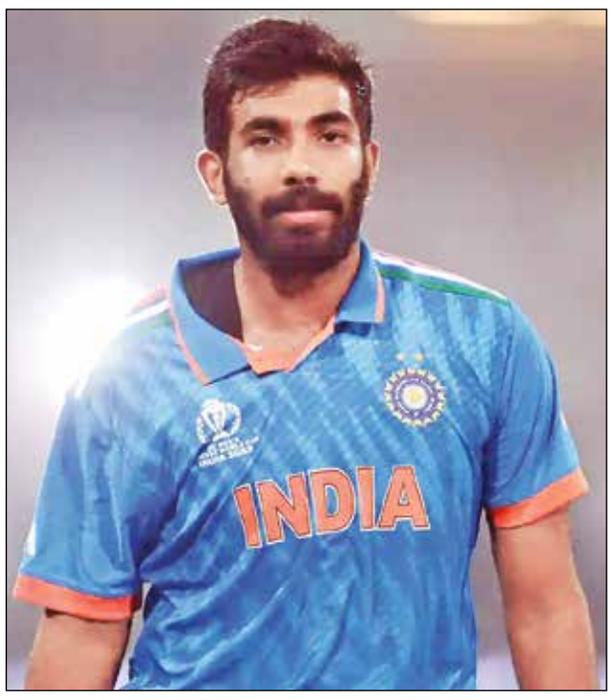

বুমরাহর অনুপস্থিতিতে কমজোরি দেখাচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার পেস অ্যাটাককে।

রিয়াল মাদ্রিদকে সমতায় ফেরানোর পর ব্রাহিম দিয়াজ। আনন্দে তাঁর পিঠে উঠে পড়লেন জুডে বেলিংহাম।

প্রি-কোয়ার্টার্সের পথে রিয়াল

ম্লান হাল্যান্ডের জোড়া গোল

ম্যাঞ্চেস্টার, ১২ ফেব্রুয়ারি : শেষ লগ্নে জুডে বেলিংহামের লক্ষ্যভেদে রিয়াল মাদ্রিদের জয়। ম্লান হয়ে গেল আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের জোড়া গোল।

ম্যাচ শুরুর আগে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি সমর্থকরা বিশাল এক টিফো নামান ইতিহাদের গ্যালারিতে। ছবিতে রড্রি ব্যালন ডি'অর হাতে। পাশে লেখা, 'এবার কান্না থামাও।' টিফোটা ভিনিসিয়াস জুনিয়ারকে কটাক্ষ করেই। ভিনি নিজে গোল পেলেন না, তবে তাঁর সতীর্থরা বোধহয় দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে সেই কটাক্ষেরই জবাব দিলেন। রিয়াল ম্যাচ জিতল ৩-২ গোলে।

> জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল। আমরা সুবিধাজনক জায়গায় আছি ঠিকই। তবে আমাদের একইরকম মানসিকতা নিয়ে নামতে হবে।
> -কার্লো আন্সেলোত্তি

সিটির বিরুদ্ধে এবার সহজেই জিতবে রিয়াল। পেপ গুয়ার্দিওলার দলের যা পরিস্থিতি তাতে এটাই অনুমেয় ছিল। তবে আরেকটু হলে সব হিসাব বদলে দিতে বসেছিল ম্যান সিটি। ম্যাচের ১৯ মিনিটেই রিয়ালের রক্ষণ ভেঙে সিটিকে এগিয়ে দেন হাল্যান্ড। প্রথমার্ধের বাকি সময়ও দাপট ছিল সিটিজেনদেরই। তবে দ্বিতীয়ার্ধে পালটা আক্রমণে ঝড় তোলে রিয়াল মাদ্রিদ। শুরুতেই ভিনিসিয়াসের শট পোস্টে প্রতিহত হয়। ৬০ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে গোল শোধ করেন কিলিয়ান এমবাপে। তবে ম্যাচ শেষ হওয়ার মিনিট দশেক আগে পেনাল্টি থেকে গোল করে ফের সিটিকে এগিয়ে দেন হাল্যান্ড। এতিহাদ স্টেডিয়াম তখন সিটি সমর্থকদের গর্জনে উত্তাল। তবে ৮৬ মিনিটে গোল করে খেলার গতিপথ আবারও বদলে দেন ব্রাহিম দিয়াজ। এরপর সংযুক্তি সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে বেলিংহামের গোল জয় এনে দিল রিয়ালকে। যদিও সিটি গোলরক্ষক এডারসন দুর্দান্ত কিছু সেভ না করলে আরও আগেই জয় নিশ্চিত করতে পারত কার্লো আন্সেলোত্তির দল।

ব্যবধানটা যেহেতু মাত্র এক গোলের, তাই দ্বিতীয় লেগে নামার আগেই দলকে সতর্ক করলেন রিয়াল কোচ। আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল। আমরা সুবিধাজনক জায়গায় আছি ঠিকই। তবে আমাদের একইরকম মানসিকতা নিয়ে নামতে হবে।' এদিকে দ্বিতীয় লেগে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ রয়েছে ম্যান সিটির সামনেও। তবে ম্যাচটা রিয়ালের ঘরের মাঠে। সেক্ষেত্রে কাজটা যে সহজ নয় তা খুব ভালোভাবেই জানেন গুয়ার্দিওলা।

একনজরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফলাফল

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ২-৩ রিয়াল মাদ্রিদ
ব্রেস্ট ০-৩ প্যারিস সাঁ জাঁ
স্পোর্টিং লিসবন ০-৩ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
জুভেন্তাস ২-১ পিএসভি আইন্দহোভেন

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

কামিন্স, হ্যাজেলউডের পর এবার নেই স্টার্কও

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির লক্ষ্যে বড় ধাক্কা অজিদের

সিডনি, ১২ ফেব্রুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরুর আগেই একের পর এক ধাক্কা অস্ট্রেলিয়া শিবিরে। প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউডের পর এবার 'আউট' মিচেল স্টার্কও। চোটের জন্য আগেই সরে গিয়েছিলেন মিচেল মার্শ। হঠাৎ অবসর নেন পেস-অলরাউন্ডার মার্কাস স্টোয়িনিসও। চিন্তা বাড়িয়ে স্টার্ককেও আইসিসি মেগা ইভেন্টে পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গল টেস্টে কিছুটা শারীরিক অস্বস্তির মধ্যে পড়তে দেখা গিয়েছিল মিচেল স্টার্ককে। তবে সরে দাঁড়ানোর কারণ ফিটনেস নাকি ব্যক্তিগত, তা পরিষ্কার নয়। অজি নির্বাচক কমিটির প্রধান জর্জ বেইলি জানিয়েছেন, 'মিচ বরাবরই জাতীয় দলের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেছে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। চোট নিয়েও দলের স্বার্থে খেলেছে। ওর এই পদক্ষেপকে সম্মানও জানাচ্ছি আমরা। তবে মিচকে না পাওয়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভাবনায় আমাদের জন্য বড় ধাক্কা।'

কামিন্স, মার্শের (অধিনায়ক, সহ অধিনায়ক) অনুপস্থিতিতে প্রত্যাশামাফিক মেগা আসরে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভেন স্মিথ। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জয়ী দলেরও অধিনায়ক ছিলেন স্মিথ। এবার আইসিসি টুর্নামেন্টে গুরুভার। বদলে যাওয়া দল নিয়ে ভাগ্য বদলানোর চ্যালেঞ্জ।

একঝাঁক তারকা না থাকলেও জর্জ বেইলি আত্মবিশ্বাসী। জানান, চোটআঘাতের ধাক্কায় গত এক মাসে বারবার দলে পরিবর্তন আনতে হয়েছে। স্টোয়িনিসও অবসর নিয়েছেন। এবার স্টার্কের শূন্যস্থান পূরণের চ্যালেঞ্জ। তবে তিনি আশাবাদী, বাকিরা দায়িত্বটা সামলে নিতে সক্ষম হবে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুটি ওডিআই ম্যাচ খেলবে। যেখানে বিকল্প ভাবনাগুলি দেখে নেওয়ার সুযোগ পাবে স্মিথ ব্রিগেড।

প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউড, মিচেল স্টার্ক।

অস্ট্রেলিয়া আইসিসি টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২২ ফেব্রুয়ারি। দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে যথাক্রমে ২৫ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি।

অন্যদিকে, স্পিনার ম্যাথু কুহনেম্যানকে নিয়েও প্রবল অস্বস্তিতে অস্ট্রেলিয়া। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গল টেস্টে অবৈধ অ্যাকশনের অভিযোগ উঠেছে। দুই ম্যাচের সিরিজে কুহনেম্যান ১৬টি উইকেট নেন। কিন্তু সেই সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে বোলিং অ্যাকশন। যতদিন না অভিযোগ মুক্ত হচ্ছেন, ততদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হাত ঘোরাতে পারবেন না। তবে ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে কোনওরকম নিষেধাজ্ঞা থাকছে না।

এদিকে, অবসরের সময় নিয়ে স্টোয়িনিসকে তোপ অ্যারন ফিঞ্চের। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রাথমিক দলে নাম থাকার পরও অবসর নেন স্টোয়িনিস। ফিঞ্চের মতে, গত ২-৩ বছরে টি২০ ফর্ম্যাটকে গুরুত্ব দিয়েছে স্টোয়িনিস। আইপিএল সহ গোটা বিশ্বে ঘরোয়া লিগে খেলে থাকে। তবে ওডিআই ফর্ম্যাট থেকে অবসরের ভাবনা আগেই নির্বাচক কমিটি, টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে পরিষ্কার করা উচিত ছিল। তাহলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরিকল্পনা রূপায়ণে সুবিধা হত।

মহাকুম্ভে স্নানের মাঝে অনিল কুম্বলে। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করলেন এই ছবি।

আঙুলে সফল অস্ত্রোপচার সঞ্জুর

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টি২০ ম্যাচে আঙুলে চোট পেয়েছিলেন। চোট এতটাই গুরুতর ছিল যে, আঙুলে অস্ত্রোপচার করতে হল সঞ্জু স্যামসনের। আজ তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে। জানা গিয়েছে, আপাতত কয়েকদিন ক্রিকেট মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে। তবে আইপিএলের আগেই তিনি পুরো সুস্থ হয়ে উঠবেন। রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক হিসেবে সঞ্জু আইপিএলের শুরু থেকেই খেলবেন বলে মনে করা হচ্ছে। আঙুলের এই চোটের কারণে কেরালার হয়ে রনজি ট্রফির কোয়ার্টার্স ফাইনালও খেলা হয়নি তাঁর। তবে আগামী এক মাসের মধ্যে সুস্থ হয়ে আইপিএলে সঞ্জু প্রত্যাবর্তন ঘটাতে চলেছেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দূত ধাওয়ান

দুবাই, ১২ ফেব্রুয়ারি : অপেক্ষা আর সাতদিনের। তারপরই ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে যাবে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য আজ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে প্রতিযোগিতার দূত হিসেবে ভারতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনার শিখর ধাওয়ানের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ধাওয়ান ছাড়াও আইসিসি-র দূত হওয়ার সম্মান পেয়েছেন পাকিস্তানের সরফরাজ খান, নিউজিল্যান্ডের টিম সাউদি ও অস্ট্রেলিয়ার শেন ওয়াটসন। প্রতিযোগিতার সময় তাঁরা ক্রিকেট ও বিভিন্ন দেশের পারফরমেন্স নিয়েও আইসিসি-র ওয়েবসাইটে কলাম লিখবেন বলে জানা গিয়েছে।

ICC CHAMPIONS TROPHY

> আমার ক্রিকেট কেরিয়ারের বহু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সঙ্গে। ক্রিকেটার হিসেবে দুর্দান্ত সব ম্যাচ খেলেছি একসময়। এবারও দারুণ একটা প্রতিযোগিতার অপেক্ষায় রয়েছি আমি।
> **শিখর ধাওয়ান**

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দূত হওয়ার দায়িত্ব পাওয়ার পর টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বাঁহাতি ওপেনার ধাওয়ান বলেছেন, 'আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো প্রতিযোগিতার দূত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত। দুর্দান্ত একটা প্রতিযোগিতার অপেক্ষায় রয়েছি।' চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইতিহাসে ধাওয়ান অত্যন্ত সফল একজন ব্যাটার। তাঁর মোট রান ৭০১। এমন প্রতিযোগিতার আসরে দূত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আবেগে ভেসে ধাওয়ান আজ বলেছেন, 'আমার ক্রিকেট কেরিয়ারের বহু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সঙ্গে। ক্রিকেটার হিসেবে দুর্দান্ত সব ম্যাচ খেলেছি একসময়। এবারও দারুণ একটা প্রতিযোগিতার অপেক্ষায় রয়েছি আমি।'

INDIAN PREMIER LEAGUE

আইপিএল ট্রফি টুর

তারিখ	স্থান
১৪ ফেব্রুয়ারি	গুয়াহাটি (সিটি সেন্টার মল)
১৬ ফেব্রুয়ারি	ভুবনেশ্বর (নেক্সাস এসপ্ল্যানেড মল)
২১ ফেব্রুয়ারি	জামশেদপুর (পি অ্যান্ড এম হাই টেক মল)
২৩ ফেব্রুয়ারি	রাঁচি (জেডি হাই স্ট্রিট মল)
২৮ ফেব্রুয়ারি	গ্যাংটক (ওয়েস্ট পয়েন্ট মল)
২ মার্চ	শিলিগুড়ি (সিটি সেন্টার মল)
৭ মার্চ	পাটনা (সিটি সেন্টার মল)
৯ মার্চ	দুর্গাপুর (জংশন মল)
১২ মার্চ	কলকাতা (সিটি সেন্টার মল)
১৬ মার্চ	কলকাতা (সাউথ সিটি মল)

২ মার্চ শিলিগুড়িতে আইপিএল ট্রফি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : অপেক্ষার পালা শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামী ২১ মার্চ শুরু হয়ে যাবে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ বা আইপিএল। প্রথম ম্যাচ ইডেন গার্ডেন্সেই। তার আগে শেষবারের চ্যাম্পিয়ন দল কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নিয়ে ক্রিকেট মহলে এবার আগ্রহ আরও বেশি। এখন থেকেই আইপিএল টিকিটের খোঁজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

ক্রমশ বাড়তে থাকা উন্মাদনাকে আরও উসকে দিয়ে আজ কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরফে সরকারিভাবে আইপিএল ট্রফি টুরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, পূর্ব ভারতের মোট নয়টি শহরে ঘুরবে শেষবার শ্রেয়স আইয়ারদের জেতা আইপিএল ট্রফি। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি গুয়াহাটি দিয়ে শুরু হবে কেকেআরের আইপিএল ট্রফির সফর। শেষ হবে ১৬ মার্চ দক্ষিণ কলকাতার সাউথ সিটি মলে। তার মধ্যে রাঁচি, গ্যাংটক, জামশেদপুরের মতো শহরের পাশে শিলিগুড়িতেও হাজির হচ্ছে নাইটদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্মৃতি। কেকেআরের তরফে আজ জানানো হয়েছে, আগামী ২ মার্চ শিলিগুড়ির সিটি সেন্টার মলে আইপিএল ট্রফির প্রদর্শনী হবে। কলকাতা সহ পূর্ব ভারতের নানা শহরের ক্রিকেটপ্রেমীদের আরও কাছে পাওয়ার লক্ষ্যেই নাইটদের এই ট্রফি প্রদর্শনীর সফর। জানা গিয়েছে, ক্রিকেটপ্রেমীরা তাঁদের শহরের নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির হয়ে আইপিএল ট্রফির সঙ্গে সেলফিও তুলতে পারবেন। কেকেআরের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর আজ এব্যাপারে জানিয়েছেন, 'সমর্থকদের সঙ্গে একাত্মতা বাড়ানোর পাশে পূর্ব ভারতে আমাদের ক্রিকেটপ্রেমীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্যই এই ট্রফির সফর।' উল্লেখ্য, শেষ মরশুমে কেকেআর আইপিএল খেতাব জেতার পর অতীতের মতো কলকাতায় কোনও উৎসব হয়নি। তাই এবার খেতাব ধরে রাখার অভিযানে আন্দ্রে রাসেলরা নামার আগেই তাঁদের ট্রফি পূর্ব ভারতের নয়টি শহরে সমর্থকদের দরবারে হাজির হচ্ছে।

শতরানের পর শ্রীলঙ্কার চরিথ আসালাঙ্কা। বুধবার কলম্বোয়।

আসালাঙ্কার শতরানে অজি-বধ শ্রীলঙ্কার

কলম্বো, ১২ ফেব্রুয়ারি : তিনদিন আগেই শ্রীলঙ্কাকে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করেছিল অস্ট্রেলিয়া। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতিতে ধাক্কা খেল অজিরা। বুধবার প্রথম একদিনের ম্যাচে ৪৯ রানে অজিদের হারাল শ্রীলঙ্কা। সৌজন্যে চাপের মুখে অধিনায়ক চরিথ আসালাঙ্কার শতরান। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে একসময় শ্রীলঙ্কার স্কোর ছিল ১৩৮/৮। সেখান থেকে দলের হাল ধরেন আসালাঙ্কা। প্রথমে ষষ্ঠ উইকেটে দুনিথ ওয়েল্লালাগে (৩০) ও আসালাঙ্কা (১২৭) ৬৭ রান করেন। পরে নবম উইকেটে এষান মালিঙ্গাকে (১) সঙ্গে নিয়ে আসালাঙ্কা স্কোরবোর্ডে ৭৯ রান জোড়েন। যার সুবাদে ২১৪ রানে অল আউট হয় শ্রীলঙ্কা। রান তাড়ায় নেমে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে অজিরা। ট্রাভিস হেড, জোশ ইনগ্লিস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলহীন অস্ট্রেলিয়ার টপ অর্ডারে শুরুতেই ধসে নামে। ৩১ রানে তারা ৪ উইকেট হারায়। রান পাননি অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ (১২), মার্নাস লাবুশেনও (১৫)। মহেশ থিকসানা ৪০ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন আসিথা ফার্নান্ডো (২৩/২) এবং ওয়েল্লালাগে (৩৩/২)। যার ফলে অজিরা গুটিয়ে যায় ১৬৫ রানে।

চোট সারিয়ে কোর্টে ফিরছেন জকোভিচ

বেলগ্রেড, ১২ ফেব্রুয়ারি : চোটের জন্য অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে ভেরেভকে ওয়াকওভার দিয়েছিলেন সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচ। তবে চলতি মাসেই টেনিস কোর্টে ফিরতে চলেছেন তিনি। আসন্ন কাতার ওপেনকেই পাখির চোখ করছেন ২৫টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নোভাক বলেছেন, 'আমি প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছি। মেডিকেল টিমের পক্ষ থেকেও কোর্টে ফেরার বিষয়ে আমাকে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে। দোঁহাতে সাতদিনের মধ্যে কাতার ওপেন শুরু হচ্ছে। সেইলক্ষ্যে তৈরি হচ্ছি।'

কাতার ওপেন জিততে পারলে কেরিয়ারের ১০০তম এটিপি খেতাব জিতবেন তিনি। এর আগে এই কৃতিত্ব রয়েছে রজার ফেডেরার ও জেমি কোনর্সের। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'গত অক্টোবর মাস থেকে ১০০তম এটিপি খেতাব জয়ের লক্ষ্য দৌড়াচ্ছি। দেখা যাক, কত দ্রুত এই খেতাব আমার ঝুলিতে আসে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ভগবানকে ধন্যবাদ আমি দ্রুত চোট সারিয়ে উঠেছি। আমার বিগত ১৫ বছরের কেরিয়ারে এত চোট কখনও পায়নি। তবে এটা বয়সের কারণে হতে পারে। তবে এখন আমার শরীর যথেষ্ট সুস্থ রয়েছে।'

স্ত্রীর সঙ্গে খোশমেজাজে নোভাক জকোভিচ।

শুভেচ্ছা

Tania & Prakash, (সংহতি মোড়) : নবদাম্পত্য জীবন সুন্দর ও সুখময় হয়ে উঠুক। শুভ কামনায় "মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট" - (Veg / N/Veg) রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

রানে ফিরলেন বিরাট, জেতালেন শুভমান

স্বস্তি বাড়ালেন অর্শদীপ-কুলদীপরা

ভারত-৩৫৬ ইংল্যান্ড-২১৪

আহমেদাবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি : 'ডোনেট অরগ্যানস, সেভ লাইভস'।

সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে মহৎ উদ্যোগ। মৃত্যুর পর অঙ্গদান নিয়ে জনসচতেনতা গড়ে তুলতে বিসিসিআইয়ের যে উদ্যোগে শামিল দুই দলও। সিরিজের শেষ ম্যাচ শুরুর আগে যে বার্তা দিলেন দুই অধিনায়ক রোহিত শর্মা, জস বাটলার।

সবুজ আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নামল ইংল্যান্ড, ভারত। বিরাট কোহলি, শুভমান গিলরা ভিডিও বার্তায় মৃত্যুর পর অঙ্গদানে অন্যকে জীবনযুদ্ধে ছক্কা, সেঞ্চুরি হাঁকানোর সুযোগ করে দেওয়ার আবেদনও রাখলেন।

বাইশ গজের দ্বৈরথে অবশ্য আক্ষরিক অর্থেই 'ছক্কা' হাঁকালেন শুভমান। আইপিএলের সুবাদে নিজের দ্বিতীয় হোম নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম। প্রিয় মাঠে শুভমানের ব্যাট থেকে বেরোল আরও একটা ক্লাসিক শতরানের ইনিংস। যার সুবাদে গড়লেন প্রথম ভারতীয় হিসেবে একই মাঠে তিন ফর্ম্যাটে সেঞ্চুরির নজির।

পঞ্চাশতম ওডিআইয়ের মঞ্চ সাজালেন ১১২ রানের দুরন্ত ইনিংসে। স্বস্তি বিরাট কোহলির (৫২) মিদাস-টাচে ফেরার ইঙ্গিতেও। আবারও চওড়া শ্রেয়স আইয়ারের (৭৮) ব্যাট। শুভমানদের তৈরি মঞ্চে দাপট দেখালেন অর্শদীপ সিং (৩৩/২), হর্ষিত রানা, হার্দিক পান্ডিয়ারাও (৩৮/২)। নিটফল, ভারতের ৩৫৬-এর রান পাহাড়ের চাপে ৩৫তম ওভারেই ২১৪ রানে অসহায় আত্মসমর্পণ ইংল্যান্ডের। হোয়াইটওয়াশ, এদিনের ১৪২ রানের বিশাল জয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পারদ চড়িয়ে নিল রোহিত ব্রিগেড।

বেন ডাকেট-ফিল সল্টরা শুরুটা অবশ্য আক্রমণাত্মক মেজাজে করেছিলেন। কিন্তু সিরিজে প্রথমবার খেলতে নামা অর্শদীপের বুদ্ধিদীপ্ত বোলিংয়ের শিকার দুইজনই। নাকল বলে ডাকেটের (৩২) ঝড় থামানোর পর সল্ট শিকার (২৩)। টম ব্যান্টন (৩৮), জো রুটের (২৪) প্রচেষ্টা থামে কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেলদের স্পিনে।

প্রথম স্পেলের ব্যর্থতা কাটিয়ে এদিনও মাঝের ওভারে জ্বলে ওঠা হর্ষিত (৩১/২) বাটলার (৬), হ্যারি ব্রককে (১৯) সাজঘরের রাস্তা দেখিয়ে বড় জয় নিশ্চিত করে দেন। যেখান থেকে অঘটন ঘটানোর সুযোগ পায়নি ইংল্যান্ড।

ভারতীয় দলে এদিন তিনটি পরিবর্তন। মহম্মদ সামি, রবীন্দ্র জাদেজাকে বিশ্রাম। হালকা চোট বরুণ চক্রবর্তীর। অথচ, জায়গা হয়নি ঋষভ পন্থের! দলে অর্শদীপ, কুলদীপ, ওয়াশিংটন সুন্দর।

ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে রোহিত (১) আউট। গত ম্যাচে দাপুটে শতরান। আজ ১৩ রান দরকার ছিল ১১ হাজারের মাইলস্টোনের জন্য। যদিও মার্ক উডের পারফেক্ট ডেলিভারি রোহিতের সেই সম্ভাবনায় জল ঢালে।

ক্রিজে নেমে প্রথম দিকে কিছুটা নড়বড়ে বিরাট। একাধিকবার অফস্টাম্পের বাইরের বলে কানা ছুঁতে ছুঁতে বেঁচে যান। তবে যত সময় এগিয়েছে, বিরাটকে চেনা ছন্দে পাওয়া যাচ্ছিল। ট্রেডমার্ক শটগুলির দেখা মিলছিল। উইকেট সহজ হলেও যে শট পারদ চড়াচ্ছিল গ্যালারির।

শুভমান উলটো দিকে 'রোলস রয়েসের' গতিতে ইনিংসের গাড়ি ছোটালেন। বিরাটের আউটে জুটি যখন ভাঙে ৬/১ থেকে ভারতের স্কোর ১২২/২। আদিল রশিদের (১১ বার বিরাটকে আউট করলেন) বাড়তি টার্নে ঠকে দিয়ে ব্যাটের কানা লাগিয়ে বসেন। শতরান না এলেও দুবাইগামী বিমানে ওঠার আগে এদিনের হাফ সেঞ্চুরি রসদ জোগাবে বিরাটকে (৫৫ বলে ৫২)।

চলতি সিরিজে আরও একটা দারুণ ইনিংস উপহার দিলেন শ্রেয়স। বিরাট সুস্থ থাকলে প্রথম ম্যাচে খেলার সুযোগই পেতেন না। যার সদ্ব্যবহারে দৌড়োচ্ছেন মুম্বই ব্যাটার। শ্রেয়সকে নিয়ে ১০৪ রানের জুটিতে ইংল্যান্ডের ম্যাচে ফেরার রাস্তা আটকে দেন শুভমান (১১২)। শেষপর্যন্ত আদিল রশিদকে (৬৪/৪) আড়া চালাতে গিয়ে বলের লাইন মিস করে বোল্ড ম্যাচের নায়ক।

যখন মনে হচ্ছিল শুভমানের পর শ্রেয়স আইয়ারও (৭৮) শতরান পেতে চলেছেন, তখনই আউট। ঘাতক সেই রশিদ। ভারতীয় থিংকট্যাংককে স্বস্তি দিয়ে লম্বা সময় ক্রিজে কাটালেন লোকেশ রাহুলও। গত দুই ম্যাচে রান পাননি। ঋষভকে বসিয়ে লোকেশকে উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে খেলানো নিয়ে সমালোচনাও চলছে। কিছুটা চাপ কমালেন চল্লিশ রানের ইনিংসে।

হার্দিক পান্ডিয়া (১৭), অক্ষর প্যাটেলরা (১৩) কিছুটা লম্বা ইনিংস খেললে স্কোর ৩৫৬-র চেয়ে আরও ২০-২৫ রান বেশি হত। যদিও ভারতীয় স্পিন-পেসের ককটেলে হাঁসফাঁস ইংল্যান্ড কোনওক্রমে দুশো পার করেই রণে ভঙ্গ দেয়। বড় জয়, ৩-০ সিরিজ দখল। সবকিছু ছাপিয়ে দুবাইগামী বিমানে ওঠার আগে স্বস্তির ঢেকুর, আত্মবিশ্বাসের পারদ কিছুটা বাড়িয়ে নেওয়া।

৩ ম্যাচের দ্বিপাক্ষিক ওডিআই সিরিজে প্রতি ম্যাচে ৫০ প্লাস স্কোর (ভারতের)

ব্যাটার	প্রতিপক্ষ	সাল
কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত	শ্রীলঙ্কা	১৯৮২
দিলীপ বেঙ্গসরকার	শ্রীলঙ্কা	১৯৮৫
মহম্মদ আজহারউদ্দিন	শ্রীলঙ্কা	১৯৯৩
মহেন্দ্র সিং ধোনি	অস্ট্রেলিয়া	২০১৯
শ্রেয়স আইয়ার	নিউজিল্যান্ড	২০২০
ঈশান কিষান	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২০২৩
শুভমান গিল	ইংল্যান্ড	২০২৫

ওডিআই কেরিয়ারের সপ্তম শতরানের পর শুভমান গিল। বুধবার আহমেদাবাদে।

৫০ ইনিংসের পর সর্বাধিক রান (ওডিআই)

রান	ব্যাটার
২৫৮৭	শুভমান গিল
২৪৮৬	হাসিম আমলা
২৩৮৬	ইমাম-উল-হক
২২৬২	ফখর জামান
২২৪৭	শাই হোপ

ইংল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করার পর ট্রফি নিয়ে উল্লাস টিম ইন্ডিয়ার। বুধবার।

আরও উন্নতির ডাক রোহিতের

অন্যতম সেরা ইনিংস : গিল

আহমেদাবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি : প্রথম ম্যাচে ১৩ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করেছিলেন। সিরিজের শেষ টক্করে আজ কোনও আক্ষেপ রাখতে রাজি ছিলেন না শুভমান গিল। ক্রিকেটীয় শটের ফুলঝুরিতে ১১২ রানের দৃষ্টিনন্দন ইনিংসে ম্যাচে ব্যবধান গড়ে দিলেন।

সাফল্যের উচ্ছ্বাস নিয়ে শুভমান যে ইনিংসকে কেরিয়ারের অন্যতম সেরা আখ্যা দিলেন। সেরার পুরস্কার হাতে বলেছেন, 'দারুণ অনুভূতি। আমার অন্যতম সেরা ইনিংস। শুরুতে পিচ সহজ ছিল না। পেসাররা সাহায্য পাচ্ছিল। পাওয়ার প্লেতে তাই উইকেট ধরে রেখে স্ট্রাইক রোটেটে জোর দিয়েছিলাম। মোমেন্টাম পাওয়ার পর হাত খুলি। বাড়তি চিন্তা, পরিকল্পনা নয়, পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে প্রয়োগের সুফল পেয়েছি।'

৩-০ সিরিজ জয়। বাজবলকে গুঁড়িয়ে দেওয়া। মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে যা রসদ জোগাবে। গর্বিত অধিনায়ক রোহিতের মুখেও সেই কথা। একইসঙ্গে আরও উন্নতির কথাও মনে করিয়ে দিলেন। সতীর্থদের উদ্দেশ্যে পরিষ্কার বার্তা, চ্যাম্পিয়ন টিম হতে গেলে প্রতিটি ম্যাচে উন্নতির ভাবনা নিয়ে নামতে হবে।

ব্যাটে-বলের প্রায় নিখুঁত ক্রিকেট। ৩৫৬-র রান-এভারেস্ট গড়ে ম্যাচ প্রায় পকেটে পুরে নেয় ব্যাটাররা। যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে পেস-স্পিনের যুগলবন্দিতে বাজিমাত। রোহিতের কথায়, ইংল্যান্ডের ব্যাটিং বেশ শক্তিশালী। দলে একঝাঁক আগ্রাসী ব্যাটার। তুল্যমূল্য টক্করের আশা করেছিলেন। তবে বোলাররা কাজটা সহজ করে দেয়। কৃতিত্বটা বোলারদেরও দিতে হবে।

হোয়াইটওয়াশ হলেও ক্ষতি নেই। লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ড্রেস রিহার্সাল। আহমেদাবাদে পা রাখা ইংল্যান্ড শিবিরে যে ভাবনা ঘুরপাক খেলেও আজকের বিশ্রি হারের ধাক্কা সামলানো সহজ নয়। ভারত সব বিভাগেই যে টেক্কা দিয়েছে, মেনে নিচ্ছেন জস বাটলারও। ইংল্যান্ড অধিনায়কের মতে, ভাবনায় ভুল ছিল না। গণ্ডগোল পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের অভাব। আশাবাদী যত দ্রুত সম্ভব সমস্যাগুলি মিটিয়ে ঘুরে দাঁড়াবে ইংল্যান্ড।

একই মাঠে তিন ফরম্যাটে শতরান

ফাফ ডুপ্লেসি
ওয়ান্ডারার্স, জোহানেসবার্গ

ডেভিড ওয়ার্নার
অ্যাডিলেড ওভাল

বাবর আজম
ন্যাশনাল স্টেডিয়াম, করাচি

কুইন্টন ডি কক
সুপারস্পোর্ট পার্ক, সেঞ্চুরিয়ান

শুভমান গিল
নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম, আহমেদাবাদ

পিতৃবিয়োগ মণিকার

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : টেবিল টেনিস তারকা মণিকা বাত্রার বাবা গিরীশ বাত্রা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫। রেখে গেলেন কন্যা মণিকা ও স্ত্রী সুষমা বাত্রাকে। মঙ্গলবারই দাহকাজ সম্পন্ন করা হয়। মণিকার সাফল্যে পিতা গিরীশের বড় ভূমিকা ছিল। বর্তমানে ব্যাংকিংয়ে ৩৮ নম্বরে থাকা মণিকা ২০১৮ কমনওয়েলথ গেমসে মহিলাদের সিঙ্গলস এবং দলগত বিভাগে সোনা জেতেন। একই সঙ্গে মহিলাদের ডাবলসে রুপো ও মিক্সড ডাবলসে ব্রোঞ্জ জেতেন ২৯ বছরের এই প্যাডলার। ২০১৮ জাকার্তা এশিয়ান গেমসে মিক্সড ডাবলসে ব্রোঞ্জ জেতেন মণিকা।

কোয়ার্টারে লক্ষ্যরা

কুইংদাও (চিন), ১২ ফেব্রুয়ারি : ব্যাডমিন্টন এশিয়া মিক্সড টিম চ্যাম্পিয়নশিপে জয় দিয়ে শুরু করলেন ভারতীয় শাটলাররা। প্রথম ম্যাচেই তারা ৫-০ ব্যবধানে ম্যাকাউকে উড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করলেন। জাতীয় গেমসে সোনাজয়ী মিক্সড ডাবলস জুটি সতীশ কুমার করুণাকরণ-আদ্য ভারিয়াথ শুরুতেই ২১-১০, ২১-৯ পয়েন্টে জেতেন চং লেয়ং-ওয়েং চি নগ জুটির বিরুদ্ধে। পরের ম্যাচে পুরুষদের সিঙ্গলসে লক্ষ্য সেন ২১-১৬, ২১-১২ পয়েন্টে জিতে ভারতের পক্ষে স্কোর ২-০ করেন। মহিলাদের সিঙ্গলসে মালবিকা বানসোদ দাঁড়াতেই দেননি হাও ওয়াই চানকে। মালবিকার পক্ষে স্কোর ২১-১৫, ২১-৯। এমআর অর্জুন-চিরাগ শেট্টি পুরুষদের ডাবলসে ২১-১৫, ২১-১৯ পয়েন্টে হারান চিন পন পুই-কক ওয়েন ভং-কে। শেষ ম্যাচে বিশ্বের ৫ নম্বর মহিলা ডাবলস জুটি তৃষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ ২১-১০, ২১-৫ পয়েন্টে জিতেছেন এনজি ওয়েং চি-পুই চি ওয়ার বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার পরের ম্যাচে লক্ষ্যদের প্রতিপক্ষ কোরিয়া।

সেমিফাইনালে ২০১৬ ব্যাচ

মাথাভাঙ্গা, ১২ ফেব্রুয়ারি : মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের রিইউনিয়ন কাপ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল ২০১৬ ব্যাচ। বুধবার কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৫ উইকেটে ২০১৫ ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০১৫ প্রথমে ১০০ রান তোলে। শুভজিৎ সাহা ৬৫ রান করেন। ২০১৬ জবাবে ৫ উইকেটে ১০১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা রাকিব ৪৪ রান করেন।

এর আগে ২০১৫ ব্যাচ ২১ রানে হারায় ২০২০ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০১৫ প্রথমে ৪ উইকেটে ১০৮ রান তোলে। শুভজিৎ ৪৮ রান করেন। রাজু ২২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ২০২০ জবাবে ৬ উইকেটে ৮৭ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা আকাশ কালোয়ার ১৮ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

২০১১ ব্যাচ ৯ উইকেটে ২০২৪ ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০২৪ প্রথমে ৮.২ ওভারে ৩৯ রানে অল আউট হয়। ২০১১ জবাবে ৩.৫ ওভারে ১ উইকেটে ৪০ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা স্নেহাশিস ২৬ রান করেন। কোয়ার্টার ফাইনালে ২০১১ মুখোমুখি হবে ২০২২ ব্যাচের।

মোহনবাগানে একাধিক ফুটবলার নেই কেরালা ম্যাচে

সমস্যায় জেরবার ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে আগামী রবিবার জয়ই এখন পারে লাল-হলুদ শিবিরের চিত্র বদল করতে। নানা ডামাডোলের মধ্যে হঠাৎই ক্লাবের তরফে সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে রহস্য আরও বেড়ে গেছে।

এই মুহূর্তে রীতিমতো অসুখী পরিবার বলে মনে হচ্ছে ইস্টবেঙ্গলকে। আগের বেশকিছু হারে রেফারির দোষ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হলেও চেন্নাইয়ান এফসি-র বিপক্ষে বিশ্রি খেলে হারের পর আর নিজেদের ছাড়া কাউকে দোষ দেওয়ার মতো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ম্যাচের পর প্রকাশ্যেই ফুটবলারদের খারাপ পারফরমেন্স নিয়ে ঘনিষ্ঠ মহলে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। পরবর্তীতে ঘনিষ্ঠ মহলে নানা বিষয়ে তাঁর ক্ষোভ ঝরে পড়েছে। এসবের জেরে তিনি মরশুম শেষ হলেই দল ছাড়তে পারেন বলেও শোনা যাচ্ছে। দলের অন্যতম সেরা তারকা দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসও নিজের সতীর্থ ও সমর্থকদের সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রেখেছেন যা সুখকর নয়। এই গ্রিক স্ট্রাইকারও যদি আগামী মরশুমে দলে না থাকেন, তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ইস্টবেঙ্গলের এই বিব্রত অবস্থার সুযোগ নিতে মাঠে নেমে পড়েছে আইএসএলের বাকি দলগুলি। আগেই মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট তাঁকে প্রস্তাব দেওয়ার কথা হাওয়ায় ভাসিয়ে দেয়। এবার পিভি বিষ্ণুকে নিতে আসরে নেমেছে মুম্বই সিটি এফসি। তারা বড় অঙ্কের প্রস্তাব দিয়েছে এই তরুণ কেরালাইট উইং হাফকে। এরকম গোলমেলে পরিস্থিতিতে এদিন হঠাৎই ক্লাবের তরফ থেকে কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করাকে ক্লাব সমর্থন করে না বলে একটি বিবৃতি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। সেখানে কারও নাম না করা হলেও মনে করা হচ্ছে, বিনিয়োগকারী সংস্থার চিফ টেকনিকাল অফিসার অময় ঘোষালকে সমর্থকদের ক্ষোভের আগুন থেকে বাঁচাতেই এই টুইট।

এই অবস্থায় ইস্টবেঙ্গলকে একমাত্র সাহায্য করতে পারে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ভালো ফল। মার্চের ৫ ও ১১ তারিখ যথাক্রমে ঘর ও বাইরের মাঠে তুর্কমেনিস্তানের দল এফসি আর্কাদাগের বিপক্ষে খেলবেন নন্দকুমার শেখর-আনোয়ার আলিরা। এই দুটি ম্যাচই পারে যাবতীয় ঝুট-ঝামেলা মেরামত করে দিতে। ইস্টবেঙ্গলকে যদি চ্যাম্পিয়নও হয় তাহলে সেমিফাইনাল-ফাইনালে গেলেও পরিস্থিতির উন্নতি হবে। এর সঙ্গে সুপার কাপ জিতলে আবারও এএফসিতে খেলার সুযোগ থাকবে। তখন বহু ফুটবলারই আবার থেকে যাওয়ার কথা ভাববেন বলেই আপাতত এএফসি এবং সুপার কাপেই নজর ইস্টবেঙ্গলের। অস্কারও বলেছেন, 'আইএসএলে আমাদের আর কোনও সুযোগ নেই। তাই এখানে যতটা ভালো জায়গায় সম্ভবত শেষ করে আপাতত এএফসির টুর্নামেন্ট ও সুপার কাপে নজর দিতে হবে। যদিও সুপার কাপ কবে, কোথায় হবে, সেটা জানি না।' তবে আপাতত মহমেডান ম্যাচে জয় তুলে নেওয়াই অস্কার বাহিনীর প্রধাণ লক্ষ্য।

এদিকে, কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচে সম্ভবত খেলতে পারবেন না আশিস রাই, সাহাল আব্দুল সামাদ ও অনিরুদ্ধ থাপা। তিনজন এদিনও অনুশীলন করেননি। ডাক্তার সবুজ সংকেত দিয়েছেন বলা হলেও তিন ফুটবলারই অনুশীলন করতে পারছেন না চোটের জন্য। সঙ্গে চারটি হলুদ কার্ড হয়ে যাওয়ায় খেলতে পারবেন না গ্রেগ স্টুয়ার্টও। তবে কার্ড সমস্যা কাটিয়ে ফিরছেন আপুইয়া ও টম অ্যালড্রেড।

নাওরেম মহেশ সিংয়ের সঙ্গে অনুশীলনে রিচার্ড সেলিস। বুধবার।

ডেভেলপমেন্ট লিগের ম্যাচ স্থগিত

ইস্টবেঙ্গল প্রস্তুত, ডায়মন্ডকে নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : ডেভেলপমেন্ট লিগের ম্যাচ স্থগিত। কলকাতা লিগের খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ইস্টবেঙ্গলও। ডায়মন্ড হারবার এফসি যদিও এখনও দল নামাতে নারাজ।

সূচি ঘোষণার পর থেকেই ডায়মন্ড হারবার ১৩ তারিখ ম্যাচ না খেলার দিকে ঝুঁকে। দল না নামানোর কারণ হিসাবে বলা হয়, ১৪ তারিখ ডেভেলপমেন্ট লিগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সঙ্গে ম্যাচ। চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে দুই ম্যাচ খেলা সম্ভব নয়। পরিস্থিতি বিবেচনা করে ডেভেলপমেন্ট লিগে শুক্রবারের ম্যাচটি পিছোনোর উদ্যোগ নেয় আইএফএ। বুধবার জানানো হয় ডেভেলপমেন্ট লিগের ম্যাচটি আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে।

ডায়মন্ড হারবার এফসি তবুও দল নামাতে নারাজ। ক্লাবের সহ সভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'বিকেল পাঁচটা চল্লিশে আইএফএ ম্যাচ স্থগিত রাখার কথা জানায়। এদিকে, আমরা ডেভেলপমেন্ট লিগ ও আই লিগ টু-এর কথা মাথায় রেখে অনুশীলন করেছি।' ফলে দল কলকাতা লিগের ম্যাচে নামার জন্য মানসিকভাবেও তৈরি নয় বলেও জানান তিনি। উলটোদিকে আইএফএ-ও সিদ্ধান্তে অনড়। কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যাচের দিন আর পরিবর্তন হবে না বলে জানিয়েছেন সংস্থার সচিব অনির্বাণ দত্ত। তিনি বলেছেন, 'দুই দলই যাতে মাঠে নামে সেজন্য আমরা চেষ্টায় কমতি রাখছি না। এরপরও কেউ না খেললে কিছু করার নেই।'

এদিকে, ইস্টবেঙ্গল এদিন কলকাতা লিগের কথা মাথায় রেখেই প্রস্তুতি সেরেছে। রিজার্ভ দলের সঙ্গেই অনুশীলন করেছেন পিভি বিষ্ণু, জেসিন টিকে সহ আইএসএল স্কোয়াডে থাকা একাধিক ফুটবলার। পূর্ণশক্তির দল নিয়ে মাঠে নামবে তারা। প্রতিপক্ষ ডায়মন্ড হারবার এফসি যতই দল না নামানোর কথা বলুক তা নিয়ে ভাবতে নারাজ লাল-হলুদ কোচ বিনো জর্জ। লিগ টেবিলের যা পরিস্থিতি তাতে বৃহস্পতিবার ড্র করলেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে ইস্টবেঙ্গল। তবে পরিস্থিতি যা তাতে তারা ওয়াকওভার পেলেও অবাক হওয়ার থাকবে না।

সুপার ডিভিশনে হিমাংশুর ১৭৫

আলিপুরদুয়ার, ১২ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার অরবিন্দনগর ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ২৬২ রানে আশুতোষ ক্লাব ত্রিশাখাকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে অরবিন্দনগর টসে জিতে ৩৫ ওভারে ৯ উইকেটে হারিয়ে ৩৪৩ রান তোলে। হিমাংশু সিং ১৭৫ রান করেন। দেব শা ১৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে আশুতোষ ক্লাব ১৮.১ ওভারে ৮১ রানে গুটিয়ে যায়। কান্দু রহমান ৩০ রান করেন। হিমাংশু সিং ২২ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট নেয়।

ড্র গুকেশের

উইসেনহস (জামানি), ১২ ফেব্রুয়ারি : ৫৯ চালে নিষ্ফলা ম্যাচ। ফ্রিস্টাইল চেস গ্র্যান্ড টুরে আমেরিকার গ্র্যান্ড মাস্টার হিকারু নাকামুরার সঙ্গে ড্র করলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ। ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানার কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল। ফলে টুর্নামেন্টের খেতাবি দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছেন ভারতীয় দাবাড়ু। গুকেশের লড়াই এখন পাঁচ থেকে আটের মধ্যে থাকার। এই লক্ষ্যেই মঙ্গলবার নামেন নাকামুরার বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে কালো ঘুঁটি নিয়ে ড্র করার পর কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গুকেশ। যদিও টুর্নামেন্টে এই নিয়ে অষ্টম ম্যাচ ড্র করলেন ১৮ বছরের দাবাড়ু।

সন্ধান চাই

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার ছেলে **হরবিন্দ সরকার**, বয়স ২৭, ১৬/১১/২০২৪ তারিখ থেকে নিরুদ্দেশ। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি তাহার সন্ধান পান তবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। M-75860-41126, 98514-91591

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা মুক্তা দাস - কে 04.11.2024

তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 52L 35250 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমার জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে অনেককে কোটিপতি হতে দেখেছি এবং এখন আমি একজন কোটিপতি হয়েছি। আমি এখন বর্তমানে আনন্দের সাথে আকাশে ভাসমান অবস্থায় আছি মনে হচ্ছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরা অরিন্দমকুমার সেন। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

জিতল ধলুয়াবাড়ি

কোচবিহার, ১২ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার ধলুয়াবাড়ি শংকর ক্লাব ২ উইকেটে তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থাকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে প্রথমে তুফানগঞ্জ ৩৯.৫ ওভারে ১৪৫ রানে অলআউট হয়। সুমন সরকার ৪০ রান করেন। রূপক দেব ১৯ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে শংকর ক্লাব ৩৮.২ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অরিন্দমকুমার সেন ৪২ রান করেন। পার্থ বর্মন ১৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। বৃহস্পতিবার খেলবে এমজেএন ক্লাব ও নিউটাউন ইউনিট।

জয়ী গাদোপাতা

শীতলকুচি, ১২ ফেব্রুয়ারি : বিএসএফের ১৫৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে গাদোপোতা স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে প্রীতি ফুটবলে গাদোপাতা ৪-০ গোলে হারিয়েছে উত্তর রাজবাড়ি যুব সংঘকে। রাহুল আলম জোড়া গোল করেন। বাকি গোল বাপ্পি আলম ও রাহুল আলমের।

২ মার্চ শিলিগুড়িতে আইপিএল ট্রফি
-খবর এগারোর পাতায়